ঝড়ের পার

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী

ডি.এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬

ঝড়ের পরে

১

"ওগো, শুনছো তোমার ভাইএর কথা, সে যে এখন আলাদা হতে চায়।"

সত্যেন্দ্রনাথ নিবিষ্ট-চিত্তে আদালতের কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, কেবলমাত্র বলিলেন, "হু—"

স্বামী যে কিরূপ আত্মভোলা লোক, এ কথা যে তাহার কানেই গেল মাত্র, অন্তরে গেল না, তাহা সুনয়না দেবী বেশ বুঝিলেন, অকস্মাৎ দৃপ্তা হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "হুঁ কি? ওই কাগজপত্রগুলো টেনে নিয়ে গিয়ে উনুনে ফেলে দেব, তবে যদি জ্ঞান ফিরে আসে। বলছি এক কথা,— তাতে যদি একটু মন দেয়!"

অকস্মাৎ চেতনা পাইয়া বিস্ময়ে সত্যেন্দ্র স্ত্রীর পানে চাহিলেন, এতক্ষণে মনে পড়িল পার্শ্বে আসিয়া স্ত্রীই দাঁড়াইয়াছে এবং সে কি একটা দরকারী কথা বলিতেছে।

একটু থতমত খাইয়া তিনি বলিলেন, "কি বলছো বল শুনি। কি মুস্কিল, আদালতের কাগজপত্রগুলো দেখলে কেন যে এত জ্বলে ওঠো, তা তো কিছু বুঝতে পারি নে।"

মুখ ভারি করিয়া সুনয়না বলিলেন, "ওগুলো যে তোমার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার,—আমার সতীন, তাই তো আমার এত রাগ হয়।"

অত্যন্ত প্রীত হইয়া সত্যেন্দু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, রাগ করিয়া সুনয়না বলিলেন, "থাক আর অত হাসিতে কাজ নেই। সংসারের কোথায় কি হল, কি গেল কি থাকল, কিছু দেখাশোনা নেই—কেবল আইন আর আদালত—আদালত আর আইন। ভাল লাগে না বাপু,—ইচ্ছে হয় ওগুলো উনুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলি।"

অকস্মাৎ হাসি বন্ধ করিয়া সত্যেন্দু বিস্ফারিত চোখে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর কাগজপত্রগুলি গুটাইয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন, "নাও বল দেখি তোমার কি কথা আছে?" সুনয়না বিরক্তভাবে বলিলেন, "সংসারের কোন কথায় কান দাওনা, কোন কথাতেই থাকো না। ছোট ঠাকুর-পো আজ বলছিল সে আলাদা হয়ে যাবে, আর একসঙ্গে থাকবে না।"

সত্যেন্দু বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, "আলাদা হবে?"

"হাঁ, সেজবউ তাই বলছিল—"

সত্যেন্দু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন, "ক্ষেপেছ মেজবউ, পৃথক হওয়া অমনি মুখের কথা কিনা, যে পৃথক হলেই হল। ওসব ছেলেমানুষের কথা শোন কেন?"

আবার তিনি কাগজপত্র টানিয়া লইলেন। বর্দ্ধিত-রোষা সুনয়না সেগুলা সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "ফের কাগজ টেনোনা বলছি, আগে কথা শোন। ছেলেমানুষ বলছো—ছেলেমানুষ কি করে হল বল দেখি ?"

হতাশ ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "ছেলেমানুষ নয়ই বা কিসে ? তোমার বড়ছেলে যদি আজ বেঁচে থাকত মেজবউ, তাকে কি বুড়ো বলতে পারতে ? নীলু তো তারই বয়সী, তোমার কোলেই না নীলু আর বিলু দুইজনেই মানুষ হয়েছিল, তোমার বুকের দুধই না দুজনে খেয়েছিল ? তারপর বিলু যখন আড়াই বছরেরটী হয়ে মারা গেল, তখন নীলুকে বুকে চেপে ধরেই না তুমি তার শোক ভুলেছিলে মেজবউ ? আজ সে পৃথক হতে চাইছে বললেই কি হয়, সে বললেই আমরা অমনি ছেড়ে দেব ?"

সত্যেন্দু বড় গোপনে—যেখানে বড় কোমল স্থান আছে সেইস্থানে আঘাত দিয়াছিলেন, মৃত পুত্রের নাম উল্লেখে সুনয়নার মুখখানা বড় মলিন হইয়া গেল, তাঁহার চোখ দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল।

সেজ-জা কল্যাণীর মনটা তত সুবিধার ছিল না, সে-ই অল্পে অল্পে মেজ-জায়ের মনটা সুমিত্রা ও নীলেন্দুর উপর বিমুখ করিয়া তুলিতেছিল।

আজ মনে পড়িয়া গেল বাস্তবিকই এই নীলুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বিলুর শোক ভুলিয়াছিলেন। তখন কোথায় ছিল মেজবউ কল্যাণী,

কোথায় ছিল ছোটবউ সুমিত্রা।—কেহই আসে নাই, ইহারা যে আসিবে তাহাও কেহ জানিত না।

চার ভাইয়েব মধ্যে তিন ভাই বর্ত্তমান, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত অবস্থায় মারা গিয়াছেন। নীলু যখন্ মাতৃগর্ভে তখন পিতা মারা গিয়াছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইবার ছয়মাস পরে মাতাও মারা যান। সেই ছয়মাসের শিশুটিকে পুত্রবধূর হস্তে তুলিযা দিযা তিনি বলিযা গিয়াছেন,—"আমার নীলুকে দেখো বউমা, হতভাগা বাবা কেমন তা জান্‌লে না, মাযের স্নেহও পেলে না. তুমিই ওর মাযেব অভাব মিটিয়ো।"

ছেলেটীকে সুনয়না সেই যে বুকে তুলিয. লইয়াছেন আব নামান্ নাই। তাঁহার পুত্র বিলুও তাহার সমবয়স্ক, এই দুইটী শিশু যে তাঁহার স্তন্য পান করিত, একজন এ-কোলে অপর জন ও-কোলে শুইত। লোকে দেখিয়া দুই জনকে যমজ মনে করিত।

বিছানার দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র শয্যা থাকিত, বিলু যেমন তাঁহাকে পাইত, নীলুও তেমনি তাঁহাকে পাইত। একই স্নেহপূর্ণ নেত্র উভয়ের মুখের উপর পড়িত, একই স্নেহ দুজনে সমান পাইত।

বিলু ডাকিত—মা, সঙ্গে সঙ্গে নীলুও মা বলিযা ডাকিত। সুনয়না নীলুকে বুকে টানিয়া লইযা শিখাইতেন—"মা নয় যাদু, বউদিদি বলতে হয়।" কিন্তু সে কি তাহা শোনে? অতবড় শব্দটাও যে তাহার মুখে ফুটে না তাহাকে যতবারই শিখানো হইত মা নয় বউদি, শিশু ততই খিল খিল করিয়া হাসিয়া তাঁহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া

দুই হাতে গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ডাকিত—"মা।"

ইহার জন্য স্বামীর নিকটে তিনি নালিশ করিতেন, "দেখতো ছেলের আক্কেল, কিছুতেই বউদি বলবে না, কেবল মা বলে ডাকবে।"

সত্যেন্দু ছোট ভাইটীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার ললাট হইতে চূর্ণ কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে বলিতেন, "আহা, তা ডাকুক সুনি, ও যে মা বলে ডাকতে পায়নি, ওর মনের মধ্যে কেন এ ক্ষোভটা রাখবে বল? বড় হোক, আপনিই নিজের ভুল বুঝতে পারবে, লজ্জায় প'ড়ে বউদি বলে ডাকতেই হবে।"

দুইটী শিশু উদ্যানময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, সুনয়না স্নেহপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেন

ইহারই মধ্যে একটী ফল অকালে ঝরিয়া পড়িয়া গেল, বিলু আড়াই বৎসরের হইয়া মারা গেল, সুনয়নার একটী কোল শূন্য হইয়া গেল।

কাঁদিবার অবকাশ তিনি পাইলেন না, নীলু তাহাকে কাঁদিতে দিল না। তাঁহার চোখে জল দেখিলেই সে তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিত, সুনয়না আর কাঁদিতে পারিতেন না। ক্ষুদ্র শিশুটী তাঁহার নিকট ছাড়িয়া আর কোথাও নড়িত না, এই সময় হইতে সে দিন রাতই সুনয়নার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত।

নিজের পুত্র হারাইয়াও সুনয়না কাঁদিতে পারিলেন না, নীলুকে বুকে চাপিয়া তিনি পুত্রশোক ভুলিলেন।

সেই নীলু—সে আজও তাহার নিকট তেমনি আবদার করে তেমনি রাগ-অভিমান তাহাব আছেই। সে একে একে বি-এ পাশ করিয়াছে, তাহার বিবাহ হইযাছে, তবু সে এখনও তেমনিই ছেলে-মানুষ। সুনয়নার দুইটী পুত্র একটী কন্যা, কিন্তু নীলুর আসন সকলের উপরে।

আজ সে বুঝিতে শিখিযাছে যাহাকে সে মা বলিয়া ডাকিত সে তাহার মা নয়, বউদিদি। কিন্তু সে বউদি বলিয়া ডাকিতে পারে না, মা বলিতেও মখে বাধে,—বউদিকে মেজ বলিযা ডাকে।

কল্যাণী সেজ-বধূ—পূর্ণেন্দুর স্ত্রী। পূর্ণেন্দু ছিল কিছু কূট ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বরাববই সে জগতকে বিশ্বাস করে না, আজও করে না, নিজেকে সে তাই সকলের নিকট হইতে তফাতে সরাইয়া রাখে। সে পুলিশ কোর্টে ওকালতি করে

তাহার মন কূট হইলেও মেজবৌদি যে মা-হারা ছোট ভাইটীকে এমন ভাবে মানুষ করেন ইহাতে সে খুসি বই দুঃখী নয়। নীলুর সম্বন্ধে তাহাকেও দু-পাঁচদিন একটু ভাবিতে হইয়াছিল। মাত্র দুই মাসের শিশুটীকে রাখিয়া মা যখন মারা যান তখন সে দশ এগার বৎসরের বালক। প্রথমেই তাহার ভয হইয়াছিল—পাশের বাড়ীর সুরেনের মত তাহার ঘাড়েই বুঝি এই অপোগণ্ড ভাইটীর ভার পড়ে। বৌদি স্বেচ্ছায় সে ভার লইলেন দেখিয়া সে ভারি নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কল্যাণী যখন এ সংসারে আসিয়াছিল তখন তাহার বয়স সপ্তদশ

বর্ষ ; পূর্ণেন্দু তখন দ্বাবিংশ বর্ষীয়, নীলেন্দু দ্বাদশ বর্ষীয় চঞ্চল বালক। প্রথমবারে আসিয়াই নীলুর পরিচয় পাইয়া ও তাহার অত্যন্ত প্রাণের প্রতিপত্তি দেখিয়া কে জানে কেন কল্যাণীর মনটা তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পর যত দিন যাইতেছিল, কল্যাণী এই ছেলেটার উপর ততই বিক্ষুপ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে নাকি বড় চালাক মেয়ে তাই মনের ভাব মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিল হঠাৎ কিছু প্রকাশ করে নাই।

অল্প অল্পে সে অগ্রসর হইতে লাগিল, স্বামীর মন ও মেজ-জায়ের মন বিকৃত করিয়া দিতে লাগিল। ইহার পর যখন নীলুর বিবাহ হইল সুমিত্রা আসিল, তখন তাহার আরও একটু সুবিধা হইল।

২

আস্তে আস্তে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সুমিত্রা ডাকিল, "সেজ-দি—"

কল্যাণী উত্তর না দিয়া নিজের কোলেই পুত্রটীকে দুধ খাওয়াইতে লাগিল।

সুমিত্রা জানিত এ কাজ তাহারই, সেজ-জায়ের ও মেজ-জায়ের ছেলেদের ভার এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত তাহারই উপর পড়িয়াছিল, আজ হঠাৎ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল।

সন্ত্রস্ত ভাবে বলিল, "একি দিদি, খোকাকে তুমি দুধ খাওয়াচ্ছো যে, আমিই তো আসছিলুম—"

মুখখানা ভারী করিয়া কল্যাণী বলিল "বরাবর যে তোমাকেই খাওয়াতে হবে এমন কোন কথাতো নেই ভাই ছোটবউ। আজ যদি তুমি কোথাও যাও ভাই—"

সুমিত্রা হাসিয়া উঠিল, "ক্ষেপেছ দিদি, আমি যাব কোথায়, আমার কি কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে? আমার কি কেউ আছে, যার কাছে যাবে?"

বলিতে বলিতে সে গম্ভীর হইয়া পড়িল। এক মুহূর্ত্তে তাহার মনে কত কথাই না জাগিয়া উঠিল।

দুনিয়ায় তাহার কেহই ছিল না,—সম্পর্কীয় কাকার কাছে সে মানুষ হইয়াছিল। কি একটা কাজে সত্যেন্দু বারাসাতে গিয়াছিলেন। সেখানে এই মেয়েটাকে দেখিয়া ও ইহার পরিচয় পাইয়া ইহারই সহিত নীলুর বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার প্রবল ঝোঁক হয় এবং তাহার পরই কাহারও কথা না শুনিয়া তিনি নীলুর সহিত ইহার বিবাহ দিয়া আনেন।

সুমিত্রা কোথায় ছিল কোথায় আসিয়াছে! সে স্থানের তুলনায় এ স্বর্গ। এখানে আসিয়াই সে মাতৃসম মেজ-জায়ের বুকে স্থান পাইয়াছিল। সুনয়না সগর্ব্বে সকলকে ডাকিয়া নূতন বউ দেখাইয়াছিলেন, সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—"যাই বল, ওঁর পছন্দ আছে,—কেমন খাসা বউ এনেছেন দেখ।"

নিজেব গহনা দিয়া তিনি তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিয়াছিলেন, তাহার পর নিজের পছন্দানুযায়ী গহনা গড়াইয়া দিয়াছেন। গরীবের ঘরের মেয়ে, কাকার নিকট বড কষ্টে ছিল শুনিয়া তাঁহার মায়া উথ্‌লাইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যেন দুই হাত দিয়া তাহার আগেকার বেদনাগুলি মুছিয়া দিতে চাহেন, এমনই তাঁহার ভাবটা।

কল্যাণী অসহ্য ভাবে একবার বলিয়াছিল, "অতটা মাথায় তুলো না দিদি, কেন না—"

যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সুনয়না বলিলেন, "মাথায় তোলা কি ভাই সেজ-বউ, আহা—ও যে বড অভাগী রে, জন্মে কখনও বোধ হয় স্নেহ মমতা পায়নি, ওকে স্নেহ মমতা করব না তো কাকে করব রে ?

কল্যাণী আর কথা বলে নাই, কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তরটা জ্বলিয়া গিয়াছিল।

সরলা সুমিত্রা কল্যাণীর অন্তরের সংবাদ কিছুই পায় নাই. সে এখানে আসিয়া কাজ না পাইয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

খানিক চুপ্ করিয়া থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, খোকাকে আমার কাছে দাও দিদি, আমি ওর গা মুছিয়ে জামা পরিয়ে দিই গিয়ে।"

অন্ধকার পূর্ণ মুখে কল্যাণী বলিল, "থাক্ ভাই, আমিই দিচ্ছি, কতক্ষণই বা লাগ্‌বে গা মুছিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে দিতে ?"

সুমিত্রা খানিক তাহার পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আজ কল্যাণী যে হঠাৎ কেন বদলাইয়া গেল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

অভিমানে তাহার ঠোঁট দু'খানা কাঁপিতেছিল—তবে সে কি লইয়া থাকিবে,—কেমন করিয়া তাহার দিন চলিবে? সেখানে সমস্ত দিন তাহার কাজের বিশ্রাম ছিলনা, হঠাৎ এমন ভাবে কর্ম্মহীন হইয়া সে থাকিবে কি করিয়া?

আস্তে আস্তে আবার সে রান্নাঘরের দিকে গেল। বামুনদিদি এক উনুনে ডাল, আর একটা উনুনে ভাত চড়াইয়া দিয়া কোথায় গিয়াছেন। নিশ্চিন্ত ভাবে সুমিত্রা ভাত টিপিয়া দেখিল হইয়া গিয়াছে, সে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ফেন ঝরাইতে বসিল।

ঠিক সেই সময় বামনদিদি আসিয়া উপস্থিত। ব্যাপার দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল, প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া সে বলিল, "এ কি করছেন ছোটবউদি, আপনি কেন ফেন ঝরাচ্ছেন, এ দেখ্‌তে পেলে মেজ-বউদি আমায় এখনি জবাব দেবেন। আমি তো এখনই আসছিলুম, তাড়াতাড়ি করে আপনাকে কে আসতে বল্‌লে বলুন দেখি? আজ নেহাৎ আমার কাজটা যাওয়ার জন্যেই আপনি এসেছেন তা বুঝেছি।"

তাহার চোখে জল দেখিয়া সুমিত্রা থতমত খাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়ি ছাড়িয়া দিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

বামুনদিদি তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিয়া সচকিতে বলিয়া উঠিল "ওই মেজ-মা

আসছেন। আপনি শিগ্‌গির চলে যান ছোট মা, আর এ ঘরে থাকবেন না।”

তাড়াতাড়ি সে ফেন ঝরাইতে বসিল।

সুমিত্রা একেবারে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। না, এমন স্বর্গে সে থাকিতে চায় না; যে স্বর্গে তাহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই, সে স্বর্গ নরক অপেক্ষাও ভয়ানক। একটা কোন কাজে হাত দিতে গেলেই পাঁচজন লোক হাঁ হাঁ করিয়া আসে, পরের ছেলেপুলের উপর এতটুকু অধিকার নাই, এমন করিয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া?

নিঃশব্দে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

কি একটা কাজে নীলু হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। আলমারিটা টানিয়া খুলিয়া নিজের আবশ্যকীয় জিনিষটা লইয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সেই সময় সুমিত্রার দিকে দৃষ্টি পড়িল।

বিবাহ করিতে হয় সেই জন্যই সে বিবাহ করিয়াছে, মেয়েটাকে আনিয়া নজ-বউয়ের হাতে দিয়া সে যেমন ছিল তেমনই বেড়ায়; ইহার প্রতি যে দৃষ্টি দিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা সে ভাবিয়াও দেখে নাই

আজ এমন সময় সুমিত্রাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে নিশ্চয় ধরিয়া লইল বউয়ের অসুখ করিয়াছে। নিজে সে তখন মেডিকেল কলেজে ফিপথ্ ইয়ারে পড়িতেছিল, একবার মনে ভাবিল—দেখিলেও হয়, পরক্ষণে লজ্জা আসিয়া তাহার সে ভাবনা দূর করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া যাইতে সিঁড়িতেই সুনয়নার সহিত দেখা হইয়া গেল।

ত্রস্তভাবে সে বলিল, "ছোট বউয়ের বড্ড অসুখ করেছে, তুমি একবার দেখ গিয়ে।"

সুনয়না আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি একটু দেখলে না নীলু?"

"বাঃ, আমি দেখব—আমাব কি সময় আছে?" বলিতে বলিতে সে সোজা পলায়ন করিল।

কল্যাণী অবহেলার সুরে বলিল, "সব নেকামি দিদি, এইত ছোটবউ ওপরে গেল,—এর মধ্যে অমনি জ্বর এল?"

"তা হতেও তো পারে সেজবউ, জ্বরের কথা কেউ বলতে পারে।"

বলিতে বলিতে সুনয়না উপরে উঠিয়া গেলেন।

"হাঁ ছোটবউ, তোমার নাকি অসুখ করেছে?"

তাঁহার সাড়া পাইয়া সুমিত্রা ধড়ফড় করিয়া উঠিযা বসিল,—বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি দিদি, অসুখ কববে কেন, কে বললে অসুখ করেছে?"

সুনয়না তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না, গাযে হাত দিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ওমা, নীলু তো বড মিথ্যেবাদী, বলে গেল বউয়ের বড্ড অসুখ করেছে দেখ গিয়ে।"

কল্যাণী পিছনেই ছিল, মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "দেখলে মেজদি, এর মধ্যেই ঠাকুরপোর বউয়ের ওপর কি রকম টান হয়েছে।"

তাহার কথার মধ্যে তীব্রতা কতখানি ছিল সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সুনয়না বলিলেন, "তা তো হওয়ারই কথা ভাই, না হওয়াটাই আশ্চয্য।

বিয়েটা তো বড় সুখের কথা নয়,—ওই যে গোটাকতক মন্ত্র—যা আজকালকার দিনে ছেলেরা হেসে উড়িয়ে দেয, সেই মন্ত্রই যে পরকে একেবারে আপনার করে দেয়, এ কথা কি মিথ্যে হয় ?"

সুমিত্রার মুখখানা লাল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিযাছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে মুখ ফুটিয়া জানাইয়া দেয় সে ওই লোকটীর আপন হয় নাই, মন্ত্রের জোরে পরকে আপন করিতে পারে নাই। আজ কেন যে নীলু তাহার কথা মেজবউকে ডাকিয়া বলিয়া গেল তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। আজ দুই তিন মাস বিবাহ হইযাছে, ইহার মধ্যে একটা দিনও নীলু তাহার সহিত কথা কহে নাই, অনেক সময় নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন কি বলিতে গিয়া বাধা পাইয়া সরিয়া গিয়াছে। সে যেমন ব্যস্তভাবে সরিয়া যায় তাহাতে সুমিত্রাই আশ্চয্য হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকে। সে রাগ করিবে কি হাসিবে তাহাই ভাবিয়া পায় না। সে বুঝিতে পারে না—নীলুর এতখানি বয়স হইলেও সে এখনও অন্য কোন নারীর অস্তিত্ব জানিতে চাহে না। সে জানে শুধু মেজকে, অসঙ্কোচে তাহারই সহিত কথা বলিয়া যায়, কল্যাণীর সহিত তাহার তত আলাপ নাই।

সুনয়নার পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কল্যাণী চাপা সুরে বলিল, "দেখলে ভাই মেজদি, ছোটবউয়ের আক্কেলটা। যাই হোক আগে আমাদের জানানো উচিত তো, আমায় না জানাক, তোমাকে জানানো তো উচিত, তা নয় ঠাকুরপোকে জানানো হয়েছে !"

শান্ত কণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "ওকে জানাবে না তো কাকে জানাবে ভাই, জগতে স্বামীর মত আপনার লোক কেউ আছে কি? ওকে বলে সে তো ভালই, স্বামীর কাছে বলবে না তো কার কাছে বলবে?"

কল্যাণী মুখখানা অন্ধকার করিয়া সরিয়া গেল, সুনয়না নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

৩

সত্যেন্দু বড় সাদাসিধা প্রকৃতির লোক, জীবন-ভোর ভূতের মত খাটিয়াই চলিয়াছেন—সংসারে কাহার কি হইল সে সব কিছুই জানিতেন না। দিন রাতই তিনি বড় ব্যস্ত। তিলমাত্র হাঁফ ফেলিবার অবকাশ ছিল না।

এই আপনভোলা লোকটির নিজের আহার নিদ্রার দিকে পর্য্যন্ত দৃষ্টি ছিল না। তাহা আর কেহ না জানুক সুনয়না বেশ জানিতেন। বহুকাল তিনি এ সংসারে আসিয়াছেন, স্বামীর প্রকৃতি চিনিতে তাঁহার বাকী ছিল না।

হাতের কাছে জিনিস রাখিয়া সত্যেন্দু জিনিস খুঁজিয়া পান না। জামার বোতাম জামায় লাগান সত্ত্বেও দেখিতে পান না, হয় তো এক পায়ে স্লিপার আর এক পায়ে বুট পরিয়াই বাহির হইয়া যান, ভাত

খাইতে তরকারী খাইযা উঠিযা পড়েন। সুনযনা আপশোষ করিতেন, তাঁহার ভাগ্যে এমন লোকও পড়িযাছে যাহার ভুল সংশোধন করিতেই তাঁহার জীবনটা কাটিযা গেল। প্রায পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর তিনি এই সব ভুলগুলি অহোরহ সারিতেছেন, এক তিলও তাহার ত্রুটি নাই। সংসারের সব কাজের ব্যবস্থা করা তাহার কর্ত্তব্য, কোথায কি হইল, কে কি খাইল, কে কোন দিন কোথায যাইবে, কে দুষ্টামি করিল, সব দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

যদিও ছোটবউ আসিযাছে তথাপি নীলুর ভার এখনও তাঁহার উপরে। নীলুর কাপড় জামা জিনিস পত্র সব হিসাব এখনও তাঁহাকেই রাখিতে হয।

দুই ভাযের অশেষ ত্রুটি সারিতে সারিতে তিনি ক্লান্ত হইযা পড়েন। যেমন বড় ভাই, তেমনি ছোট ভাই, ভগবান যেন নির্জ্জনে বসিযা একই ছাঁচে দুইটা ভাইকে তৈযারী করিযাছেন। কোথায কি পড়িযা থাকে তাহার ঠিক নাই, কাপড় ছাড়িতে ভৃত্য যদি ঠিকমত সমযে কাপড় ঠিক না করিযা রাখে সন্মুখে চওড়া পাড় শাড়ী পাইলে তাহাই পরিযা বসে। সে দিকে মোটেই দৃষ্টি নাই, কেহ সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিযা দিলে তখন বেচারীরা লজ্জায লাল হইযা উঠে।

পূর্ণেন্দু ছোট বেলা হইতে বেশ শান্ত, সব দিকেই তাঁহার দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ। কোন দিন কোন বিষযে তাঁহাকে সতর্ক করিতে হয় নাই। সুনযনা হাঁফ্ ছাড়িযা বলিতেন, "তবু রক্ষে যে ও ভাইটাও এঁদের মত হয নি, তা হলে আমায বাড়ী ছেড়ে পালাতে হতো।"

সেদিন হাতের কাছে ষ্টেথিস্‌কোপ থাকিতে নীলু খুজিয়া হয়রাণ, শেষে চীৎকার করিয়া দাপাদাপি করিয়া সমস্ত বাড়ী ফাটাইয়া দিল। বাড়ীর লোক সবাই আসিয়া দরজার কাছে জড় হইল, কিন্তু ছোট বাবুর কি যে হারাইয়াছে তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছে। নানা কারণ কি হারাইয়াছে নীলুই তাহার নাম সব ভুলিযা গিয়াছে। নানা দিকে মাথা দিতে গেলে সব জিনিসের নাম সব সময়ে কি মনে থাকে ?

চেঁচামেচি শুনিযা সুনযনা ছুটিযা আসিলেন, "কি হারিযেছে নীলু ?"

নীলু চীৎকার করিয়া জানাইল, এ বাড়ীতে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই খানিক আগে টুনু, মেনা, কালো প্রভৃতি মেজবউ ও সেজবউ-এর ছেলে মেয়েগুলি টেবিলটা দখল করিয়া বসিয়াছিল, সম্ভব তাহাবাই কেহ তাহার অত্যাবশ্যকীয় সেই জিনিসটা লইয়া গিয়াছে। এরূপ অত্যাচার করিলে, ইহার পর এ বাড়ীতে থাকা তাহার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠিবে না। আজই সে বৈকাল নাগাদ চলিয়া যাইবে, বাড়ীতে থাকিয়া এরূপ কষ্টের সহিত পড়াশুনা করার চেয়ে মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করা ভাল।

সুনয়না কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাহার কি হারাইয়াছে। নীলু তো অনেকগুলা কথা বলিয়া অনেক লাফালাফি চীৎকার করিয়া শ্রান্তভাবে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। সুনয়না সকল· ছেলেপুলেদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কেহ ছোট কাকার

টেবল হইতে কোনও জিনিষ লইয়াছে কিনা। ব্যাপার দেখিয়া তাহারা থতমত খাইয়া গিয়াছিল, কাঁদ কাঁদ মুখে জানাইল তাহারা কেহই কোন জিনিষে হাত দেয় নাই। ছোট কাকা নিজেই তাহাদের ডাকিয়া পাশে বসাইয়া গল্প করিতেছিলেন, তাহাদের বুক পিঠ কল দিয়া দেখিতেছিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বিমর্ষভাবে সুনয়না বলিলেন, "ওরা কেউ তো তোমার কোন জিনিষে হাত দেয়নি নীলু, ওরা বললে যে তুমিই নাকি ওদের ডেকে কল দিয়ে বুক পিট দেখছিলে।"

কলের নামটা শুনিবামাত্র সহসা মনে পড়িয়া গেল সেইটাই হারাইয়াছে ; নীলু ঝাঁঝের সুরে বলিল, "সেই—সেই ষ্টেথিস্কোপটাই যে খুঁজে পাচ্ছি নে, এই মাত্র ছিল টেবিলের 'পরে—

"ও হরি সেই হচ্ছে তোমার জিনিষ? এই সামনে পড়ে রয়েছে সেটা—তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ভালমানুষ যা' হোক, দুটী ভাই-ই এক সমান।"

সুনয়নার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি ষ্টেথিসকোপ লইয়া নীলুর হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "মিথ্যে ওদের নামে দোষ দিচ্ছ,—সত্যিই ওরা কিছু জানে না। এত ভুলের মন হলে কি সংসার চলে ভাই, চোখের সামনে জিনিষ থাকতে—"

নীলু যে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল, সে তবু তাহা স্বীকার করিল না। শুধু গম্ভীরভাবে একটা হুঁ দিয়া ষ্টেথিস্কোপ পকেটে ফেলিয়া বইখানা হাতে লইয়া কলেজে যাইবার জন্যই উঠিল।

একটু হাসিয়া সুনয়না বলিলেন, "দেখো ভাই, যেন মেস ঠিক ক'রে বসো না। বাড়ীর কোন দোষ নেই, দোষ তোমার চোখের—এটা জেনে নিয়ে।"

নীলু কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। দাসী ভৃত্যেরা ছোট বাবুর ভুল দেখিয়া একটু হাসিয়া নিজের নিজের কাজে চলিয়া গেল, কেবল বিষন্ন মুখে দাঁড়াইয়া রহিল কল্যাণী।

সুনয়না জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে সেজবউ, ছেলে-পুলেদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ?"

কল্যাণী শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল, "না, ওরা কেউ খেতে গেল না।"

বিস্মিত হইয়া সুনয়না বলিলেন, "খেতে গেল না, তার মানে ?"

কল্যাণী বলিল,—"খেতে যাবে কি ক'রে বল দেখি মেজদি ? ওরা বড় হয়েছে তো ? সব বুঝতে তো পারে। শুধু শুধু ছোট ঠাকুরপো ওদের কি রকম লাঞ্ছনা করলেন বল দেখি ? ওরা কিছুতে হাত দেয় নি কিছু না, মিথ্যে ওদের নামে এত দোষ দেওয়া, ওরা সহ্য করতে পারে ?"

হাসিয়া উঠিয়া সুনয়না বলিলেন, "ও, এই কথা ; তা ওর কথা কি ধরতে আছে, সেজ-বউ ? আমি ছেলে পুলেদের নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছি —ওদের আবার এত রাগ অভিমান হলো কবে থেকে ? কি রকম মাথা পাগলা সব দেখছো সেজবউ,—এই এদের নিয়ে এমনি করে আমার ঘর করতে হয়, বুঝলে ! এদের উপায় যে কি হবে আমি না থাকলে, তাই ভাবি। আজ ছাব্বিশ বছর এ সংসারে এসেছি, এর একটা দিন এমন

যায় নি, যেদিন আমার এদের ভুল না সারতে হয়েছে। সেবার কয়দিন অসুখে পড়েছিলুম, উঠে দেখি সব অগোছাল. কোথায় কি তার ঠিক নেই, বাড়ীটি যেন ভূতের বাড়ী হয়েছে, দেখে কাঁদব কি হাসব তা ভেবে পাইনে। দু'দিন বাপের বাড়ি গিয়ে জিরুতে পারিনি, এ বেলা গেছি সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে, ও বেলাই নীলু গিয়ে হাজির ; আমায় আস্‌তে হবে। সে সব দিনেব কথা আর বল্‌ব কা'কে,—কেউ কি আছে যে সে সব দিনের কথা শুন্‌তে চাইবে ? তুমি তো বেঁচেছ সেজবউ, সেজ ঠাকুরপো এমন আপন-ভোলা লোক নয় তাই রক্ষা, নইলে তোমাব প্রাণ বেরিয়ে যেতো।"

কল্যাণী একটু থামিযা বলিল, "তা ছোট ঠাকুরপোর ভার ছোট বউকে ছেড়ে দিলেই হয়. তা' হলে তোমার তো এত বোঝা বইতে হয় না।'

যেন আকাশ হইতে পড়িবা সুনয়না বলিলেন,—"ও হরি, তবেই হয়েছে। আমি বুড়ো হয়ে গেলুম, এখনও এদের তাল সামলাতে পারিনে,—তবু তো ছোটবেলা হতে দেখে আস্‌ছি। ছোটবউ কি এ সব ভার সইতে পারে ? সে ছেলেমানুষ, সংসাবের জানে কি, বোঝে কি ? এদের তাল সামলানো কি তার কাজ, সেজ-বউ ?"

এ কথায় কল্যাণী মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পাবিল না, বলিল—"তোমার ঐ এক কথা ভাই মেজ-দি ; পারবে না—এমন কখনও হতে পারে ? এ কি আর তোমার মত সেকালের মেয়ে, দিদি ? এ কালের মেয়ে ওরা, নাকে দড়ি দিয়ে ওকে সোজাপথে নিয়ে আসবে ! তুমি দু'দিনের জন্যে ছেড়ে দিয়েই দেখ না, পারে কি না ?

অগত্যা যেন বাধ্য হইয়াই সুনয়না বলিলেন,—"আচ্ছা তাই দেওয়া যাবে, কিন্তু আমার তো মনে হয় না ভাই সেজ বউ, সে নীলুকে সোজা করতে পারবে। যার যা প্রকৃতি তা ছোট বেলাতেই দেখা যায়, মানুষ চেনা যায় ছোট বেলা থেকেই, যার যেমন স্বভাবটী গড়ে ওঠে, বড় হয়ে আর তা বদলায় না।"

অসন্তুষ্ট হইয়া কল্যাণী বলিল,—"ঠাকুর পো কখনই এমন হতে পারতো না, মেজ-দি, কেবল তোমার অতিরিক্ত আদরেই ওর স্বভাবটা সৃষ্টিছাড়া হয়ে গেছে।"

একটু হাসিয়া সুনয়না বলিলেন, "শুধু আমার আদরই বলো না, ভাই, তোমার মেজ ঠাকুরের কথাটাও বল। সে দিনের কথা মনে পড়ে সেজ-বউ, ছোট দুটী ছেলে আমার কোলে শুয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকতো, একজনকে আদর করার সঙ্গে সঙ্গে আর একজনও হেসে উঠতো। আহা! ও বড় অভাগা রে, মা কেমন তা চেনেনি, আমার বুকের দুধ সমান দুজনে খেয়েছে। আমি কি ওকে একটা কথা বলতে পারি সেজ বৌ? ও যদি না থাকতো আমি যে তখন পাগল হয়ে যেতুম। বিলু চলে গেল—নীলু রইল। যখন শুয়ে পড়ে বিলুর কথা ভেবে কাঁদছিলুম—নীলু আমার গলাটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আমার বুকের পরে মুখখানা রেখে কেঁদে আমায় ডাকছিল, সেই সময় তোমার মেজ-ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন, খানিক এই দৃশ্য দেখে আমায় ডেকে বললেন, —করছ কি মেজ-বৌ, তোমার বিলু গেছে—নীলু রয়েছে যে, ওকে কোলে টেনে নাও। তিনি জোর করে আমায় উঠিয়ে আমার কোলে

নীলুকে দিলেন। নীলুর হাত দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিলেন। আমি তো আর কাঁদতে পারলাম না সেজ-বৌ, সেই যে তাকে একমাত্র আশ্রয় করলাম, সব ভালবাসা তার 'পরে গিয়ে পড়লো। তারপর আর যারা জন্মেছে তারা কেউ সে ভালবাসা কাড়্তে তো পারলে না। নীলুকে আদর দেওয়ার কথা বল্‌ছ সেজ-বৌ, নীলু তো শুধু নীলুই নয়, ওর মধ্যে আমার মরা ছেলে বিলুও ঘুমিয়ে আছে যে'

মাযের চোখ দিয়া হঠাৎ জল উপছাইযা পড়িল, তিনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

৪

পূর্ণেন্দু শয়ন কক্ষে আসিযা দেখিলেন স্ত্রী শুইয়া আছে। বিবাহ হইয়া অবধি একদিনও এ ভাব দেখা যায় নাই। পরিশ্রান্ত পূর্ণেন্দু সকল কাজ শেষ করিয়া রাত্রে যখন শযন কক্ষে প্রবেশ করেন, প্রত্যহই পত্নীর হাসিভরা মুখ দেখিতে পান। আজ ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

তাঁহার পদশব্দ, কৃত্রিম হাসি কিছুই কল্যাণীকে সজাগ করিতে সমর্থ হইল না।

পূর্ণেন্দু পত্নীর ললাটে হাত দিয়া দেখিতে গেলেন—তাহার অসুখ হইয়াছে কি না,—কল্যাণী রাগ করিয়া হাতখানা ফেলিয়া দিল—গম্ভীর

ভাবে বলিল, "থাক, আর আদর জানাতে হবে না।" সঙ্গে সঙ্গে সে বালিশের মধ্যে মখ গুঁজিয়া দিল।

পূর্ণেন্দু পত্নীর ব্যবহারে থতমত খাইয়া গেলেন। আশ্চর্য্য, সে তো তবে ঘুমায় নাই, জাগিয়াই আছে, অসুখও করে নাই, তবে এ ভাবে পড়িয়া থাকার অর্থ কি?

খুব নরম সুরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে কল্যাণী এ রকম ভাবে শুয়ে আছ কেন?"

কল্যাণী প্রথমটায় উত্তর দিল না, তাহার পর খুব চাপা সুরে উত্তর দিল, "আমার ইচ্ছে।"

"তোমার ইচ্ছে?" পূর্ণেন্দু একটু হাসিলেন, বলিলেন, "না এ ইচ্ছের মূলে একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে, বিনা কারণে যে এ ইচ্ছেটা মনে জাগেনি, এ আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি।"

আবার কপালে হাত পড়িতেই কল্যাণী হাত ঠেলিয়া দিল, গর্জ্জনের সুরে বলিল, "রাত্রে যে নিশ্চিন্ত হয়ে শোব তারও যো নেই, অমনি জ্বালাতে এসেছ। পোড়া সংসারে যদি একটা দিন শান্তি পাওয়ার যো থাকে, সবাই শান্তি পায়—আমার শুধু শান্তি নেই।"

পূর্ণেন্দু হাঁ করিয়া তাহার পানে শুধু তাকাইয়া রহিলেন।

কল্যাণী উঠিয়া বসিল; চুলগুলা খুলিয়া গিয়াছিল, দুইহাতে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "দেখ আমার কাঁচড়াপাড়ায় রেখে এস বলে রাখছি, আমি এখানে আর থাকতে পার্ব্ব না। এ সংসারে থেকে আমার হাড়

মাংস ভাজা ভাজা হয়ে গেল, দুদিন মার কাছে গিয়ে হাড় ক'খানা জুড়াই গিয়ে।”

পূর্ণেন্দু অস্ফুট স্বরে বলিতে গেলেন, “সেখানে এখন যে ম্যালেরিয়া—”

বাধা দিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে কল্যাণী বলিল, “হয় হোক তাতে তোমাদের কি? ছেলে মেয়ে কয়টা তোমাদের—ওরা এখানেই থাক, আমি ওদেব নিয়ে গিয়ে ম্যালেরিয়ায ভোগাতে চাইনে।”

পূর্ণেন্দু বলিলেন,—“আর নিজে গিয়ে বুঝি ভুগবে?”

রাগত ভাবে মুখ ফিরাইয়া কল্যাণী বলিল, “তাতে তোমাদের কি? আমি মরি বাঁচি তাতে তোমাদের তো কোন ক্ষতি নেই। মরলে বরং ভাল, দেখে শুনে পছন্দমত আবার একটা বউ আনতে পারবে।”

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দিয়া খানিকটা জল ঝর ঝর করিয়া পড়িল।

পূর্ণেন্দু অস্থির হইয়া বলিলেন, “কাঁদছ কেন কল্যাণী. আমি তো তোমায় কখনও একটা কথা বলিনি, তবে—”

চোখ মুছিতে মুছিতে কল্যাণী বলিল, “না তুমি কখনও আমায় কিছু বলনি, এ কথা আমি অস্বীকার করব কেন? কিন্তু সংসারে আর কেউ—”বলিতে বলিতে আবার চোখে জল আসিল।

পূর্ণেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, “সংসারে আর কেউ কি বলেছে? মেজদা কি মেজবৌদি তো তেমন নন কল্যাণী, যে তাঁরা কোন কথা বলবেন।”

কল্যাণী, বলিল, “না মেজঠাকুর তো সংসারের কিছুর মধ্যেই থাকেন

না, মেজদি বিশেষ কিছু বলেন না, কিন্তু তিনি যে বড একচোখা এ কথা বল্‌লে বোধ হয দোষ হবে না।”

পূর্ণেন্দু চুপ করিয়া কেবল পত্নীর পানে তাকাইয়া রহিলেন।

কল্যাণী বলিল, “সংসারের একটা কাজ যদি ছোট বউ করতে যায— মেজদির মাথায যেন টনক নড়ে, ছুটে গিয়ে তাকে টেনে আনেন, অথচ সব ভার আমার মাথায় চাপিযে নিশ্চিন্ত। সে যে ওঁর নীলুর বউ, তার দিকে ওঁর চোখ সর্ব্বদা পড়ে রয়েছে, আর এই যে মানুষটা ভূতের মত সারা দিনটা খেটে মরছে, এর দিকে যদি একটিবার তাকান,—একটীবার যদি বলেন, সেজবউ তুই বস গিযে, ছোটবউ করুক। সে কথাটী কিছুতেই যদি মুখে ফোটে। আর ঠাকুর পো—সে কি কথাটাই না বলে। আজ অনায়াসে বল্‌লে কিনা—সেজবউদি দিন দিন যা মোটা হচ্ছে, এর পর দরজা কেটে রাস্তা করতে হবে। শোন দেখি একবার কথাগুলো—”

পূর্ণেন্দু হাসিযা উঠিলেন, “আঃ ওটার কথা আর ধরো না কল্যাণী, ও একটা পাগল,—ওর মধ্যে কিছু নেই—।”

মুখ ভার করিয়া কল্যাণী বলিল, “ওই বলেই তো বরাবর উড়িয়ে দাও কথাগুলো। তোমাদের আর কি, দিন রাত বাইরে থাকো, ভেতরের সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু? যাকে ভেতরে থাকতে হয়—জ্বালাতো তারই।”

পূর্ণেন্দু একটু থামিয়া বলিলেন, “নীলু মাথা পাগলা কল্যাণী,

কাকে কি বলে, কি করে তার কিছুমাত্র যদি ঠিক থাকে। এই যে মেজ-বৌদির অসুখটা করেছে শুনলুম একটিবার কলেজে যাওয়ার বেলা জিজ্ঞাসা করে গেছে, আর একবারও দেখতে যাযনি। অবশ্য মেজ বউদি মুখ ফুটে কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর মনে কষ্টটা লেগেছে খুব। আমি তাঁকে এইমাত্র বুঝিয়ে এলুম—ওর কথা কিছু ধরনা, ও অমনি খেযালী যখন যে খেযালটা মাথায চাপে—করে ফেলে। আশ্চর্য্য। এতখানি লেখাপড়া শিখলে, তবু ওব এতটুকু বুদ্ধি হলো না, কর্ত্তব্যজ্ঞান মনে জাগল না।”

অবহেলার সুরে কল্যাণী বলিল “আব জেগেছে, আর জাগবে কবে,—ষাট বছরেব বুড়ো হলে? বলে, যার বুদ্ধি পাচ বছরে হয না তার ষাট বছবেও হয না। ওব কি বুদ্ধি হবে বলে আশা কর?”

পূর্ণেন্দু মাথা চুলকাইযা বলিলেন, “তা হতেও পাবে।”

ঝঙ্কার দিযা কল্যাণী বলিল, “হ্যাঁ, হতে পাবে বইকি—ও একটা কথাব কথা। আসলে নিজেব স্বার্থ বুদ্ধিটা বেশই আছে, পরের স্বার্থের বেলাতেই বুদ্ধি হীন হযে যায, আমি ও সব বেশ চিনি। এর পর যে কি হবে আমি কেবল তাই ভাবি।”

পূর্ণেন্দু আশ্চর্য্য হইযা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের কি হবে?”

কল্যাণী উত্তব দিল, “এই সংসাবের। তুমি কি মনে ভাব, এ সংসার চিরকালই এমনি ভাবে চলবে?”

পূর্ণেন্দু বলিলেন, “তা কেউ কোনদিন ভাবতে পারে কল্যাণী?

কল্যাণী বলিল, “মেজঠাকুর প্রচুর উপার্জ্জন করেন, যা লোক

লাইফ ইনসিওর করেছেন, মেজদির নামে দু'খানা বাড়ী করেছেন, কতকগুলি শেয়ারও মেজদির নামে কিনেছেন। যতদিন মেজঠাকুর বর্ত্তমান থাকবেন ততদিন কোন ভাবনা নেই, কিন্তু ভগবান না করুন যদি ওঁর আজ কিছু হয়,—কাল যে আমাদের গাছতলায় দাঁড়াতে হবে গো। দুটা ছেলে, একটি মেয়ে, ওদের মানুষ কর্ত্তে হবে, ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতে হবে, মেয়েটার যা হোক—ভাল ঘরেই বিয়ে দিতে হবে, এ সব করবে কি করে, কি করে দিন চালাবে, দাঁড়াবে কোথায় ?"

পূর্ণেন্দু একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কথাটা সত্য, কিন্তু তাই বলে ভেবোনা কল্যাণী, মেজবউ আমাদের বার করে দেবেন। তিনি আমাদের মায়ের মতন, আমাদের তিনি যে রকম স্নেহ করেন তাতে—"

বিরক্ত হইয়া কল্যাণী বলিল, "আমি কি সেই কথা বলছি যে মেজদি আমাদের তাড়িয়ে দেবেন ? মেজদির মন খুবই ভালো, কিন্তু ছেলেরা কি মিলেমিশে বাস করতে পারবে বলে আশা কর ? এ কালের ছেলেরা মা বাপের সঙ্গে মিশে ঘর করতে পারেনা, ওরা জাঠতুতো খুড়তুতো ভাইয়ে মিলে বাস করতে পারবে ? আর তোমার ছেলেদের দাবী কোথায়,—তাদের নিজের বাড়ী নয়, ঘর নয়, পরের বাড়ীতে পড়ে থাকবে—যখনি বার করে দেবে তখনই চলে যেতে হবে, ওদের কি স্বত্ব থাকবে বল দেখি ?"

পূর্ণেন্দু কি ভাবিতে লাগিলেন।

কল্যাণী বলিল,—"আমি তাই বলছি,—সময় থাকতে না হয় তোমার ছেলের নামেই একখানা বাড়ী কিনে ভাড়া দাও,—যদি তেমন দিনই আসে রাস্তায় বার হতে তো হবে না, মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু থাকবে নিজের ভবিষ্যতের পানেও তাকাতে হয় গো, শুধু শুধু বর্ত্তমান নিয়ে থাকলে চলে না।"

পূর্ণেন্দু চিন্তাপূর্ণ মুখে বলিলেন—"ঠিক বলেছ কল্যাণী, নিজেদের জন্যে না হোক, ছেলেদের জন্যে একটা আশ্রয় রাখা দরকার। কাল সকালেই আমি এর চেষ্টা দেখব। কিন্তু একটা কথা ভাবছি কল্যাণী, ঘুণাক্ষরে যদি এ কথা দাদা কি মেজবৌদি শুনতে পান তাঁদের মনস্তাপের শেষ থাকবে না।

কল্যাণী বলিল, "তাঁরা জানতে পারবেন কি করে? এর পর ভবিষ্যতে যদিই তাঁরা শুনতে পান, তখন বলা যাবে, বাড়ীখানা কিনে ফেলেছি, পাছে কিছু মনে করেন ভেবে—"

উকীল পূর্ণেন্দু একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে সব বুদ্ধি আমায় শিখাতে হবে না কল্যাণী, ভগবান আমায় বুদ্ধি দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কোলের খোকাটি এই সময় কাঁদিয়া উঠায় কল্যাণী স্বামীর কথার উত্তর দিতে পারিল না।

৫

সুনয়নার অসুখ।

খুব বেশী অসুখ না হইলেও ভুগিতেছিলেন বড কম নয়। জ্বর লাগিয়াই থাকিত, তাহার উপর আবার আসিত।

কল্যাণী প্রাণপণে সেবা করিতেছিল, তাহার আহাব নিদ্রার অবকাশ নাই। কোলের ছেলেটা ঝিয়ের কোলে প্রাণপণে চেঁচায় সে দিকে তাহার দৃকপাত নাই, সে দিদির সেবা করিতে ব্যস্ত। কাহারও হাতে রোগীকে দিয়া তাহার বিশ্বাস নাই, রোগীর পথ্যের ভার কাহারও হাতে দিয়া বিশ্বাস কবিতে পারে না, এমন কি সুমিত্রার হাতে দিয়াও না।

তাহার সেবা শুশ্রূষা দেখিয়া সত্যেন্দ্ ভারি খুসী হইয়া গেলেন, পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "নীলু নার্স আনবার কথাই বলছিল, কিন্তু নার্সে কি এমন সেবা যত্ন কর্ত্তে পারে মেজবউ, সেজ বউমা যেমন প্রাণপাত করে তোমাব সেবাযত্ন করছেন, এমন ভাবে কি তারা করতে পারে?"

সুনয়নার মনটাও কল্যাণীর দিকে অনেকটা নুইয়া পডিয়াছিল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তারা মাইনে নেবে কাজ কর্ব্বে, এমন আন্তরিকতা পাবে কোথায? আমার মেয়েও যদি হত গো, এমন সেবা কখনই করতে পারত না, এ আমি নিশ্চয়ই বলে দিচ্ছি।

শুধু কি সেব করা? পড়তে ভালবাসি এখন যদিও পড়তে পাইনে, সেজ-বউ আমায় পড়ে শুনায় আমার সব যন্ত্রনা যেন জুড়িয়ে যায়। সেজ-বউ যা করেছে তা কি তোমরা কেউ করতে পারো? সেজ-ঠাকরপো দিনে পঞ্চাশবার খোঁজ নিচ্ছে, কখন কেমন আছি, কি খেলুম না খেলুম; ওই যে নীলু দু'মাস বয়েস হতে বুকে করে মানুষ করলুম, আজ কিনা একটিবার চোখের দেখা দেখে না, একটীবার যদি কদাচিৎ এসে জিজ্ঞাসা করে মেজ কেমন আছ, ব্যস আর কিছু নয়। বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করলাম কিনা—"

তাঁহার কণ্ঠ অকস্মাৎ বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া গেল। সত্যেন্দু যেন অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন, "সে কি সে আসে না? তোমার দেখে না?"

পরক্ষণেই একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর তার কথা বলবই বা কি, মাথা পাগলা ছেলে তার কি মাথার কিছু ঠিক আছে? সে এক কাজ করে আর একটা ভাবে, আর এক দিকে চলে, এমনি তার স্বভাব। আজ আসুক বাড়ী, আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব এখন।"

অভিমানের সুরে সুনয়না বলিলেন, "সে তোমায় কিছু শুনাতে হবে না। যে কর্ত্তব্য মানুষকে কথা দিয়ে আঘাত করে জাগাতে হয় সে কর্ত্তব্য আমি চাইনে। হারানো মায়া তোমায় টেনে আনতে হবে না, আমি তা চাইওনে।"

সত্যেন্দু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "তাই তো মেজবউ রাগ করছ কার উপর? সেটা কি মানুষ যে তার পরে রাগ অভিমান

করবে? না না ও সব কথা নয়, আমি তাকে একবার বললেই দেখো সে আসতে পথ পাবে না। আর তাকে এখন মিথ্যা দোষ দেওয়া মেজবউ; তার এখন ডিউটি পড়েছে দশটার সময় যেমন তেমন করে চারটী খেয়ে কলেজে ছুটতে হয়, আবার ফেরে সেই বেলা শেষে, তখন কেই বা তার দিকে চায়, কেই বা একটু জল খাওয়ায়। তুমি পড়ে পর্যন্ত তার আর সে চেহারা নেই, আধখানা হয়ে গেছে। এর পর তুমি যদি এমনি কর মেজ-বউ, সে বেচারা যাবে কোথায় করবে কি? তার দিকে একটু চাইতে হবে তা, নইলে........"

কথা শেষ না হইতেই হঠাৎ কি মনে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

সুনয়না চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যে কি ভাবিতে-ছিলেন তাহা কল্যাণী বুঝিতে পারিল না। ভাসুর সরিয়া যাইবা-মাত্র সে মুখের কাপড় তুলিয়া সুনয়নার মুখের পানে তাকাইল।

মুখভার করিয়া বলিল, "মেজ-ঠাকুর যা বলে গেলেন দিদি, সেটা ঠিক সত্যি নয়, ঠাকুরপো সত্যিই কি...."

অধৈর্য্য ভাবে সুনয়না বলিয়া উঠিলেন, "আমায় আর কিছু বলোনা সেজবউ, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না, খানিকটা আমায় চুপ করে শুয়ে থাকতে দাও।"

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল, নীরবে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

চক্ষু চাহিয়া শ্রান্তকণ্ঠে সুনয়না ডাকিলেন, "সেজ-বউ—"

"এই যে দিদি এইখানেই আছি।"

সুনয়না বলিলেন, 'নীলুকে তোমরা কেউ দেখ না, তার খাওয়া দাওয়ার দিকটাও দেখনা?"

কল্যাণী বলিল, "দেখিনা তো কি দিদি? এক একদিন ঠাকুরপো —সেদিন জানিয়ে খেতে যায় তখন দেখি, কাছে গিয়ে বসি, কিন্তু এক একদিন কোথা দিয়ে নিঃশব্দে কি খেতে যায় সকাল সকাল, সেদিন কি করে খোঁজ পাব দিদি? আর আমিও তো বেশী অবসর পাইনে, ছোট-বউ একটু দেখলে তো পারে।"

সুনয়না বলিলেন, "সে কি ও সব দেখতে পারে সেজবউ? শুনেছ নীলু তার দিকেও যায় না, সেও তাকে তেমনি এড়িয়ে চলে। আর সে তো হওয়ারই কথা, নতুন বউ স—লজ্জ তার বেশী বকম তো নাই; দু'বছর গেলেও না হয় কিছু দেখা শোনা করতে পারে। তারপর আমরা এখন রয়েছি মাথার পর—সে কি করতে যাবে? নীলুর খাওয়া-দাওয়াটা তোমার হাতে রাখ উচিত সেজ-বউ, আমার কাছে সর্ব্বদা নাই রইলে একটু না থাকলে আমিও তো মরে যাব না ভাই।"

অভিমানে কল্যাণীর ঠোঁট দু'খানা কাঁপিতে লাগিল। সে এত করিয়া সেবা করিতেছে, সে উপকার গেল দূরে, নীলুর আহারের সময় সে উপস্থিত থাকে নাই, এইটেই মেজদিদি মনে গাথিয়া রাখিলেন?

সুনয়না আবার খানিক নীরবে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন, তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আঃ কতদিনে যে বিছানা হতে উঠব তাও জানিনে। ভগবান এমন রোগেও ফেললেন যে সংসারের আর কিছুই দেখবার যো নেই।"

কল্যাণী উত্তর দিল না।

দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল, কল্যাণী ডাকিল "দিদি, ওষুধ খাও পাঁচটা বাজল।"

সুনয়না উত্তর করিলেন, "এখন থাক সেজ-বউ, খানিক পরে খাব"

কল্যাণী বলিল, "খানিক পরে খেলে হবে না দিদি, এই সময়ে খেয়ে নাও, এর পরে আবার অন্য ওষুধ খেতে হবে।"

সুনয়না আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, ঔষধ খাইলেন। কল্যাণী ঔষধের গ্লাস রাখিয়া আবার তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

ফিরিয়া শুইয়া তাহার হাত দু'খানা নিজের কম্পিত শীর্ণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া বিকৃত কণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "সেজ-বউ, এইবার ভারটা তুমি নাও গিয়ে। সেই কোন সকালে কি ছাই ভস্ম দুটো কি খেয়ে বেরিয়েছে, এখন বাড়ীতে ফিরে যাতে পেট ভ'রে দুটো খেতে পারে তাই করো ভাই। ও কখনও এতটুকু কষ্ট সইতে পারে না সেজবউ, চিরকাল সমান নজর রেখে আসছি ভাই, আজ আমি পড়েই না ওর এই দুর্দ্দশা হচ্ছে।"

তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

কল্যাণী বলিল,—"আমি এখনি যাচ্ছি মেজদি, কিন্তু ঠাকুর-পো এখনও বোধ হয় বাড়ী আসেনি।"

সুনয়না বলিলেন, "আসার সময় তো হয়েছে, এখনি অসবে।"

কল্যাণী উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "ছোট বউকে তবে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।"

সুনয়না ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "কিছু দরকার নেই, আমি একলাই খানিক্ষণ থাকি না কেন, তাতে কিছু হবে না।"

কল্যাণী চলিয়া গেল।

৬

গম্ভীর মুখে নীলেন্দু নিজের ঘরে বসিয়া ভাবিতে ছিল।

সম্মুখে টেবিলের উপর সমস্ত জিনিস আগোছাল ভাবে পড়িয়া, দুই একখানা বই তাহার অজ্ঞাতসারে মেঝের উপর উল্টাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, সেদিকে তাহার দৃক্‌পাত নাই।

সম্মুখে একখানা বই খোলা, মহা অড়ম্বর করিয়া সে পড়িতে বসিয়াছিল; একখানা পাতা খুলিয়া পড়িতে অরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পড়ার ঝোঁক অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

এক একবার মনে হইতেছিল বই গুলো টানিয়া ফেলিয়া দেয়,

সদর্পে সকলকে জানাইয়া দেয়, সে আর পড়িবে না, তাহার পড়াশুনা এইখানেই সাঙ্গ হইয়া গেল।

তাই না কি ? এই নির্জ্জন ঘর আর কি ভাল লাগে ? টুনু, মেনা, কালো, টেপা, ননী প্রভৃতি দুই বউএর ছেলে মেয়েরা কেহই আর তাহার ঘরমুখো হয না, হঠাৎ যে কেন তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা নীলু বুঝিতে পারে না।

আগে তাহাদের উৎপাতে নীলেন্দু ব্যস্ত হইয়া পড়িত, তাহাদের উপলক্ষ করিয়া সে কত না চীৎকার করিত। তাহার জিনিষপত্র কিছুতেই এক যায়গায থাকিত না, তখন এই টেবিলটিকে সাজাইয়া রাখিবার কি অদম্য উৎসাহই না তাহার ছিল।

আজ কয়েক দিন পরে তাহার হুঁস হইয়াছে, কেহই আর তাহার ঘরে আসে না। ইহার কারন কি তাহা সে ভাবিয়া পায় না। আজ সিঁড়িতে উঠিতে টুনুকে দেখিতে পাইয়া সে চাপিয়া ধরিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হ্যাঁরে টুনু, কালো, মেনা, ননী এরা সব কোথায় রে—তোরা কেউ আসিস নে কেন আমার ঘরে ?

টুনু লাল হইয়া গিয়াছিল, হাঁপাইয়া উঠিয়া কোনক্রমে বলিয়া ফেলিল, "আমরা, বড দুষ্টুমি করি কিনা তাই মা বারণ করেছে যে, ছোট কাকার ঘরে আর যেতে পাবি নে।"

ক্রুদ্ধরোষে গর্জ্জিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, "কবে তোরা কি উৎপাত করেছিল, কবে তোর মাকে আমি কি কথা বলতে গিয়েছি বলতো ?"

টুনু বেচারা একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, ভয়ে সে আর কথা বলিতে পারিল না, সে শুধু অনর্গল ঘামিতে লাগিল।

কল্যাণী দূর হইতে ব্যাপারটা দেখিতেছিল, ডাকিয়া বলিল, "মেজদি ওদের বারন করেছেন ঠাকুর পো, তাই আমি ওদের বারণ করেছি।

"বল দেখি সেজ-বউদি, কবে আমি ওদের উৎপাতে—"

কল্যাণী মিষ্টি স্বরে বলিল, "অবিশ্যি তুমি কিছুই বলনি ঠাকুরপো, তবু মেজদি সেদিন তোমার সেই ষ্টেথিস্কোপের ব্যাপারের পরে—ওরা নির্দ্দোষী জেনেও কেন যে ওদের বলে দিলেন ও ঘরে যাস্‌নে, জানিনে। তিনি বললেন বলেই তো আমি ওদের বললুম ঠাকুর পো, নইলে আমার সাধ্য ছিল যে ও কথা ওদের বলি।"

নীলেন্দু শুধু 'হু' বলিয়া গুম হইয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া টুনু আস্তে আস্তে পিছন হইতে সরিয়া গেল।

নীলেন্দু নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। যে-সব কথা আর ভাবিবে না বলিয়া বইখানা খুলিয়া বসিয়াছিল কিন্তু সেই কথা গুলোই তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার মনে হইতেছিল, তাহার চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্র গোল পাকাইয়া উঠিতেছে, এ বাড়ীর সকলেই তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া চাপিয়া পিষিযা মারিতে চায়। কিন্তু এরূপ করিলে কি মনুষ বাঁচে? মেজ-বৌদি তো বরাবরই তাহার প্রকৃতি জানেন। তিনি বেশই জানেন, সে এই সব ছেলেপুলেগুলোকে উপলক্ষ করিয়া আনন্দে

দিনগুলো কাটাইয়া দেয়। ইহাদের একবার আদর করে, আবার তিরস্কার করে, একবার বুকে টানে—আবার দূরে সরাইয়া দেয়। জানিয়া শুনিয়া কেন তিনি এরূপভাবে তাহাকে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, তাহার জীবনটাকে নিরানন্দে ডুবাইয়া দিতেছেন—তাহা তো সে জানে না, ইহার কারণ সে খুঁজিয়াও পায় না।

কাল দাদা যখন তাহাকে ডাকিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সস্নেহ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তুই হঠাৎ এত রোগা হয়ে গেলি কেনরে নীলু—”

তখন তাহার চোখে হটাৎ জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে মুখ নীচু করিয়াছিল, কোন উত্তর দিতে পারে নাই।

তাহার দিকে এ সংসারে কে চায়?—কেহই চায় না। মেজ বউদি ভাল থাকিতে তিনিই যা দেখিতেন, দু' চারবার মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু ইদানিং তাঁহারও যে শিথিলতা আসিয়াছে, তাহা নীলেন্দু বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

কেন তাহার বিবাহ হইয়াছে—স্ত্রী আসিয়াছে বলিয়াই কি মেজ বউদি তাহার সহিত সকল সম্পর্ক উঠাইয়া দিবেন। তবে এ বিবাহ দিবার কি প্রয়োজন ছিল? বিবাহ দিলেই যদি পর হইয়া যায়—কেন ছেটবেলা হইতে মানুষ করিয়া তাহাকে পর করিয়া দিলেন?

তাহার পর এই যে আজ কতদিন তাঁহার অসুখ; একটিবার মুখ ফুটিয়া তাহাকে তো ডাকিতে পারেন নাই। নীলু যদি তাঁহার

পেটের সন্তান হইত, তাহাকে না ডাকিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন —এমন করিয়া তাহাকে তফাতে রাখিতে পারতন কি? বাড়ীর সকলকেই তিনি ডাকিতেছেন, সকলকেই ফরমাইস করিতেছেন নীলেন্দু একাই শুধু বাদ রহিয়া গিয়াছে।

অভিমানে নীলেন্দুর সমস্ত হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে বউদিদির গৃহের দরজার সম্মুখ দিয়া যতবার যাওয়া-আসা করিত, ভিতর দিকে চাহিয়া যাইত, অবশ্য অন্য পথ থাকিলেও এই পথ ছাড়া সে যাওয়া আসা করিত না। সেজ-বৌদি কেন অহোরহ মেজ বউদিকে আগলাইয়া বসিয়া এতটুকু ফাঁক মেজ-বউদিকে দেন না, যে ফাঁকে নীলেন্দুর কথা তাঁহার মনে পড়িতে পারে। নীলেন্দুর দিকে কতবার মেজবউদির অর্থহীন দৃষ্টি পড়ে নীলেন্দু চোখ ফিরাইয়া সাঁ করিয়া সরিয়া যায়। একটা স্নেহপূর্ণ আহ্বান কাণে আসার প্রত্যাসায় তাহার সারাচিত্ত উন্মুখ হইয়া থাকে, কিন্তু হায়রে, একটা ডাকও আসে না।

দেখিতেছিল মেজ বউদির কাছে যাইবার অধিকার সকলেরই আছে, নাই কেবল তাহার। তিনি তাহাকে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাহাকে একটি বারের জন্য ডাকেন না! একটিবার খোঁজ নেন না সে কি খায় না খায়, সে কখন কলেজে গেল—কখন বাড়ীতে আসিল।

সেদিন আহারে বসিয়া কি একটা সামান্য ত্রুটি ধরিয়া রাগ করিয়া সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া গিয়াছিল, আশ্চর্য্যের কথা—সে

খবরটা পর্য্যন্ত কাহারও কাণে পৌছাইল না। জানিল দাস-দাসী, ব্রাহ্মণী মহাশয়া এবং সুমিত্রা। সকলেই চুপ চাপ রহিয়া গেল, কেহই মেজ বউকে জানাইয়া আসিল না ছোটবাবু ভাত খায় নাই।

অনেক ভাবিয়া নীলেন্দু ঠিক করিল এ সব সেজ-বউদির কাজ, সেজ-বউদিই মেজ-বউদির মনটাকে অল্পে অল্পে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন।

রুদ্ধরোষে সে গর্জিতেছিল,—সেজ বউদি বড় কম মেয়ে নয়, সে সব করিতে পারে। যে আর একটি নারীর বুকের মাতৃস্নেহ শুষিয়া লইতে পারে সে রাক্ষসী ছাড়া আর কি? কিন্তু তাহারও তো সন্তান আছে, সে তো জানে সন্তান স্নেহ কি।

নিজের চিন্তায় সে তন্ময় ছিল, হঠাৎ পিছনে দরজায় ঝনাৎ করিয়া একটা প্রবলতর শব্দে সে অস্বাবাভিক রকম চম্‌কাইয়া পিছন ফিরি চাহিয়া দেখিল,—দরজার উপর দাঁড়াইয়া সুমিত্রা।

খুব নরম সুরে সঙ্কুচিত ভাবে সুমিত্রা বলিল,—"তোমাকে মেজ একবার ডাকছেন—"

নীলেন্দুর বুকটা ধড়মড় করিয়াউঠিল,—"কে?"

সুমিত্রা উত্তর দিল, "মেজদি—"

হঠাৎ যেন নীলেন্দুর পড়ার ঝোঁকটা অত্যন্ত বেশী রকম চাপিয়া আসিল, টেবিলের উপর পতিত বইখানি তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর ভাবে নীলেন্দু বলিল, "আমি এখন পড়ছি, বল গিয়ে এখন যেতে পারব না"

থতমত খাইয়া সুমিত্রা বলিল, "তিনি এখনই একবার দেখা করিতে বললেন—".

অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, "আমি তার হুকুমের চাকর নই যে, যখনই বল্‌বেন তখনই আমায় গিয়ে দেখা করতে হবে। বল গিয়ে আমি যাব না—যেতে পারব না।"

সুমিত্রার মুখখানা বড মলিন হইয়া গেল, তবুও খানিক্ আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিযা সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

নীলেন্দু হাতের বইখানা টেবিলে ফেলিয়া গর্জ্জিতে লাগিল, "ওঃ, —ডেকে পাঠিয়েছেন,—এতদিন বাদে তাঁর আমার কথা মনে পড়েছে। কেন আমি যাব, মন যোগানো আমি পারবো না।"

কিন্তু তবু কি জানি কেন সে বড অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, খানিক ঘরে বেড়াইযা সে জামাটা গাযে দিল, কলেজের নোটবুকখানা হাতে লইহা বাহির হইযা পডিল।

নীচে দেখা হইল ভৃত্য ভোলানাথের সহিত। বেলা নয়টার মধ্যেই তাহাকে কলেজে রওনা হইতে দেখিয়া ভোলানাথ সবিস্ময় বলিল, "এখনই কলেজ যাচ্ছেন ছোটবাবু, কিছু খেয়ে গেলেন না ?"

নীলেন্দু গম্ভীরভাবে জানাইল, নিমন্ত্রণ আছে, সেখান হইতে খাইয়া সে কলেজ যাইবে। তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল।

ভোলানাথ সুনয়নাকে জানাইল—ছোট বাবু আজ কিছুই না খাইয়া রাগ করিয়া কলেজে চলিয়া গিয়াছেন, বলিয়া গেলেন নিমন্ত্রণ

আছে। কিন্তু নিমন্ত্রণ যে নাই তাহা সে বেশ জানে। বোধ হয় ছোট বউমার সহিত কোন কারণে—

বাধা দিয়া বিরক্ত ভাবে সুনয়না বলিলেন, "যাক যেতে দাও ভোলানাথ, আমায় এখন আর ওসব কথা নিয়ে বিরক্ত করিতে এসো না। যার যা খুসি তাই করুক, আমি একটা কথাও বলব না। জানি—যে কয়টা দিন বাঁচব আমাকে অনেক কথাই সইতে হবে। যম এত লোককে নেয়, আমায় যে কেন নেয় না, আমি কেবল তাই ভাবি।"

যেন উদগত-প্রায় অশ্রু গোপন করিতে তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সুনয়না যখন ফিরিয়া শুইলেন তখন তাঁহার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল সুমিত্রা।

তাহাকে দেখিয়া অকস্মাৎ সুনয়না জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "তোমায় এখানে বসে থাকতে কে বললে ছোট বউ?„

ভয় পাইয়া বিবর্ণমুখে সুমিত্রা বলিল, "কেউ বলেনি মেজদি, সেজদি উঠে ওদিকে গেলেন, আপনি একা রয়েছেন দেখে আমি এখানে এসে........"

বাধা দিয়া সুনয়না বলিয়া উঠিলেন, "ঢের হয়েছে গো আর তোমাদের অত আদরে আমার কাজ নেই, গোড়া কেটে আর আগায় জল ঢালতে আসতে হবে না। তুমি উঠে যাও ছোট বউ, আমি একলা খানিক এ ঘরে শুয়ে পড়ে থাকি,—একলা থাকতেই আমার ভাল লাগে।"

নিঃশব্দে উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া সুমিত্রা চলিয়া গেল। সুনয়নার দৃষ্টি পলকের জন্য তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মনে হইল যেন তাহার দুটি চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ইহারা যেন সুনয়নাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সুনয়নার অসুখ, সুমিত্রা কি ইহা বুঝে না—ঠিক এই সময়েই নীলুর সহিত ঝগড়া বিবাদ করিয়া তাহাকে বাড়ী ছাড়া করিল ?

সেজ বউ বলিয়াছিল, ছোটবউ অপয়া—সেদিন সে কথাটা মেজবউ চাপা দিয়াছিলেন, আর তাঁহার মনে বার বার এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল, বাস্তবিকই এ বউটি অপয়া।

বাড়ীর সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেল, সুনয়না কিছুই খাইলেন না।

দাসী তাঁহার পথ্য টুলের উপর রাখিয়া কল্যাণীকে আসিয়া খবর দিল—"মা কিছুতেই কিছু খেলেন না।"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল।

সুনয়না তখন কি ভাবিতেছিলেন, কল্যাণীর পদশব্দ পাইয়া তাহার পানে চাহিলেন।

যেন রুদ্ধকণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "এ কি রকম ব্যবহার মেজদি, সকাল বেলা সেই তো একফোঁটা দুধ আর দুখানা ফল খেয়েছ, এখন আর একবার খাওয়ার সময় হয়েছে, বলেছ নাকি খাবে না ; কেন মেজদি ? আমি নিজে হাতে করে আনতে পারি না ওদিকে তোমার সেজ ঠাকুরপোর খাওয়া—"

সুনয়না হঠাৎ হাত দুখানা জোড় করিয়া আর্ত্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা আমায় রেহায় দাও ভাই সেজ বউ। আমার আদর যত্ন করার নামে আর জ্বালিয়ো না, এ আর আমার ভালো লাগছে না, দাও দুধের বাটিটা খেয়ে ফেলি।"

এক নিঃশ্বাসে দুধটা খাইয়া ফেলিয়া তিনি শ্রান্ত ভাবে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "নাও—হয়েছে তো এখন একটু যাও আমি খানিকটা একলা থাকি।"

কল্যাণী চলিয়া যাইতেছিল, সুনয়না ডাকিলেন, "শোনো সেজ বউ—"

কল্যাণী ফিরিয়া আসিল।

সুনয়না একটু থামিয়া বলিলেন, "আজ ছোটবউ নীলুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে কেন বলতে পার ?"

কল্যাণী যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "ঝগড়া করেছে—তা তো জানিনে মেজ দি।"

একটু বিরক্ত হইয়া সুনয়না বলিলেন, "কোন্ খবরই বা রাখ বল দেখি ? সে যে কিছু না খেয়েই চলে গেছে—এ খবরটা রেখেছ ?"

তাঁহার শক্ত মুখখানার পানে তাকাইয়া কল্যাণী কোন কথা বলিতে পারিল না; কেবলমাত্র বলিল, "না, আমি তা জানতে পারিনি।"

—"তা জানবে কেন? সংসারে সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত—কে কার খবর রাখে? একটা মানুষ না খেয়ে চলে গেল, সারা দিনটা তার উপোষ করেই কেটে যাবে, কেউ কি তা দেখবে? এমন ছেলে নয় যে পকেটে কিছু রাখবে—ক্ষিধে পেলে যা হয় কিনে খাবে। দুদিন বিছানায পড়েছি, তাতেই এই কাণ্ড, না জানি আমি না থাকলে কি হবে।"

কল্যাণী একটু রুক্ষ ভাবেই বলিল, "সব খবর কি একজন রাখতে পারে মেজদি? এ তোমার উল্টো রাগ করা। একদিক থেকে রোগীর সেবা করা আবার সংসার দেখা—এর ওপর কে কার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে না খেয়ে চলে গেল, এ সব খবর রাখি কি করে?"

একটু নরম হইয়া গিয়া সুনয়না বলিলেন, "তা বলে তার জন্যে আমিও তোমায় দোষ দিচ্ছি নে।"

কল্যাণী তাহার কথা বুঝিল না, তবে রাগটা প্রকাশও করিল না, আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের কাজ মিটাইয়া বামুনদিদি সুনয়নার নিকট আসিয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল "এখন কেমন আছ মা, আজ আর জ্বরটা হয়নি তো?"

ক্ষীণকণ্ঠে সুনয়না উত্তর দিলেন—"না।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিযা তিনি বলিলেন, "হাঁগা বামুন দিদি, ছোট বউ আজ নীলুর সঙ্গে ঝগডা করেছে কেন বলতে পার ?

বামুনদিদি বলিল, "কই না মা, বউমা তো ঝগডা করে নি ?,'

সুনযনা বলিলেন, "নীলু না খেযে চলে গেল কেন ?"

বামুনদিদি বলিল, "আজকাল ছোটবাবুব ঐ রকমই তো হয়েছে মা, ভাত খেতে বসে এটা মুখে দিতে ওটা দেন ; শেযে কোন রকমে যা-তা দুটো মুখে দিযে হুডমুড করে উঠে যান । আজকে কি হয়েছে—টুনু কি বলেছিল, তাই ছোটবাবু বোধ হয় রাগ করে কিছু খেলেন না ।"

উৎকণ্ঠিতা সুনয়না বলিলেন, "কি বলেছিল ?"

বামুনদি বলিল, "কি জানি মা, তা আমি কিছু বলতে পারি নে ।"

সমস্ত দিনটা সুনয়না মুখ বন্ধ করিয়া একা পডিয়া রহিলেন, কাহারও সহিত আর একটা কথা বলিলেন না ।

বৈকালে সকলেই বাডী ফিরিল, ফিরিল না শুধু নীলেন্দু ।

সত্যেন্দু খানিকটা বিশ্রাম করিয়া স্ত্রীকে দেখিতে গিয়া দেখিলেন সুনয়না পার্শ্বের জানালা বন্ধ করিয়া দেন নাই, সেই দিকে মুখ করিয়া দরজার দিকে পিছন করিয়া শুইয়া আছেন ।

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "এই ঠাণ্ডা জলের হাওয়াটা ঘরে এসে ঢুকছে—জানলাটা কেউ বন্ধ করে দেয় নি, বেশ আক্কেল তো । মেজবউ, ঘরে এত লোক এসেছে কাউকে বল্‌লেই তো হতো !"

তিনি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিতে যাইবামাত্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া সুনয়না বলিলেন, "খোলা থাক, আমি বন্ধ করতে দিই নি।"

থতমত খাইয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "ডাক্তার যে ঠাণ্ডা লাগাতে বারণ করেছে।"

সুনয়না স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তারের সব কথা মেনে রোগীর প্রাণ বাঁচে না, আমি জানালা বন্ধ করতে দেব না—থাক খোলা, একটু ঠাণ্ডা আসুক।"

হতাশ হইয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "তবে থাক খোলা, কিন্তু ডাক্তারেরা বলে—"

বাধা দিয়া তীব্র কণ্ঠে সুনয়না বলিয়া উঠিলেন, "চুলোয় যাক, আমি ওদের কথা শুনতে রাজি নই, আমার যা খুসি আমি তাই করব, কারও কথা শুনব না।"

হতবুদ্ধি প্রায় সত্যেন্দু বলিলেন, "হঠাৎ তোমার কি হল যে, তাতো কিছু বুঝতে পারছি নে। ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রয়েছ, ডাক্তার যা বলে তা শুনতে হবে তো। ডাকি দেখি নীলুকে, শোন দেখি সে কি ব[illegible]"

তিনি নিলেন্দুকে ডাকিবার জন্য ভোলাকে ডাকিবামাত্র সুনয়না বাধা দিলেন,—"কোথায় নীলু, সে কি বাড়ী এসেছে এখনও, যে তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছো? সেই যে মানুষটা—সেই সকালে কিছু না খেয়ে বাড়ী হতে বেরিয়ে গেছে, বাড়ীতে এত লোক আছে, কেউ একবার—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিশের মধ্যে মুখ লুকাইলেন।

বেদনা যে কোন্ খানে তাহা সহজেই ধরা গেল কিন্তু নীলেন্দু না খাইয়া চলিয়া গিয়াছে; সেজন্য ব্যস্ত হইয়া সত্যেন্দু বলিল, সে খেয়ে যায় নি কেন, কি হয়েছে ?”

সুনয়না উত্তর দিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

ত্র্যস্তপদে সত্যেন্দু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়াগেলেন, একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বিছানার পার্শ্বে বসিয়া মলিন মুখে বলিলেন “না সে এখনও ফেরেনি শুনলাম। রাগ করে যদি গিয়ে থাকে তবে আজ সে ফিরবে এমন আশা করতে পারি নে; তবু ভোলাকে মোটরখানা নিয়ে যেতে বললুম; তার জানাশোনা বন্ধুদের বাড়ী, যদি কোথাও থাকে—তোমার নাম করে বুঝিয়ে নিয়ে আসবে এখন।”

সুনয়না উঠিয়া বসিলেন, অঞ্চলে মুখ চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “বাড়ীতে এতগুলো লোক আছে কেউ তাকে একটিবার দেখে না, —সে খেলো কি না খেলো; সে খোঁজটা পর্যন্ত নেয় না। আমি থাকতেই তার এ দুর্দ্দশা, মরলে যে কি হবে, আমি কেবল তাই ভাবি। ও নেহাৎ অভাগা কিনা,—নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝতে পারে না বলে সবায় ওকে ঠকায়। যদি আজ নিজের পাওনা গণ্ডা ও বুঝে নিতে পারত, ওর কিসের ভাবনা থাকত আজ ?”

পত্নীর ললাটের উপর হাতখানা রাখিয়া সত্যেন্দু বলিলেন “আজ

তোমার জ্বর হয়নি, ভালই আছ। ভাল হয়ে উঠে নিজের সংসার নিজের হাতে নাও, আমরা সবাই বাঁচি।”

ঘণ্টা খানেক পরে ভোলানাথ ফিরিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে জানাল —ছোট বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি আজ কলেজেও যান নাই।

সুনয়নাকে এ সংবাদ কেহ দিল না। সত্যেন্দু তখনই থানায় খবর দিতে গেলেন। পূর্ণেন্দু খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া শ্রান্তভাবে ফিরিযা আসিলেন। সুমিত্রা গোপনে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। কেবল কল্যাণীই অচল, অটল; সে সকলকেই জানাইল—“ঠাকুরপো যাবে কোথায়? রাগ কোরে দুদিন না হয় কোথায় থাকবে, তার পরে আবার তাকে ফিরতেই হবে।”

তাহার কথায় কেহই আশ্বস্ত হইল না, সকলেরই অন্তর দারুণ চিন্তায় ভরিয়া গিয়াছিল।

৮

দুই দিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাসে কাটাইয়া নীলেন্দু বাড়ী ফিরিল।

সত্যেন্দু বলিনেন, “এ দুদিন কোথায় ছিলি রে?”

নীলেন্দু বলিল, “বালিগঞ্জে এক বন্ধুর বিয়ে ছিল, সেথানে গিযেছিলাম।”

স্থূলবুদ্ধি সত্যেন্দু ভাবিতে পারিলেন না, এটা কার্ত্তিক মাস বিবাহাদি

ব্যাপার এ মাসে হিন্দুদের মধ্যে ঘটে না। নীলেন্দু তাঁহাকে যাহা বুঝাইয়া দিল তাহাতেই খুসি হইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "তা বেশ করেছিস, বিয়ে কোথায় হল ?"

নীলেন্দু কাছাকাছি একখানা গ্রামের নাম করিয়া দিল।

আচ্ছা যা—"

নীলেন্দু চলিয়া যাইতেছিল, সত্যেন্দু আবার ডাকিলেন, "শোন, শোন আর একটা কথা—"

নীলেন্দু আবার ফিরিল।

সত্যেন্দু হাতে কাগজ খানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "যাই হোক—গিয়েছিলি তা ভালই, বাড়ীতে একথা খবর দিয়ে যাস নি, এ দিকে সব ভেবে অস্থির, বাড়ীতে রীতিমত কান্নাকাটী পড়ে গেছে। বাড়ীতে খবর দিয়ে যেতে হয় যে,—আমি অমুক জায়গায় চললুম। এবার যখন যেখানে যাবি আগে বাড়ীতে একটা খবর দিয়ে যাস।"

নীলেন্দু "আচ্ছা" বলিয়া অগ্রসর হইল। সত্যেন্দু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোর মেজ বউদির সঙ্গে দেখা করে যাস....বুঝলি ? সে ভারি অস্থির হয়ে উঠেছে।"

নীলেন্দু ভিতরে চলিয়া গেল।

সুনয়না খোলা বারান্দায় বেড়াইতেছিলেন, নীলেন্দু একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল, প্রথমটায় সে দুই পা অগ্রসর হইয়া গেল, সুনয়না দৃপ্তনেত্রে শুধু তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

নীলেন্দু তখনই ফিরিয়া দাঁড়াইল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমি একটা বিয়েতে গিযেছিলুম মেজ, সেই জন্যে আসতে পারি নি।"

ততোধিক শুষ্ককণ্ঠে সুনযনা বলিলেন, "আমিও তো তোমার কাছে কৈফিযত চাচ্ছিনে নীলু, ভাল কথা—"

নীলেন্দু বরাবর নিজের গৃহে চলিযা গেল, আর একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

সুনযনার মুখখানা মরার মতই রক্তহীন হইযা গিয়াছিল, তিনি দন্ত দ্বারা এত জোরে অধব চাপিযা ধরিলেন যে, তাহা কাটিয়া গিযা রক্ত ঝরিয়া পডিল।

খানিক সেখানে আডষ্টভাবে দাঁডাইযা থাকিযা তিনি পায়ে পাযে নিজের গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন, সুমিত্রা ছুটিযা আসিল,—আমার কাঁধে ভর দিন দিদি, পডে যাবেন।"

সে হাতখানা ছুঁডিয়া ফেলিলেন, ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "না কিছুরই দরকার হবে না, কারও সাহায্যের দরকার নেই, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

সুমিত্রা তাহার এ বিরাগের কারণ বুঝিল না, অনুনয় পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "না দিদি, সত্যি পডে যাবেন, আপনি যে বড্ড দুর্বল—"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুনয়না বলিলেন' "থাক ছোটবউ, আমি বসছি আমি যেতে পারব এখন' তোমায আর অনর্থক এ কষ্ট স্বীকার করতে হবে না।"

অতি কষ্টে কেবল মাত্র জেদের বশে তিনি কোন ক্রমে নিজের ঘরে পৌছিয়া মেঝেতেই শুইয়া পড়িলেন।

তাঁহার কণ্ঠস্বর কল্যাণীর কাণে গিয়া পৌছিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল—সুনয়না মেঝের উপর পড়িয়া আছেন।

ব্যস্তভাবে সে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল—"একি দিদি। মেঝের ওপর পড়ে রয়েছ, এতে যে অসুখ আরও বেশী রকম করে ধরবে। ওঠ—বিছানায় উঠে শোও।"

শ্রান্তকণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "এই বেশ শুয়েছি সেজ বউ খানিকটা শুই, তারপরে উঠব এখন।"

কল্যাণী অনুনয়ের সুরে বলিল' "তা হবে না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—উঠে শোও।"

কল্যাণীর সাহায়তায় সুনয়না বিছানার উপর উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন।

তাঁহার মাথায় বাতাস দিতে দিতে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, দিদি?"

অতিকষ্টে একটু শুষ্ক হাসির রেখা অধরে ফুটাইয়া তুলিয়া সুনয়না বলিলেন, "কি আর হবে,—কিছুই হয়নি।"

তিনি যে কথটা চাপা দিতে চান, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী কল্যাণী তাহা বুঝিল। মেজ-জাকে চিনিতে তাহার বাকী ছিল না, সে বেশ জানিত তিনিই একটু পরে সব কথা বিবৃত করিয়া ফেলিবেন।

একটুখানি নীরব থাকিয়া সে বলিল, "ছোট ঠাকুরপো এখনই ফিরে এলো মেজদি।"

উদাসভাবে মেজদি উত্তর দিলেন' "দেখেছি!"

কল্যাণী বলিল, "শুনলুম কোথায় বিয়ের নেমতন্ন ছিল। কিন্তু এ সব মিথ্যে কথা মেজদি,—চেহারা দেখছ না দুদিনে কি হয়ে গেছে! দুদিন কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে, দুদিন পেটে যে ভাত বা খাবার পড়েনি তা দেখই বোঝা যাচ্ছে।"

সুনয়নার ইচ্ছা হইতেছিল কল্যাণী উঠিয়া যাক্, কিম্বা নীলুর কথা ছাড়িয়া দিক! কেন নীলু ছাড়া আর কি কথা নাই?

কল্যাণী বলিল, "আর এই কার্ত্তিক মাসে কখনও বিয়ে হয়— কেউ শুনেছ? দুদিন রাগ করে ছিল, শেষে যখন পেট আর মানে না তখন বাধ্য হয়ে আসতেই হল কে এমন আছে যে—

রুষ্ট হইয়া উঠিয়া সুনয়না বলিলেন, "যা খুসি তাই করুক গিয়ে, তাতে আমাদের কথা বলবার তো কোন দরকার নেই সেজ বউ। ওরা পুরুষ' একদিনের জায়গায় দশদিন কোথাও কাটিয়ে এলেও দোষ হয় না।"

কল্যাণী অসঙ্কোচ সে কথা মানিয়া লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা হয় না জানি, কিন্তু তবুও ঠাকুরপোর এখনও এমন স্বাধীনতা হয়নি যে যখন যা খুসি তাই করবে।"

উঠিয়া বসিয়া দুইটি চোখের দৃষ্টি কল্যাণীর মুখের উপর রাখিয়া সুনয়না বলিলেন, "হয় নি কে বললে? স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত

অধিকার তা তো জানো সেজবউ, ছোট এতটুকু যখন সে ছিল—তখনও স্বেচ্ছায় চলেছে, কারও বশে কোন দিন চলতে চায়নি। যদি বলতুম এ পথে চল—ও ঠিক বিপরীত পথে চলত, এমনি ভাবে ওর স্বতন্ত্র মতকে ও বজায় রেখে এসেছে। আজই কি সেই মত ও বিসর্জ্জন দিতে পারে সেজবউ ? কিছুতেই ওকে বশে আনতে পারিনি, —ব'কলে মুখ ফিরাত, মারতে যেতুম পিঠ পেতে দিত, কেবল চোখের জল ফেলে ওকে বশ করতে পারতুম। তাতেও তো নীলু জয়ের সম্মানই পেয়েছে সেজবউ, পরাজিত ও কোন দিন হয়নি ; ধরা দিয়েছে শাসনে নয়, চোখের জলের ফাঁদে।"

তিনি আবার শুইয়া পড়িলেন।

কল্যাণী খানিক নীরবে থাকিয়া যেন মনে করিয়া বলিল, "একে তো মনসা—তায় আবার ধুনোর গন্ধ, ছোট বউটীও হয়েছে ঠিক তেমনি মেজদি। এমন বংশের মেয়েও এনেছ, এসে পর্য্যন্ত হাড়ে মাসে জ্বালিয়ে খেলে। তুমি কি মনে কর মেজদি, ছোটবউ মুখ বুজে ভাল মানুষটির মত থাকে বলে ও খুবই ভাল—তা নয়। ও ভারি টিপটিপে মেজদি—কতদিন আমার কাছে কত কথা বলেছে। আমি নেহাৎ কাণে তুলিনে তাই, কিন্তু তা বলে ঠাকুর-পোও যে কাণে নেবে না, তা তো নয়। আচ্ছা একটু ভেবে দেখ, বিয়ের আগে ঠাকুরপো তো এমন করত না,—বিয়ের পরে দেখছি এমনি ভাব হয়েছে। আমি বিয়ের সময়েই বলেছিলুম না—এ সব ছোট বংশের মেয়ে নিয়ো না, এঁরা সব করতে পারে !

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুনয়না বলিলেন, "বেশ চিনেছি সেজ বউ, আর চিনতে হবে না। ও যে কি করে নীলুকে আমার বুক হতে তফাৎ করলে আমি কেবল তাই ভাবি।"

সে দিন রবিবার ছিল।

সত্যেন্দু আহারের পর বিছানায় শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন, অপর বিছানায় সুনয়না তখন ছট্‌ফট করিতেছিলেন।

কন্যা মৃণালিনী অপভ্রংশে মেনা পা টিপিয়া টিপিয়া কক্ষ মধ্যে আসিয়া টেবিলের উপরকার প্রেস্কৃপশানখানা উঠাইয়া লইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল জাগরিতা মায়ের দিকে। সে থমকিয়া দাড়াইল।

সুনয়না ব্যাপারটা বেশ বুঝিলেন,—বুঝিলেন নীলেন্দু তাহার প্রেস্কৃপশান দেখিবাব জন্য মেনাকে হাত করিয়া এই চোরের কাজ করিতে পাঠাইয়াছে।

পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, মুখখানা লাল করিয়া ফেলিয়া তিনি ডাকিলেন,—"মেনা—"

মেনা প্রেস্কৃপশান মায়ের পাশে ফেলিয়া তিনি আর কিছু বলিবার আগেই চোখ মুখ ডলিতে স্থরু করিল, কান্না ভরা স্থরে বলিল, "আমি চুরি করতে আসিনি মা, কাকা আমায় বল্‌লে,—চুপি চুপি কাউকে না জানিয়ে প্রেস্কৃপশানটা নিয়ে যেতে—"

রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া সুনয়না বলিলেন, "আর তুই তোর কাকার কথা শুনে নিয়ে যাচ্ছিলি। একে চুরি করা বলে না তো কি বলে বল দেখি?"

তাঁহার গর্জ্জন ও কন্যার ফুঁপাইবার শব্দে সত্যেন্দুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একবার তাকাইয়া ব্যাপার খানা দেখিয়া লইয়া বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি হয়েছে, মেয়েটাকে ও রকম ভাবে নির্য্যাতন করছো কেন? কি হয়েছে রে মেনা, এদিকে আমার কাছে এসে বল।"

মেনা নড়িল না, সেখানে দাঁড়াইয়াই দুই হাত চোখের উপর দিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া বলিল, "ছোট কাকা আমায় বললে, ওষুধের প্রেস্কপশান নিয়ে যেতে, তাই তো আমি নিয়ে যাচ্ছিলুম। মা বলছেন আমি চুরি করেছি, আর এর জন্যে—"

হাসিয়া উঠিয়া সত্যেন্দু বলিলে, "বুঝেছি বুঝেছি। আচ্ছা যা তুই, সে মীমাংসা আমিই করছি। একে চুরি করা বলে না বুঝলি?"

উচ্ছ্বসিত ক্রোধের সহিত সুনয়না বলিলেন, "না একে চুরি করা বলে না! আজ প্রেস্কপশান নিয়ে গিয়ে কাকাকে দেবে, কাল একটা দামী জিনিস নিয়ে যাবে, পরশু আর একটা কিছু নিয়ে যাবে। এই ছেলেপুলে গুলোই না হয়েছে আমার শত্রু, ওদের দুটি মিষ্টি কথা দিয়ে বশ করে নীলু এর পর যা খুসি তাই করবে। তুমি অমন করে প্রশ্রয় দিয়ো না বলে দিচ্ছি। মিনু— যাও, আর কোন দিন কাকা যদি কোন জিনিস চায়, আগে আমায় বলবে,—বল?"

চোখ মুছিয়া মিনু জানাইল—বলিবে।

ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত সত্যেন্দু স্ত্রীর পানে তাকাইয়া ছিলেন, বলিলেন, "তোমাদের ব্যাপারখানা কি বল দেখি সু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

সুনয়না খোলা জানালা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া উদাস ভাবে উত্তর দিলেন, "ব্যাপার আব কি, কিছুই না।"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সত্যেন্দু বলিলেন, "কিন্তু আমি অশ্চর্য্য হচ্ছি—নীলু এ ঘব মুখো হয় না, সে যে কোথা দিয়ে কখন যাওয়া আসা করে তা বুঝতেও পারিনে। বাড়ীতে আগে একা নীলুই এক সহস্র হয়েছিল, এখন সেই নীলুর সন্ধান পাওয়াই ভার। আর তাকে মোটে দেখতে পাইনে, তোমার দিকেও তো সে আসে না। হঠাৎ এমন ভাবে লুকিয়ে প্রেস্কপসান চাইবারই বা তার কি দরকার,—তার ইচ্ছে হলে সে তো জোর করেই এখানে আসতে পারে।"

সুনয়না উত্তর দিলেন না।

সত্যেন্দু বলিলেন, "তোমায় জিজ্ঞাসা করলে তুমি তো কোন উত্তরই দাও না, অথচ তোমার মনে কি একটা কথা দিন রাত জাগছে তা বেশ বুঝতে পারি। যাক গিয়ে, তুমি যদি কোন কথা নাই বল আমি নীলুকে জিজ্ঞাসা করে সব জানব এখন।"

বর্দ্ধিতরোষা সুনয়না শুধু উত্তর দিলেন, "তাই করো!"

তিনি শুইয়া পড়িলেন।

৯

দিন যাইতে লাগিল।

অন্তরেব গোল মিটিল না বরং দিন দিন বাডিযা উঠিতে লাগিল।

কল্যাণীর কোলের শিশু পুত্রটী কেবলমাত্র হামা দিতে শিখিয়াছে।

সুমিত্রা তাড়াতাডি নীলেন্দুর জন্য একগ্লাস জল লইয়া যাইতে ছিল,—শিশুটি পথের উপরে খেলিতেছিল হামা দিয়া সুমিত্রাকে ধরিতে যাইতেই অন্যমনস্কা সুমিত্রার ধাক্কা লাগিযা পডিযা গিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অপ্রস্তুত সুমিত্রা হাতের গ্লাস নামাইয়া রাখিযা তাডতাডি খোকাকে কোলে তুলিয়া ভুলাইতে লাগিল।

কল্যাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র টেঁপা ছুটিতে ছুটিতে কল্যাণীকে গিয়া খবর দিল, "ছোট কাকীমা খোকাকে পা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, খোকার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে।"

কল্যাণী ভাঁড়ার ঘরে রন্ধনের জিনিষ পত্র দিতেছিল,—ছুটিয়া আসিতে পা লাগিয়া ঘিয়ের টিন উল্টাইয়া গেল, ময়দার পাত্র কাৎ হইয়া পড়িল, সেদিকে দৃষ্টি ছিল না।

উপরে আসিয়া সে দেখিতে পাইল সুমিত্রা ইতিমধ্যে শিশুকে বুকের উপর ফেলিয়া প্রায় চুপ করাইয়া ফেলাইয়াছে। কল্যাণীর

দ্রুত পায়ের শব্দ পাইতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "বেশী লাগেনি সেজদি' দেখতে পাইনি, হঠাৎ পা লেগে—"

বলিতে বলিতে কল্যাণীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের পানে তাকাইয়া সে চুপ কবিয়া গেল, কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না।

খোকা চুপ করিয়াছিল,—মাতাকে দেখিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

কল্যাণী খোকাকে টানিয়া নিজের কোলে লইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "না বেশী লাগেনি। এতো একটা জিনিষ নয় যে পা লেগে ভাঙ্গলে আবার হবে। মনে রাখা উচিত, যে এ একটা ছেলে। হলই বা জাযের ছেলে, তবু ছেলেমানুষ তো বটে।

মর্ম্মপীড়িতা সুমিত্রা বলিল, "আমি তো কোনদিন আপন পর বিবেচনা করিনি দিদি। তোমার ছেলে বলে আমি তো ইচ্ছে করে ওকে ফেলিনি, হঠাৎ পডে গেছে, এমন ভাবে হঠাৎ পড়ে যায় না কি।

কল্যাণী সন্তর্পণে খোকার ওষ্ঠাধার লক্ষ্য করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, 'হঠাৎ' আর 'ইচ্ছে করে, দুটো কথা আছে বটে ছোটবউ, কিন্তু এমন কেউ বলতে পারেনা যে তুমি চলছো—সামনে এই ছেলে থাকতে তুমি দেখতে পাওনি, হঠাৎ তাই লেগে গেছে। তোমায় তো জানি ভাই ছোটবউ, তোমার মনটা যেমন নীচ, মিথ্যাকথা বলতেও তেমনি তুমি কাতর নও। সেদিন মেজদির ঘরে ফুলদানিটা ভেঙ্গে ফেলে কেমন বললে আমি ভাঙ্গিনি, টেঁপা ভেঙ্গেছে। দোষ

অনায়াসে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, কিন্তু টেঁপা তো তোমার মত অত মিথ্যা কথা বলতে পারলে না। সে কেঁদে কেটেও সত্যি কথা বললে—আমি ভাঙ্গিনি! হলেই বা সে ছেলে মানুষ, তবু সত্যি কথা বলার বাহাদুরি আছে তো বটে।”

সুমিত্রা ধীরকণ্ঠে বলিল, “হ্যাঁ তা আছে কিন্তু সেটা সত্যের নয় মিথ্যার। ওইটুকু ছেলে যে অতখানি মিথ্যা কথা বলতে পারে আমিও তা কোনদিন ভাবিনি সেজদি। শিক্ষা যেমন পেয়েছে তেমনি ওরাও চলবে তো।”

“আমারা তবে ওদের মিথ্যে বলতে শিখাই ?”

কল্যাণী দৃপ্তা হইয়া উঠিয়া বলিল, তুমি নাকি ছোট বংশের মেয়ে, তাই এ কথা মুখে আনতে পারলে ছোটবউ। বংশ যদি ভাল হতো ছোট ঠাকুরপোকে এমন ক'রে নষ্ট করতে পারতে না। যেদিন হতে তুমি এসেছ সেদিন হতে আমাদের সোনার সংসারে আগুন লেগেছে। তোমায় চিনতে তো কারও বাকি নেই ছোট বউ, অভাগ্যি হাঘরে ঘরের মেয়ে, তুমি আর কত ভাল হবে।”

পুত্রকে লইয়া সদর্পে সে চলিয়া গল। সুমিত্রা আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

হয় তো তাহার বংশ ইহাদের বংশঅপেক্ষা নীচ, সে তো তাহা অস্বীকার করে না। এমন কিছুই তাহার নাই যাহার জোরে সে এ ঘরের বধূ হইতে পারে। সত্যেন্দু দয়া করিয়া তাহাকে বধূরূপে এস্থানে আনিয়াছেন, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া। হয় তো

তাহার কিছুই ভাল নয়—কিন্তু তাহাই বলিয়া সে তো এ সংসারের অনিষ্ট চিন্তা কোন দিনই করে নাই।

সুমিত্রার মাথার মধ্যে সেই কথাটাই শুধু বাজিতেছিল—'ছোট ঠাকুরপোকে নষ্ট করে দিয়েছ তুমিই।'

কিন্তু কেমন করিয়া সে স্বামীকে নষ্ট করিল? সংসারে নিত্য তাহার উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া যায়, সে তো মুখ ফুটিয়ে একটা কথাও স্বামীকে বলে নাই, স্বামীও কোন দিন জিজ্ঞাসা করে নাই। যতদিন বিবাহ হইয়াছে; ইহার মধ্যে স্বামীর একটা প্রশ্নও সে শুনে নাই। সে যেমন নিরপেক্ষ তেমনিই রহিয়া গেল।

অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী।

তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কল্যাণী যে কথাগুলো সুমিত্রাকে বলিয়া গেল সবই সে শুনিয়াছে।

অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে শুধু ডাকিল, "সরে এসো, এখানে আর দাঁড়িয়ো না।"

চমকাইয়া উঠিয়া সুমিত্রা স্বামীর পানে চাহিল, নিঃশব্দে নত মস্তকে তাহার পশ্চাৎ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

নীরবে সে বিছানার এক পার্শ্বে বসিয়া রহিল, মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। তাহার অবক্তিম দুইগণ্ড ভাসাইয়া নিঃশব্দে চোখের জল শুধু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

নীলেন্দু চেয়ারে বসিয়া অস্থির ভাবে একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল।

সে নিজে যত লাঞ্ছনা সহ্য করে করুক, প্রতিবাদ করার শক্তি তাহার আছে, কারণ সে পুরুষ, মুখ বুঝিয়া কোন অন্যায় সহ্য করিবে না। এই তরুণীই কেন তাহার জন্য এত নির্য্যাতন সহ্য করিবে, ইহাকে এখানে রাখিয়া এমন ভাবে দগ্ধ করিয়া মারার প্রয়োজন কি ?

"সুমিত্রা—"

চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া সুমিত্রা দেখিল নীলেন্দু তাহার দিকেই চাহিয়া আছে। তাড়াতাড়ি সে মাথা নত করিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নীলেন্দু বলিল, "দেখ, এখানে থেকে মিথ্যে এ রকম করে অপমানিত হওয়ার চেয়ে আমি তোমাকে তোমার কাকার কাছে পাঠিয়ে দেই। তুমিও মনে ভেবে দেখ, আমি যা বলছি তা ঠিক কিনা। সেখানে মাস কয়েক থেকে এসো আমি এর মধ্যে এদিককার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলে তারপর তোমায় আনব।

কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, অতি কষ্টে সুমিত্রা বলিল, কাকা আর আমায় নিয়ে যাবেন না। তাঁর আয় কম, পোষ্য অনেক—"

ভ্রূভঙ্গি করিয়া নীলেন্দু বলিল, "সে আমি বুঝব। আমার স্ত্রীকে আমি যেখানে রাখব সেখানে বিনা খরচে রাখব না। আমি যদি সেখানে খরচ দেই, তোমার কাকা নিশ্চয়ই তোমায় রাখবেন। আমি এখনই সেখানে পত্র দিয়ে তাঁর মত জানছি।"

সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া খস খস্ করিয়া একখানা পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পত্রখানা লিখিয়া সে বারাণ্ডায় আসিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার হাতে পত্রখানা দিল।

ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া বলিল, "তোমার কাকার উত্তরটা এলেই আমি তোমায় সেখানে পাঠিয়ে দেব। এর মধ্যে তুমি তোমার জিনিষ পত্র গুলি গুছিয়ে নিয়ো।"

রুদ্ধকণ্ঠে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ব্যবস্থা করবে তা বলবে কি ?"

গম্ভীর কণ্ঠে নীলেন্দু বলিল, "আমি পৃথক হব। তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে আমি স্পষ্টই মেজ বউদিকে জানাব আমি তাঁদের সংস্রবে থাকব না আমায় পৃথক করে দেওয়া হোক।"

"পৃথক হবে ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুমিত্রা বলিয়া উঠিল, "তুমি ওকি কথা বলছো গো।"

নীলেন্দু একটু হসিল, তখনই সে হাসির রেখা মুখ হইতে মিলাইয়া গেল, সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "বাস্তবিকই আমি পৃথক হব সুমিত্রা। এক সংসারে থেকে নিত্য এ রকম অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করা যায় না। আমার যেন এ সংসারে কোন অধিকার নাই, চোরের মত পড়ে আছি, যে যা বলছে মুখ বুজে সব সয়ে যাচ্ছি,—কিন্তু কেন বল দেখি ? আমি অনেক সয়েছি আর কিছুতেই সইব না। আমি এবার সত্যই পৃথক হব।"

সুমিত্রা তাহার পায়ের কাছে লুটাইযা পড়িল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "অমন কথা মুখেও এনো না, কৃতজ্ঞতা মেনে চলো, কার সঙ্গে তুমি পৃথক হবে বল দেখি? যে ভাই আজ তোমায এতটুকু বেলা হতে মানুষ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে পৃথক হওযাব কথা তুমি আনছ কোন মুখে? ও কথা ভুলে যাও, মনেও ও কথা ঠাঁই দিও না।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নীলেন্দু বলিল "সে কথা আমার মনে আছে সুমিত্রা, কিন্তু আমি সে সব কথা ভুলে যাওযার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছি। তুমি আব খোঁচা দিয়ে সে সব কথা আমার মনে জাগিযো না। জানো সুমিত্রা জগতে কেউ যদি কারও এতটুকু উপকার কোনদিন করে, মনে ভাবে সে বুঝি মাথা কিনে ফেলেছে, তাই তেমনি ব্যবহারও কবে যায। যে উপকার পায়—সে বাধ্য হযে ততদিনই সকল অত্যাচার সযে যায যতদিন না শেষ সীমায় পৌছায। আরও অপমান সযে তুমি আমায এ সংসাবে থাকতে বল সুমিত্রা। না, সহ্যেরও একটা সীমা আছে, সে সীমা পার হয়ে গেছে, আর কিছুতেই না, কিছুতেই হবে না।"

সুমিত্রার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করিযা জল ঝরিতে লাগিল,—"ওগো তুমি বুঝতে পার না যে—"

বাধা দিয়ে রুক্ষকণ্ঠে নীলেন্দু বলিল, ঢের বুঝেছি মিত্রা, তোমায় আর আমায় বুঝাতে হবে না। আমায় আর বেশী বকিও না সুমিত্রা, আমার মাথার ঠিক নেই, সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।"

সুমিত্রা উঠিযা বসিল, অঞ্চলে চোখ মুছতে মুছতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি কোথাও যাব না, আমি এখানেই থাকব।

নীলেন্দু মাথা নাড়িল, "তা হবে না ; তোমায বাবাসতে যেতেই হবে। আমি পত্র লিখে দিযেছি।"

উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিযা সুমিত্রা বলিল, "তোমার পাযে পড়ি, আমায এমন ভাবে দূব করে দিযো ন৷' এ সমযে তোমার কাছে আমায থাকতে দিও।"

নীলেন্দু বলিল, "কিন্তু এখানে থাকলে তোমায তো বড কম অত্যাচাব—কম কথা সইতে হবে না মিত্রা।"

সুমিত্রা উত্তব দিল, "আমি সব সইব।"

নীলেন্দু একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, "বেশ থাক, কিন্তু তোমায নিযে আমার যেন কোন কথা শুনতে না হয সুমিত্রা, এ কথা তোমায বলে বাখছি।"

টেবিলের উপর হইতে একখানা বই তুলিযা লইযা সে তাহার পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

১০

অনেকদিন পরে সুনযনা বাক্স গুছাইতে বসিযাছিলেন।

জড়োযা নেকলেসের বাক্সের ডালাটা খুলিযা তিনি তাহার পানে তাকাইয়া অতীতের কথা ভাবিতেছিলেন। এই নেকলেসটি যেমন নূতন তেমনই আছে। নীলু পছন্দ করিযা দাদা কে দিযা বছর দুই

পূর্ব্বে ইহা গড়াইয়াছিল। এ বয়সে এই জড়োয়া নেকলেস গলায় দিতে সুনয়না লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন, তাই ইহা বাক্সে বন্ধ পড়িয়াছিল।

মনে খুব আশা ছিল নীলুর স্ত্রীকে এক সময় এটি দিবেন। কল্যাণীর ইহার উপর বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, শুধু সেই জন্যই তিনি এতদিন সুমিত্রাকে ইহা দিতে পাবেন নাই।

আজ কল্যাণী পিত্রালয়ে গিয়াছে, সম্ভব কালই আসিবে। সুনয়না ভাবিতেছিলেন, আজই ইহা সুমিত্রাকে দিয়া দিলে ভাল হয়।

কিন্তু নীলু যদি ভাবে বউদি খোসামোদ করিতে আসিয়াছেন।

একটু হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল—আহা, না হয় তাই ভাবুক। সন্তান যদি মন্দ হয় মা কি মন্দ হইতে পারেন? একটা কথাই আছে যে, কুসন্তান যদি হয়, কুমাতা কদাপি নয়। কে নীলেন্দুর মা? যে কেবলমাত্র—গর্ভে স্থান দিয়াছিল সেই কি? তিনি যে তাহাকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, মায়ের স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে। নীলু যাহাই ভাবুক তিনিই আপোষে এ ব্যাপার মিটাইয়া লইবেন। সন্তানের জিদ বজায় থাকেই, স্নেহে বশীভূতা মাতাকেই যে অবনত হইতে হয়। না হয় তিনিই অবনত হইবেন, না হয় তিনিই তাহার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিবেন।

"মেজ,—"

হঠাৎ বারান্দায় নীলুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুনয়না বড় বেশী রকম চম্‌কাইয়া গেলেন।

কান পাতিয়া শুনিলেন ইহা তাঁহারই মনের প্রতিধ্বনি' না নীলেন্দুর আহ্বান!

নীলেন্দু আবার ডাকিল—"মেজ—"

সুনয়না উত্তর দিলেন, "এই ঘরে আছি, এস।"

নীলু দরজার উপর, দাঁড়াইল।

সুনয়না পার্শ্বের কৌচখানা দেখাইয়া বলিলেন' "এস ঘরে এস।"

নীলেন্দু প্রবেশ করিল না, দরজার উপর দাঁড়াইয়া রহিল। সুনয়না দেখিলেন তাহার মুখখানা গম্ভীর।

"সে আর কথা বলে না দেখিয়া সুনয়না বলিলেন, "কোন দরকার আছে নাকি নীলু?"

স্তব্ধকণ্ঠে নীলেন্দু বলিল, "হ্যাঁ"

আচ্ছা রোসো, আমি এগুলো তুলে ফেলি।"

সুনয়না তাড়াতাড়ি সব জিনিষ বাক্সের মধ্যে তুলিতে যাইতেছিলেন, নীলেন্দু বাধা দিয়া,—থাক মেজ, ও সব পরে গুছিও তুলো, আমার কথা সামান্য, আমি বলে এখনি চলে যাচ্ছি।"

সুনয়না তাহার ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কেবল বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

নতনেত্রে নীলেন্দু ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "কথা আর কিছুই নয় আমি পৃথক হইতে চাই; এক সংসারে এ রকম করে থাকা আমার পোষাবে না"

সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন জ্ঞানহারা হইয়া যায়,

সুনয়না ঠিক সেইরূপ বিবর্ণ হইয়া গেলেন। তাঁহার হাতে গহনার বাক্সটা ছিল, সেটা খসিয়া পড়িয়া গেল।

অনেকক্ষন পরে হাঁপাইয়া উঠিয়া তিনি ডাকিলেন "নীলু।"

নীলেন্দু মুখ তুলিল।

"হ্যাঁ রে, তুই এ কি কথা বলছিস্ রে, পৃথক হবি কি রকম কথা?

প্রথম সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল, নীলেন্দু সঙ্কোচহীন কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, বাস্তবিকই অমি পৃথক হব। সে বন্দোবস্তটা আগে করো।"

সুনয়নার মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল, তিনি নির্ণিমেষ চোখে নীলেন্দুর পানে তাকাইয়া রহিলেন।

এই কি সেই নীলু, না তাহার ছায়া মাত্র? সেই নিলু—তাঁহার একটু মাথা ধরিলে যে অস্থির হইয়া উঠিত, তাঁহার চোখে জল দেখিলে যে সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল হইত, এই কি সেই নীলু? একদিন যাহাকে কোলে পাইয়া—যাহার ছোট মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তিনি পুত্রশোক ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এই কি সেই নীলু?

বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, অতি কষ্টে তিনি তাহা সামলাইয়া লইলেন। ছোখের জল ফেলিবেন কাহার কাছে, একি সেই নীলু? নয়,—কিছুতেই নয়, এক ফোঁটা চোখের জল নয়, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নয়। জগতে কেহই তো কাহারও নয়। কিন্তু নীলু যদি তাঁহার গর্ভের সন্তান হইত—

বুঝি সন্তান হইলে সে এমন ভাবে কথা মুখে আনিতে পারিত না! কিন্তু সেই গর্ভে ধারণ করাটাই কি পর্য্যাপ্ত'—বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে যে বাঁচাইয়াছেন তাহা কি তবে কিছুই নহে?

বুক জ্বলিয়া যাইতেছিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তবু যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করিয়া সুনয়মা শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "তোমার দাদাকে তুমিই কথাটা বোলো নীলু আমার কথা তিনি বিশ্বাস করবেন না।"

ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন,, গহনা-পত্রের পানে আর একটিবার না তাকাইয়া ধীরে ধীরে তিনি অপর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নীলেন্দু অশ্চর্য্য হইয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু দাদার দিকে সে অগ্রসর হইতে পারিল না। বৈকালে যখন সত্যেন্দুর সহিত দেখা হইল তখন তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া তিনি নিকটে আসিলেন, তাহার পিঠের উপর হাতখানা রাখিয়া স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর বুলাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিন দিন তুই যে বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছিস নীলু! মেডিকেল কলেজে পড়া কি বড় মুখের কথা রে, তাই না আমি বলেছিলুম ওদিকে যাস নে, কোনক্রমে তোকে ডেপুটির কাজটা দিলেও দেওয়া যেত। কিন্তু কি যে এক রোখ ধরলি,—ডাক্তারী পড়বই, ও কি ধাতে সহ্য হয়? সেদিন মিঃ সেনেকে দেখতে ওখানে গিয়েছিলুম, বাপ রে, কি রোগীর কাৎরানি, বুকের মধ্যে মাথার মধ্যে কি রকম করতে লাগল, কলেজ হতে বেরিয়ে তবে বাঁচি"

শুষ্ক হাসিয়া নীলেন্দু বলিল, "আমাদের তোমার মত হয় না

দাদা, তুমি ভারি নার্ভাস,—তাইতে অল্পতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

সত্যেন্দু মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "না তুই ভারি সাহসী, তাই তোর চেহারাটা এমনি হয়ে গেছে। আর ওই যে মাঝে মাঝে ডিউটীতে যাস, ওর সব রোগীর কাছে—"

নীলেন্দু বলিল, "আমাদের ও সব সয়ে গেছে দাদা, কিছু হয় না"

সত্যেন্দু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু তোর চেহারা যেন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে নীলু—এর কোন কারণ আছে তো? শুধু শুধু মানুষের চেহারা এমন খারাপ হয় কখনও? তোর কি অসুখ বিসুখ হয় মাঝে মাঝে? সেই সেবার কেমন ঘুসঘুসে জ্বরে একেবারে তিন মাস ভুগেছিস,—যে, শেষে ওয়ালটেয়ারে গিয়ে তবে সে জ্বর যায়।"

নীলেন্দু বলিল, "না দাদা, অসুখ হয় না।"

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "তুই কবেই বা বলিস তোর অসুখ হয়েছে? সেবারেও তো বলিসনি, চেহারা দিন দিন খারাপ হয়ে গেল বলেই ধরতে পারলুম। না আমি ঠিক বুঝেছি, এবারেও তুই তেমনি ভাবে রোগ লুকচ্ছিস্, পাছে আবার খরচপত্র করি। আরে বোকা, দেহ আগে, না টাকা আগে? সকলে ভাল থাকবি তবে না সুস্থ ভাবে উপার্জ্জন করতে পারব, নইলে কোন কিছুতে কি মন বসে? আমি তোর কোন কথা

শুন্‌ব না সকালেই ডাক্তার মিত্রকে ডেকে দেখাব,—এখানে সাত দিন দেখে যদি সারে ভালই, নইলে আবার মাস খানেকের জন্য কোথাও যেতে হবে।

রাত্রে পত্নীকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "নীলুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ কি? ওর চেহারাটা দিন দিন এমন বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে কেন? কাল ডাক্তারকে ডেকে একবার দেখাতে হবে,—মনে হচ্ছে ওর অসুখ হয় যদিও তা স্বীকার করে না।"

সুনয়না নীরবে অন্যদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরে ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, একটা কথাও তাঁহার মুখে ফুটিল না।

পত্নীর এ রকম নীরব ভাব দেখিয়া সত্যেন্দু আশ্চর্য্য হইয়া খানিক তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

সে দিন রাতে তিনি যখন শুনিলেন নীলু পৃথক হতে চায়, তখন কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

এও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে যে নীলু পৃথক হইতে চায়, সে কি দুঃখে পৃথক হইবে, সংসারে তাহার কিসের কষ্ট, কিসের অভাব?

হাসিয়া তিনি কথাটা উড়াইয়া দিলেন, স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন, নীলু কখনও পৃথক হইতে পারে না; পারিবেও না।

সুনয়না বলিলেন, কিন্তু সে এসে আমায় বলে গেল যে।"

শান্ত ভাবে সত্যেন্দু বলিলেন, "ও ওর একটা খেয়াল। ওকে খেয়ালি করে গ'ড়ে তুলেছ তো তুমিই মেজবউ, এর জন্য তুমিই দায়ী, আর কেউ নয়।"

সুনয়না বলিলেন, "আর তুমি? আমি কোন দিন শাসন করতে এলে, তুমি যে তা সহ্য করতে পারতে না।"

সত্যেন্দু বলিলেন, "কিন্তু কি শাসনই তুমি করতে মেজ বউ,—বড় জোর কাঁপতে কাঁপতে তার পিঠের দিকে যেতে, সে তখন ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরত, কাজেই তোমায় বাধা দিতুম। তোমার শাসনও যে আমার সামনে ভিন্ন হত না মেজ বউ। বেশ জান্‌তে, আমার সামনে শাসন করতে এলে আমি বাধা দেবই, সেই জন্যেই আমার সামনে আসতে শাসন করতে—কেমন?"

সুনয়না বড় বেশী রকম বাগত হইয়াছিলেন' তাই আর একটি কথাও বলিলেন না।

১১

কয়েকদিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। কল্যাণী পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না। সুনয়না কথাটা এমন ভাবে ছাপিয়া গেলেন যে, সে পর্য্যন্ত কিছু জানিতে পারিল না।

সেদিন দুপুরে সুমিত্রা উপরে যাইতেছিল, সুনয়না তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটা কাজ আছে ছোট বৌ।"

বোধ হয় দু তিন মাস পরে তিনি সুমিত্রাকে এরূপ সংশয়হীন ভাবে ডাকিলেন।

সুমিত্রা যেন হাত বাড়াইয়া আকাশের চাঁদ পাইল, তাহার মুখখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বলিল "কি কাজ দিদি ?"

অঞ্চল হইতে চাবির গোছাটা তার হাতে দিয়া সুমিত্রা বলিলেন,—"আমার বাক্স কয়টা গুছিয়ে দাও গিয়ে। এমন অগোছাল রয়েছে, একটা জিনিষ বার করতে দশটা জিনিষ না নড়ালে উপায় নেই। রোজ মনে ভাবি বাক্সগুলো গুছোই, কিন্তু বাক্স নিয়ে বসতে কি যে কুড়েমী আসে তা বলতে পারি নে।"

চাবি লইয়া মহানন্দে সুমিত্রা চলিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া কল্যাণী কিছুতেই খুসি হইতে পারিল না।

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "ছোট বৌকে বাক্স গুছাতে দিলে মেজদি—"

কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না।

সুনয়না বলিলেন "কেন তাতে হয়েছে কি ? ওই তো আমার বাক্স গুছিয়ে দেয়, আজ তো নতুন দিচ্ছে না।"

কল্যাণী যেন কতকটা আত্মগত ভাবে বলিল, "এখনকার দিনের সঙ্গে সে সব দিনের অনেক প্রভেদ আছে, যে দিন যায় সে দিন আর ফেরে না।"

কথাটা আত্মগত ভাবে বলিলেও সুনয়নার কাণে বেশ স্পষ্ট ভাবেই বাজিল। তিনি তীব্রনেত্রে শুধু কল্যাণীর পানে চাহিলেন, কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিলেন না।

কথা বলিবেন কি, বলিবার মত মুখ যে তাঁহার নাই। কল্যাণীকে এ ভাবে কথা বলার অবকাশ তো তাঁহারাই দিয়াছেন, নহিলে সে তো একটা কথাও বলিতে পারিত না।

নিজের গৃহের দরজাপথে তাকাইয়া দেখিলেন, সুমিত্রা নিবিষ্ট মনে বাক্স গুছাইতেছে; তিনি পাশের গৃহে চলিয়া গেলেন।

একটা সোফায় শুইয়া পড়িয়া একখানি বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পড়ায় মন বসিল না।

মিনিট পনের বাদে পার্শ্বের গৃহে নীলেন্দুর বিরক্তিপূর্ণ কথাটা শোনা গেল—"চল ও ঘরে, তোমার কাকা বেশীক্ষণ বসবেন না বলে এসেছেন। ভদ্রলোক অতদূর হতে এলেন, আর তুমি দেখা করতে যাবে না?"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সুমিত্রা বলিল, আর কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আমার কাজ হয়ে যাবে,—আমি তারপরেই যাচ্ছি। তুমি তো রয়েছ, তাঁর কাছে গিয়ে একটু বস।"

নীলেন্দু খানিক চুপ করিয়া হঠাৎ দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "পরের খোসামোদ করে চলতে একটুও লজ্জা বোধ হয় না সুমিত্রা?"

সুমিত্রা চুপ্ করিয়া রহিল।

কথাটা ধ্বক করিয়া আসিয়া সুনয়নার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি পর—নীলেন্দু আজ স্পষ্টই এ কথা বলিল। তিনি তো স্বপ্নেও আশা করেন নাই যে এমন কথা নীলেন্দুর মুখে শুনিতে পাইবেন! যাহা কল্পনারও অগোচর ছিল, আজ তাহাই সত্য হইয়া গেল?

দুই হাত বুকের উপর চাপা দিয়া সুনয়না খানিকটা পড়িয়া রহিলেন।

বারান্দায় পদশব্দ পাওয়া গেল, ক্রুদ্ধ নীলেন্দু চলিয়া গেল।

ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া এ ঘরে আসিয়া সুনয়না দেখিলেন সুমিত্রা নিবিষ্টমনে বাক্স গুছাইতেছে।

তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সুনয়না ক্লিষ্ট মনে বলিলেন, "তুমি ওঠো ছোট বউ, বাকি যা আছে আমিই তা করে নিচ্ছি।"

সুমিত্রা বলিল, "আর তো বেশী নেই দিদি, সামান্য যা আছে আমিই করে ফেলছি! আপনি রোগা মানুষ, খানিকটা বিশ্রাম নিন।"

তাহার এই সহানুভূতিতে সুনয়নার চিত্ত আরও যেন জ্বলিয়া উঠিল, কঠিন স্বরে তিনি বলিলেন, "অতটা দয়া আর নাই দেখালে ছোট বৌ, যা রয় সয় তাই ভালো, অতিরিক্তের গোড়ায় একটা কিছু থাকেই।"

বিস্ময়ে দুই চোখ তুলিয়া সুমিত্রা তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল।

সুনয়না বলিলেন, "দয়া করে উঠে যাও দেখি, আমি যা হয় করে গুছিয়ে রাখছি।"

সুমিত্রা উঠিল না।

সুনয়না তাহার হাত হইতে কাপড় জামাগুলি টানিয়া লইয়া বাক্স বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "পরের কাজ কেন করতে এসেছ

ছোট বৌ, আমি পর বই তো নই—তোমাদের আমি কে? আমি কখনও কিছু করিনি, নীলেন্দুকে আমি বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করিনি, তোমাকেও এ ঘরে আনিনি। আমি কে? কেউ নই—কেউ নই!

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখেও বুঝি খানিকটা জল আসিয়া পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি বাক্সটা যেমন তেমন করিযা গুছাইয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

সুমিত্রা একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, তাহার মুখখানা বড় মলিন হইয়া গিয়াছিল, কোনক্রমে সে কান্না চাপিতে চাপিতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার গমন পথের পানে তাকাইয়া সুনয়না দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এতদিনে ভাল করে চিনেছি।"

কিন্তু মনের এ কষ্ট তিনি জানাইবেন কাহাকে, কল্যাণী এ কথা শুনিলে হাসিবে—কারণ সে পূর্ব্বাবধি এই কথাই বলিয়া আসিতেছে।

এ কথা বলিবার স্থান স্বামীর কাছে, কিন্তু সে আত্মভোলা লোকটির কাছে বলিয়া কি হইবে? তিনি তো কোন কথাই শুনিবেন না, হাসিয়া সব উড়াইয়া দিবেন।

তবু তাহাকে ভিন্ন এ সব কথা আর কাহাকেও বলা যায় না।

সেদিন নিয়মিত সময়ের অনেক আগে সত্যেন্দু বাড়ী আসিলেন. শরীরটা তত ভাল নাই, অসুস্থ বোধ হইতেছে।

সকাল হইতেই শরীরটা খারাপ বোধ হইতেছিল। সুনয়না কোর্টে

যাইতে অনেকবার নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু একদিন কোর্টে না যাইতে পারিলে সত্যেন্দুর মনে হয় দিনটা বৃথায় যায়। রবিবারটা কোনরকমে কাটাইয়া দেন। কর্ম্মিষ্ঠ লোক ছিলেন তিনি, দিন বৃথা কাটাইয়া দিতে পারিতেন না।

স্বামী অসুস্থ অবস্থায় বাড়ী আসিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

শুষ্ক হাসিয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "বিশেষ ভয় পাওয়ার কারণ নেই মেজবউ, শরীরটা একটু খারাপ মত বোধ হওয়ায় চলে এলুম। তোমার সেবা তো পাইনে অসুখ বিসুখ করতে হয় বই কি।"

এটি যে নির্জ্জলা মিথ্যা কথা তাহা সুনয়না জানিতেন, কতবার তাঁহার অসুখ হইয়াছে, তিনি সেবা করা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

সুনয়না রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তা বেশ তো, তুমি আমার সেবা নিতেই যদি চাও, এমনি কোনদিন বললেই তো পারতে,—আমি কি দিতুম না? যে দিনই একটু পা টিপতে বসি, কি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে বসি, সেই দিনই তো আপত্তি তোলো, কিছুতেই গায়ে হাত দিতে দাও না।"

সত্যেন্দু শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "আজ দেব মেজবউ, আজ আর আপত্তি করব না।"

বাস্তবিকই সেদিন তিনি আপত্তি করিলেন না, সুনয়নাকে পা টিপিতে দিলেন।

মনটা একেই আজ বড ভারি হইয়া ছিল, স্বামীর অসুখে আরও ভার হইয়া উঠিল, সুনয়না যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিলেন।

এক সময়ে তাহার শুষ্ক মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া সত্যেন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার কি হয়েছে মেজবউ, মনে হচ্ছে তোমার কি হয়েছে, কি যেন ভাবছ। আমায় বলবে না,—আমাকেও সব কথা লুকাবে ?"

বুকের চাপা কান্না আর মানা মানে না। চোখ ছাপাইয়া অশ্রুজল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

"মেজবউ—"

সুনয়না স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ক্ষুদ্র বালিকার মত উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

সত্যেন্দু বাধা দিলেন না, খানিক তাহাকে কাঁদিতে দিলেন। স্নেহভরে পত্নীর মাথার এলোমেলো চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কোনদিন তো তোমার বুকে চঞ্চলতার ঢেউ উঠতে দেখিনি সু, আজ তোমার কি হল তা তো আমি বুঝতে পারছিনে, আমায় বল কি হয়েছে ?"

সুনয়না মুখ তুলিলেন, অঞ্চলে চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে বলব না তো কাকে বলব, আর কাকে জানাব! আজ আমার বুকটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে গো, আমার বুকখানা নীলু ভেঙ্গে দিয়েছে!

বলিতে বলিতে আবার অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল।

"তাই কেবল ভাবছি আজ যদি ও নীলু না হযে বিলু হতো, বলতে পারত কি আমরা ওব কেউ নই, আমরা ওর পর? কিন্তু ওকেও তো এই বুকেব দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি। পেটে ধরলেই কি সব পাওযা হতো? আমি কি আপনার বলবাব কোন দাবী পাই নি?"

সত্যেন্দু শ্রান্তভাবে বলিলেন, "সব বুঝেছি, সব বুঝেছি। কাল আমি তাকে ডাকব' যাতে এ ব্যাপার মিটমাট হয়ে যায় তাই করব। কিসেব জন্য সে ও বকম কবেছে তা তো বুঝতে পাবছি নে।"

সুনয়না আদ্রকণ্ঠে বলিলেন, 'আজ সে স্পষ্ট বলে গেল; আমি তাদের কেউ নই, আমি পর। মিটমাট করবে, কিন্তু কিসের মিটমাট কববে? ওর মন বড কুটীল, এব পরে ছোট বউয়ের নিশ্চয়ই হাত আছে, তা আমি বেশ বুঝেছি। মেজবউ যা বলে তা মিছে কথা নয়, সব সত্যি।"

সত্যেন্দু বলিলেন, "পবের মুখে কথা শুনে তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না, তা বোধ হয় জানো?"

সুনয়না বলিলেন; "জানি, কিন্তু আমি যে হাতে হাতে প্রমান পাচ্ছি, নীলু আমার অসুকের সময় একটা দিন আমায় দেখতে আসে নি, মুখের কথা একটা শুধায় নি' ডাকতে পঠিয়েছি—তাও আসে নি, তুমি কি বলতে চাও যে—"

দরজার কাছেই কাহার পদ শব্দ শুনা গেল, পর মুহূর্ত্তে দ্রুত

ফিরিয়া যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। সুনয়না দরজার পথে দেখিলেন ·নীলেন্দু ফিরিয়া যাইতেছে।

অকস্মাৎ সুনয়নার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল।

১২

পূর্ণেন্দু আসিয়া দাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি শুনছি দাদা, নীলু নাকি পৃথক হতে চাচ্ছে?"

সত্যেন্দু তখন কি লিখিতেছিলেন, লিখিতে লিখেতে উত্তর দিলেন, "হতে চাইলেই কি হতে পায়?"

পূর্ণেন্দু পার্শ্বের চেয়ার খানায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু পৃথক হতে চাইলে কোন্ মুখে আমি যে কেবল তাই ভাবছি।"

তেমনই ভাবে লিখিতে লিখিতে সত্যেন্দু বলিলেন, সেটা এমন কিছু আশ্চর্য্য নয় পূর্ণ। কেউ বা অন্তরে সে ইচ্ছা চেপে রাখে,—কারণ তারা চালাক, যতদিন চল্‌ছে চলে যাক্, তারপর সময় বুঝে পৃথক হলেই চলবে, এই তাদের মনের ইচ্ছা। কেউ বা মনের মধ্যে সে ভাব চেপে রাখতে পারে না, প্রকাশ করে ফেলে আর ঠ'কে যায়। এরা এক নম্বরের মূর্খ, তা বুঝেছ?"

পূর্ণেন্দুর মুখখানা কালো হইয়া উঠিল, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া উষ্ণভাবে তিনি বলিলেন, "আপনি ভাবছেন দাদা' যে, পৃথক হওয়ার ইচ্ছে আমারও আছে, আপনি এ কল্পনা করতেও পারলেন দাদা, এই আশ্চর্য্য!"

হাতের কলমটা নামাইয়া রাখিয়া চোখের চশমা খুলিয়া টেবিলে রাখিয়া সত্যেন্দু পূর্ণেন্দুর পানে চাহিলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক তোমায় করি নি পূর্ণ, তবে সংসারে প্রয়ে এই রকমই হয় তাই বলছি। দেখ, দুই মাস আগেও যা জানতুম না, আজ তাও আমি কল্পনায় আনতে পারছি,—আশ্চর্য্য বই কি। হ্যাঁ, নীলুর কথা হচ্ছে, তার কথাই শেষ হোক, তোমার কথা এখনও দূরে আছে। নীলু নাকি বলছে সে পৃথক হবে, কিন্তু বল্লেই কি পৃথক হতে পারে? সে পৃথক হতে চাইলেও তাকে ছাড়বে কে?"

পূর্ণেন্দু বলিলেন, "কিন্তু যে ছাড়তে চায়, জোর করে আপনি কতক্ষণ তাকে আটক করে রাখতে পারেন?"

সত্যেন্দু অন্যমনস্ক ভাবে সম্মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"তা পারা যায় না বটে তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? সে তো এখনও আমার সামনে একটা কথাও বলে নি, মেজবউয়ের সামনেই যা বীরত্ব দেখিয়েছে। ও যে নিরেট বোকা, মেজবউ পৃথক হওয়ার ব্যবস্থা কি করবে সে কথা ভাবেনি।"

পূর্ণেন্দু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বোকা বলতে পারেন না দাদা, ও অতি চালাক ছেলে। নিজের গণ্ডা সে আগেই বুঝে নিয়েছে, জানছে পৃথক হলে বেশ সুখেই থাকবে—"

বাধা দিয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "পৃথক হলে সুখে থাকে এ কথা কে বলে শুনি? তোমার মনের কথাও ঠিক এই নয় তো?"

পূর্ণেন্দু রাগ করিয়া বলিলেন, "আপনার ওই এক দাদা,

আপনি নীলুর সঙ্গে আমার তুলনা কি যে দিচ্ছেন বলুন দেখি ? আমি তার মত নই,—নিজের গণ্ডা বুঝে পৃথক হতে চ্যই-ও নে।"

সত্যেন্দুর মুখে মৃদু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিযা তখনই মিলাইযা গেল, তিনি বলিলেন, "তুমি যে বার বার বলছ সে নিজের গণ্ডা বুঝে নিয়েছে, কিন্তু কি করে বুঝে নিলে আগে সেই কথাটাই বল দেখি শুনি ?"

পূর্ণেন্দু থতমত খাইযা গেলেন, তাহার পব বলিলেন, "ধরুন, সে ডাক্তারী পাস করেছে, আপনি তাকে কাজ করে দিযেছেন, সে দিন পনের হতে কাজে লেগেছে, সুতরাং আব সে কাউকেই কেয়ার করে না। আপনার দ্বারা তার যা পাওয়ার দরকার ছিল তা পাওযা হযে গেছে, আর কিছু না পেলেও চলে।"

সত্যেন্দু বলিলেন, "শুধু এই ?"

সাহস পাইয়া পূর্ণেন্দু বলিলেন, "তারপর শুনেছি ছোট বউমার হাতে সংসারের ভার ছিল, মেজবউদি সমস্ত টাকাকড়ি গহনাপত্র তার জিম্মায় দিয়েছেন আজ কালই না হয় তিনি সব নিয়েছেন, কিন্তু এর আগে—„

"হুঁ বুঝলুম।"

সত্যেন্দুর মুখখানা শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া পূর্ণেন্দু আর কথা বলিতে পারিলেন না।

সত্যেন্দু ধীরে ধীরে বলিলেন, "সবই বুঝেছি। মেজবউ ঠিক এই কথাই বলছিল।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন," অর্থাৎ তোমরা বলতে চাও, ছোট বউ-মা অনেক কিছু সরিয়েছেন। হ্যাঁ, এটা হতেও পারে, কেন না, আমি ভাল বংশের মেয়ে আনি নি, শুধু রূপ দেখেই নিয়ে এসেছি, বংশ দেখিনি, সেই জন্যে তার ফলও পাচ্ছি।"

উৎসাহিত হইয়া পূর্ণেন্দু বলিলেন, "মেজ বউদি বুদ্ধিমতী ঠিক ধরতে পেরেছেন।"

সত্যেন্দু চশমা জোড়াটা আবার চোখে দিতে দিতে বলিলেন, "হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা আমার খানিকটা বেড়েছে এ কথা স্বীকার করতে আমি নিশ্চয়ই বাধ্য। এতদিন শুধু বার নিয়েই কেটেছে, ভেতরে কোন বিপ্লবের সাড়া আমি পাইনি, কাজেই নিজের দিকে তাকানোর অবকাশ কোন দিন পাইনি। আজ সময় এসেছে, বেশ বুঝছি নিজেকে আগে দেখতে হবে। তোমাকেও বল্‌ছি পূর্ণ, এই সময় যা হয় করে ফেল,—আমি তাতে একটুও কিছু মনে করব না।"

আহত হইয়া পূর্ণেন্দু বলিলেন, "আমি নীলু নই দাদা।"

সে কথা মানিয়া লইয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "নিশ্চয়ই তা আমি জানি—তবুও তবুও বলছি কেন জানো? মানুষের মন সব সময় কিছু সমান থাকে না, হয় তো কোনদিন বদলে যেতেও পারে। আবার নতুন করে পৃথক হওয়ার চেয়ে এই সময়ে একেবারে তিন ভাগ হয়ে যেতো।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পূর্ণেন্দুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন।

"আজকাল নীলুর শ্বশুর আসা যাওয়া করছেন শুনলুম।"

গম্ভীর কণ্ঠে সত্যেন্দু বলিলেন, "হ্যাঁ, একদিন তিনি এসেছিলেন বটে, আমার সেদিন জ্বর হয়েছিল।"

পূর্ণেন্দু বলিলেন, "শুনলুম তিনি বউমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিলেন, নীলুই তাঁকে আসতে লিখেছিল। সে ঠিক করেছিল বউমাকে এখান হতে পাঠিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঝগড়া বিবাদ করবে, কিন্তু বউমা নাছোড়বান্দা, তিনি কিছুতেই সেখানে যাবেন না।"

সত্যেন্দুর মুখের মলিন ভাবটা নিমেষে দূর হইয়া গেল, মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল, তথাপি মাথা দুলাইয়া তিনি বলিলেন, "গেলেই ভাল হতো।"

পূর্ণেন্দু বলিলেন, "তিনি বেশ জানেন, তিনি গেলে নীলুর দ্বারা আর কিছু হবে না। এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে ওকে যে কাজের লোক করে তুলেছেন তা আর থাকবে না,—ও আবার কাঁচিয়ে যাবে। নীলু কাঁচা লোক, তিনি তো কাঁচা নন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "তা বটে।"

তিনি অগ্রসর হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে পূর্ণেন্দু বলিলেন, "আজ মেজ বউদির সঙ্গে এই সব বিষয় নিয়েই কথাবার্ত্তা হল। দেখলুম তিনি যা বলছেন তা বাস্তবিকই ঠিক, আমার মতের সঙ্গে—"

"তার মত ঠিক আছে,—না?"

অধৈর্য ভাবে সত্যেন্দু পুনরায় বলিলেন, "তবে আর কি, সব

গোল তো মিটেই গেল পূর্ণ। আমায় এখন ছেড়ে দাও বাগবাজারে একটা কাজ আছে, সেখানে যেতে হবে।

পূর্ণেন্দু বলিলেন, "এই অসুস্থ শরীরে এত খাটুনী আপনার সহ্য হবে না দাদা,—আমার মতে আর দু পাঁচ দিন পরে কাজে গেলে ভাল হয়।"

কিন্তু সত্যেন্দু এখন এ প্রসঙ্গ এড়াইতে পারিলে বাঁচেন। বাহিরে পূর্ণেন্দু, ভিতরে সুনয়না, তাঁহার শান্তি কোথাও নাই।

মোটর ড্রাইভার উপস্থিত ছিল না। পূর্ণেন্দু বলিলেন, এখন আর যাবেন না, ড্রাইভার তো নেই,—যাবেন কি করে?"

"আমি ট্রামে যাব এখন—"

বলিতে বলিতে সত্যেন্দু বাহির হইয়া পড়িলেন।

১৩

সুনয়না হঠাৎ অত্যন্ত স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, পৃথক হইতেই হইবে, না হইলে চলিবে না।

নীলেন্দুর উপর অভিমানে, ক্রোধে তাঁহার হৃদয়খানি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহাকে দেখাইতে চান, তিনি পৃথক হইতে জানেন, আর সেটা মুখের কথা নহে, কাজেও তাহাই করিবেন।

নীলেন্দুকে বিশেষ করিয়া জব্দ করা চাই, ছোট বউকে কাঁদান চাই—এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। যে যেমন তাহার সহিত ঠিক তেমনি ব্যবহার করিতে হইবে, স্নেহ মায়া সবই বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

সত্যেন্দু পত্নীর মনের ভাব বুঝিয়া অত্যন্ত আহত হইলেন, মুখে কিছু বলিলেন না।

দুইদিন সম্পূর্ণ চুপচাপ কাটাইয়া দিয়া একদিন নিতান্ত আর থাকিতে না পারিয়া সত্যেন্দু মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে ঠিকই নীলুকে আলাদা করে দিতে চাও মেজবউ ?"

সুনয়না রুমালে ফুল তুলিতেছিলেন, প্রশ্ন শুনিয়া মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে তাকাইলেন। সত্যেন্দুর মুখ বড় বিমর্ষ, সদা হাস্যময় সত্যেন্দুর মুখ গম্ভীর প্রায়ই হয় না, আজ সে মুখ অন্ধকার।

কাঁচি দিয়া সুতাটা কাটিয়া ফেলিতে ফেলিতে শুষ্ককণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "আমি আলাদা করিয়া দিচ্ছিনে, সে নিজেই হতে চাচ্ছে।

সত্যেন্দু বলিলেন, "কিন্তু সেইদিন সে কথা বলার পর হতে সে তো আর একটা কথাও বলেনি সু, সে তো বলেনি আমি পৃথক হব ?"

রুক্ষভাবে সুনয়না বলিলেন, "সেই বলাটাকেই আমি যথেষ্ট মনে করি।"

খানিক চুপ করিয়া আর্দ্রকণ্ঠে সত্যেন্দু বলিলেন, "সেই কথাটা মনে করার আগে এ কথাটা মনে করনি সু—সে তোমার সন্তানের মতই, তোমার বিলু আর সে এক সঙ্গেই তোমার দুই কোলে শুয়েছে, তারপর সে চলে গেলে একা নীলুই তোমার বুকের সব জায়গাটা দখল করে বসেছিল ?"

সুনয়না বলিয়া উঠিলেন, "বার বার তুমি সে-সব পুরনো

কথা তুলো না। সে যদি সে-সব কথা কিছু মনে না করে রাখে, আমিই কেন মনে রাখব বল দেখি? সে নেমকহারাম, কোন দিন সে উপকাব স্বীকার করলে কি? কোন দিন—"

হঠাৎ তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

তেমনিই আর্দ্রকণ্ঠে সত্যেন্দু বলিলেন, "আজ যদি তোমার বিনুই এমনি করত সু?

সুনযনা কতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার মনেও সেই সন্দেহ আছে—কেবল গর্ভে স্থান দিলেই মা হওযা যায, এতটুকু বেলা হতে বুকে কবে মানুষ করলে মা হওযা যায না?—হ্যাঁ, সেই সন্দেহই থাক, সেই ধারণা সত্যে পরিণত করার জন্যই আমি আজ তার প্রধান শত্রু হযে দাঁড়িযেছি। আমি তাকে সত্যিই জানাতে চাই—বুকের রক্ত দুধ রূপে খাওযালেই সত্যিকার মা হওযা যায না, মা হয় সেই—যে কেবল মাত্র গর্ভেই ধারণ করে, মানুষ করে না।"

দৃপ্ত কণ্ঠস্বর কখন যে অতিরিক্ত কোমল হইযা পড়িল তাহা সুনযনার ধারণায আসিল না, তিনি মুখ নত করিযা আবার ফুল তুলিতে গিযা হাতে সূচ বিধাইযা বসিলেন।

বিরক্ত হইযা রুমাল ফেলিযা তিনি উঠিযা পড়িলেন। চলিয়া যাইতে গিযা টেবিলের দিকে দৃষ্টি পড়িল, কোথাকার জিনিষ কোথায় পড়িযা আছে, আজ কয়দিন মোটে গুছানো হয় নাই।

মনে হইল এ সব কাজ সুমিত্রার। যেখানে যেটি সাজাইলে

মানায় তাহার চোখে আগেই সেইটী পড়ে, এবং পরিপাটী রূপে সেখানে সেটী সাজায়। দাস দাসীর উপর এ সব কাজের ভার কোন দিনই দেওয়া হইত না। আগে সুনয়নাই কোন এক রকমে গুছাইয়া রাখিতেন, সুমিত্রার মত যেখানকার যেটা সেখানে সেটী থাকিত না।

এক টেবিলটার উপর দৃষ্টি পড়িতেই ঘরের আলনা, বিছানা সব জিনিসের উপরই দৃষ্টি পড়িল, সব আগোছাল পড়িয়া অথচ সুমিত্রা থাকিতে দিনে দুইবার তিনবার এগুলি গুছাইত।

আজিকার অব্যবস্থা যেমন ভাবে চোখে লাগিল, এমন ভাবে আর কোনদিনই লাগে নাই।

নিজের উপর নিজেই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কেন— সুমিত্রা যখন আসে নাই তখন কি কাজ চলিত না? সুমিত্রা আসিলে তিনি সমস্ত ভার কেন তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন?

টেবিলটা তিনি গুছাইতে লাগিলেন, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া হইল না।

সত্যেন্দু অন্যমনস্ক ভাবে একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিলেন, পড়িতে মন লাগিল না—বইখানা পার্শ্বে ফেলিয়া তিনি পত্নীর পানে চাহিলেন।

নারীচরিত্র এত দুর্জ্ঞেয় তাহা তিনি জানিতেন না। এই সুনয়না—যে কিছুদিন আগে নীলু পৃথক হইতে চায় শুনিয়া অত অস্থির হইয়াছিল, সে আজ নিজেই নীলুকে পৃথক করিয়া দিতে

চায়। আজ সে স্পষ্টই বলিতেছে, সে নীলুর পরম শত্রু—নীলুর কেহ নয়!

নীলু এ কথা বলিলেও বলিতে পারে, কেন না সে বরাবরই দুর্দ্দান্ত, কাহারও কথা সে শুনে না,—ইহার প্রমাণ তাহার বাল্যকাল হইতেই পাওয়া গিয়াছে। বিবাহের পরেও তাহার সে দুর্দ্দান্তপণা সুনয়নার চোখে পড়ে নাই, আজও সেই দুর্দ্দান্তপণাই সে করিয়া যাইতেছে, সুনয়নার কি ক্ষমা করা উচিত ছিল না?

নারী-হৃদয় কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহা সত্যেন্দু ভাবিয়া পান না। চিরকোমলা নারী—একদিন যাহার জন্য চোখের জল ফেলে বড় কঠিনা হইয়া তাহাকেই ত্যাগ করিতে উদ্যত হয় কেমন করিয়া; তাহারই পরম শত্রু হয় কেমন করিয়া?

"মেজবউ।"

আহ্বান শুনিয়া চমকাইয়া সুনয়না স্বামীর পানে চাহিলেন।

সত্যেন্দু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "জানিনে, কেন তুমি তার পরে—এত বিরূপ হয়ে উঠেছো। যদিই ওরা কোন দোষ করে থাকে ছেলেমানুষ ওরা বুঝে হয় তো কথা বলতে পারে নি, তার জন্ম আমি ক্ষমা চাচ্ছি মেজবউ, আমার দিকে চেয়ে ওদের মাপ কর।"

পাষান মূর্ত্তির মত সুনয়না খানিক দাঁড়াইয়া রহিলেন, খানিক পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "অমায় কোন্নগরে যাওয়ার আদেশ দাও আমি ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাল সকালেই সেখানে চলে যাব।"

স্তব্ধভাবে সত্যেন্দু পত্নীর পানে তাকাইয়া রহিলেন, সে দৃষ্টি সুনয়না সহিতে পারিলেন না, তড়াতড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

সত্যেন্দু গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, ধীর কণ্ঠে বলিলেন, "না' তোমার কোথাও যেতে হবে না মেজবউ, তুমি এখানেই থাকো, —তোমার সামনেই আমি ওকে পৃথক করে দেব। তোমার যদি বাস্তবিকই সে ইচ্ছা হয়ে থাকে, আমি আর তাতে বাধা দেব না। কিন্তু সুনয়না—"

তাঁহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

মুহূর্ত্ত পরে ফিরিয়া সংযতকণ্ঠে বলিলেন, "নীলুর তুমি প্রধান শত্রু হলেও আমি তো শত্রু হতে পারছিনে, মেজবউ। তুমি শুধু তাকে মানুষই করেছ, রক্তের সম্বন্ধ তার তো তোমার সঙ্গে নেই, আমার সঙ্গে যে সে সম্পর্ক রয়েছে। আজ আমার মনে পড়ছে কি জানো?—আমার মনে হচ্ছে আমার মায়ের কথা। আমার মা ওই দুধের ছেলেটাকে আমার হাতের পরে তুলে দিয়ে কেঁদে বলেছিলেন,—সতু, আমি যাচ্ছি এই ছেলেটা রইল, একে দেখিস। সে কথা কি আমি ভুলেত পারব মেজবউ? সেইদিন সেই যে ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলুম, আর তো নামাতে পারি না। আজ সে এত বড়, তবু তার মুখের পানে চাহিলে আমার মনে হয় সে সেই ছোট্ট খোকাটিই রয়েছে। আমি তাকে আজও আমার বুকের মধ্যে তেমনি করে টেনে নেই, সে তেমনি করে আমার বুকের পরে পড়ে

থাকে। মেজবউ, বুকের দুধ তুমিও তো তাকে খাইয়েছ, তুমিও তো তাকে বুকে করে মানুষ করেছ, তবু বলছি তোমার রক্তের টান নেই বলেই এত সহজে তাকে তুমি ছেড়ে দিতে পারছ, মুখ ফুটে বলতে পারছ—তুমি তার শত্রু। কিন্তু মেজবউ, সত্যিই সে যদি তোমার গর্ভে জন্ম নিত, তুমি কখনও এমন ব্যবহার করতে পারতে না, এমন কথা বলতে পারতে না।”

ধীরে ধীরে উঠিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আড়ষ্ট সুনয়না দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চোখের সম্মুখে পৃথিবী ঘুরিতেছিল, সব যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। তাঁহার মুখ দিয়া একটী শব্দ ফুটিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

১৪

নীলেন্দুকে ডাকিয়া অত্যন্ত কঠোর স্বরে সত্যেন্দু বলিলেন, “পৃথক হওয়ার বন্দোবস্তা ঠিক হয়ে গেছে নীলু, তোমার থাকবার জন্যে নতুন দিকটা ছেড়ে দিচ্ছি ও দিকটায় আটটা ঘর আছে, এ সবই তোমার বুঝলে ?”

নীলেন্দু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

একদিন সে রোখের মাথায় শুনাইয়া দিয়া গিয়াছিল, জগতে সবাই পর, কথাটা বলার ফলে পরে সে বড় কম অনুতপ্ত হয় নাই।

ইহার পর সে আর একটী কথাও বলে নাই, মেজ বউদির সঙ্গে পাছে দেখা হয় এই ভেবে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত।

যেদিন সত্যেন্দুর অসুখ করিয়াছিল, কথাটা শুনিবামাত্র সে ছুটিয়া আসিতেছিল, দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াই কানে আসিল মেজবউদির কথাগুলি,—বজ্রাহতের ন্যায় সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পরই মাতালের মত টলিতে টলিতে ছুটিয়া পলাইল।

এতদিন মেজদার নিকটে তাহার সঙ্কোচ কুণ্ঠা ছিল না, সেইদিন হইতে সে যেন চোরের অধম হইল—যেন সে চুরি করিয়াছে সেই ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল। পরদিন দাদা ডাকিতেছেন, শুনিয়াও সে আসিতে পারিল না। কান্নায় তাহার বুকটা ভরিয়া উঠিয়াছিল, নিজের গালে নিজেই চড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কথা কহিলে শেষে যে কি ফল দাঁড়ায় তাহা সেদিন সে যেমন স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল, এমন আর কোন দিন বুঝিতে পারে নাই।

কিন্তু কি-ই বা এমন দোষের কথা সে বলিয়াছে? আগেও তো সে কতদিন এমন ধরণের কত কথা বলিয়াছে' কই তখন তো তাহাতে কোন দোষ কেহই ধরে নাই। মেজবউদি চিরকালই তো সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, সে রাগ করিয়া কথা না কহিলে নিজে গিয়া তাহাকে ধরিয়া কথা বলাইয়াছেন। এবারকার অপরাধ কি এতই গুরুতর যে, মেজবউদি একবার ডাকিতেও পারিলেন না?

'পর' কথাটাই কি সহজে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে?

মেজবউদি কিরূপ ব্যবহার কিছুদিন হইতে করিতেছেন, কি রকম ভাবে তাহাকে আঘাত দিতেছেন, সে কথা তিনি একবার ভাবিলেন না,—নিজের দোষটা একবার দেখলেন না। আঘাতে আঘাতে তাহার বুকখানা ভাঙ্গিয়া গিযাছে, তাই না বড ব্যথাতেই এ কথা বাহির হইয়াছে।

ইহর পর প্রায় মাসখানেক সে সম্বন্ধে কোন কথা না শুনিতে পাইয়া তাহার সঙ্কোচটা একটু কমিয়া আসিয়াছিল, সে মনে নিশ্চিত জানিয়াছিল, মেজবউদি বড দুঃখে কথাগুলো দাদাব কাছে বলিলেও সে কথা সেইখানেই চাপা পডিয়া গিযাছে।

দাদা যখন আজ ডাকিলেন, তখন সে অসঙ্কুচিতভাবে পূর্ব্বের মতই তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁডাইল।

কিন্তু এ কি ভীষণ কথা দাদার মখে,—দাদার সেই সদা হাস্যময় মুখখানা আজ এত অন্ধকার কেন, দাদার চিরশান্ত চোখ দুটি আজ স্নেহবর্ষণ করিতেছে না কেন? হায় দাদা, তুমিও সত্যিই বিশ্বাস করলে নীলু অন্তরের সহিত এ কথা বলিয়াছে?

সে মাথা নত করিয়া অনেকক্ষন নির্ব্বাকে দাঁডাইয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না। নিদারুণ দুঃখে, অভিমানে তাহার বুকখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে কথা বলিবে কেমন করিয়া?

সত্যেন্দু ডাকিলেন, "ভোলা—"

ভোলানাথ ছুটিয়া আসিল।

সত্যেন্দু বলিলেন, "এ বাডীর নতুন দিকটা বেশ ভাল করে

গুছিয়ে দে। কোণের ঘবটা রান্নার হবে, ঝিদের দিয়ে উনুন কেটে দেওয়া হবে, আর—"

অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, "না—কিচ্ছু হবে না।"

ভিতরের বাষ্প ঠেলিয়া গলা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, সে নিরুত্তরে দুইটি হাতে বেদনা-দীর্ণ বুকখানা চাপিয়া ধরিল।

খানিক তাহার মুখেব পানে তাকাইয়া থাকিয়া সত্যেন্দু বলিলেন,— "না কি, কথাটা স্পষ্ট করে বল ?"

"উনুন পাততে হবেনা,—ঘব গুছাতে হবে না।"

ধমকের সুরে সত্যেন্দু বলিলেন, "ঘর গুছাতে হবে না, উনুন পাততে হবে না, থাকবি কোথায়—খাবি কি ?"

নীলেন্দু মুখ ফিরিাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, আমি পৃথক্ হব না।"

রুক্ষকণ্ঠে সত্যেন্দু বলিয়া উঠিলেন, "পৃথক হলে নিত্য বিষ মাখানো কথাগুলো শুনতে পাববি নে— কেমন ? কিন্তু দেখ নীলু ওই সব ছোটলোকেব মত আচরণ আমি মোটে সইতে পারিনে তা জানিস তো ? যে তাকে মায়ের মত যত্নে মানুষ করেছে, আজ যদি তুই তাকে কটুক্তি কবিস আর ঝি চাকর দাঁড়িয়ে হাসে—সেটা আমার পক্ষে কতখানি অসহনীয় তা জানিস কিছু ? তা যদি জানতিস, অন্ততঃ পক্ষে বুঝবার চেষ্টাও যদি কর্‌তিস, তা হলে কক্ষনো এ রকম হীন ব্যবহার করতে পাবতিস নে। আজ তুই পৃথক হবি নে বল্‌লে শুন্‌বে কে ? তুই নিজেই বলেছিস পৃথক হবি—নিজেই বলেছিস আমারা পর—তবে তাই হ', আমি কিছুতেই তোর কথ আর শুনব না !"

নীলেন্দু মাথা তুলিল না—পাছে তাহার চোখের জল মানা না মানে, —পাছে উপছাইয়া পড়ে।

সে পৃথক হইবার কথা প্রথমে তুলিয়াছিল, কিন্তু কেন? এ কেনর উত্তর কে শুনিবে,—কাহাকে সে শুনাইবে? মেজদা, স্নেহময় মেজদা—তিনিও তো শুনিবেন না, তিনিও তো সে কথা উড়াইয়া দিবেন।

সত্যেন্দু ভোলানাথের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "ওর কথা শুনিসনে ভোলা, আমি যা বললুম তাই করে দে গিয়ে। বাসন পত্র সব মেজবউ ভাগ করে দিচ্ছে, সে সরগুলো নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে সাজিয়ে দিয়ে আয়, আলমারী টেবিল, চেয়ার সব—

নীলেন্দু গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমি কিচ্ছু নেব না।"

সত্যেন্দু রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নিবিনে তো চলবে কিসে? তুই মনে ভাবিস্‌নে নীলু, এমনি করলেই আমি আর তোকে আলাদা করে দেব না, তোকে একসঙ্গে রাখব। তা আর হয় না—তা জানিস? কাঁচের বাসন ভাঙ্গলে আর জোড়া দেওয়া যায় না, যে মন তুই ভেঙ্গে দিয়েছিস সে মন আর জোড়া দেওয়া যাবে না। সব তোকে নিতে হবে। এর পরে যে লোকে বলবে ছোট ভাইকে কিছু দেয়নি, শুধু হাতে আলাদা করে দিয়েছে—সেটা হবে না। সবই তো করেছিস, এখন লোকের কাছে নিন্দে প্রচার না করলে তোর আর শান্তি হবে কিসে—আমরা তোর যা করেছি—তা শোধ দিবি কি করে?

নীলেন্দু জোর করিয়া দন্তে অধর চাপিয়া ধরিল, যেন কি একটা কথা বাহির হইতে চায়, জোর করিয়া সে কথা চাপিয়া রাখিতে চায়।

সত্যেন্দ্র ডাকিলেন, "ভোলা—"

নীলেন্দু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আগে আমি জিজ্ঞাসা করি দাদা, আমায় যা দেওয়া হচ্ছে সে সব তো আপনারই স্বোপার্জিত,—আমার বাপের কিছু আছে কি ?"

সত্যেন্দ্র বলিলেন, "সে প্রশ্নের উত্তর আমি ছোট ভাইয়ের কাছে দিতে রাজী নই।"

নীলেন্দু অতি কষ্টে অশ্রু চাপিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "তা আমি জানি। বাধ্যবাধকতা না থাক—স্নেহের খাতিরে—"

"স্নেহের খাতিরেও বলতে বাধা নাই। আমি যা করেছি তা ভালই হোক মন্দই হোক আমি বুঝব, তোকে সে দায় পোয়াতে হবে না নীলু। আমি যা করলুম মাথা পেতে তোকে তাই নিতে হবে—শাস্তিই হোক আর পুরস্কারই হোক।

ভোলার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তবু এখনো দাঁড়িয়ে আছিস ভোলা, তোকে যা বললুম তা তুই শুনবি কিনা ?

থতমত খাইয়া ভোলা সরিয়া গেল।

নীলেন্দু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল' "কিন্তু আটটা ঘর নিয়ে আমি কি করব ? আমার একটা ঘর হলেই তো চলবে।"

সত্যেন্দ্র বলিলেন, "একটা ঘরে মানুষের চলতে পারে না।"

দৃঢ়কণ্ঠে নীলেন্দু বলিল, "খুব চলবে।"

ততোধিক দৃঢ়কণ্ঠে সত্যেন্দু বলিলেন, "চলে না, কিছুতেই চলে না। তুই বল্‌লেই আমি শুনব যে একটা ঘরে মানুষের চলে? আর বেশী গোল করিস্‌নে নিলু, আমার কাজ আছে।"

তিনি কতকগুলো খাতাপত্র টানিয়া লইয়া যেন অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কি পড়িতে লাগিলেন।

প্রায় মিনিট পনের পরে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, নীলেন্দু কুঞ্চিত মুখে অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে চাহিয়া আছে।

"কি রে—তবু দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস?"

চমকাইয়া নীলেন্দু মুখ ফিরাইল, বলিল, "একটা কথা বলতে চাই।"

সত্যেন্দু বলিলেন, "বল।"

নীলেন্দু ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমার যে কাজ করে দিয়েছেন আমি এ কাজের অযোগ্য, সুতবাং—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "সুতরাং তুমি কাজ করতে পারবে না—এই কথা তো? কিন্তু দিন চলবে কি করে তা ভেবেছিস্?

উদ্গত-প্রায় অশ্রু গোপন করিতে করিতে বিকৃতকণ্ঠে নীলেন্দু বলিল, "আমি কাজ করব না, দিন যেমন করেই হোক কেটে যাবে।"

সত্যেন্দু স্থিরভাবে বলিলেন, "অর্থাৎ আমায় তুই অপমান করতে চাস লোকের কাছে? মাত্র মাস খানেক মাস দুই হবে অনেক চেষ্ট করে তোকে কাজ দিয়েছি, আজ যদি তুই কাজ ছেড়ে দিস, আমার মুখটা

কোথায় থাকবে বল দেখি? তোর মতলবখানা কি বল দেখি? তুই কি আমাকে অপমান করতে চাস?"

"এতে আপনার অপমান তো হয় না দাদা।"

বিরক্তভাবে সত্যেন্দু বলিলেন, "তোর যা খুসি তাই কর গিয়ে নীলু, এখন তো পৃথক হচ্ছিস, তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইল না। তবে এটুকু মনে রাখিস' চাকরী গাছের ফল নয়, যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। একবার ছাড়লে আর যে পাবি সে আশা করিস নে, এর পরে তোকে অনেক কষ্ট পেতে হবে। এক যদি নিজে ডিস্‌পেন্সারী খুলতে পারিস।—যাক গিয়ে, ভেবেছিলুম তোকে একটা ডিস্‌পেন্সারী করে দেব, তা পরকে দেওয়ায় আমার বিশেষ কিছুই লাভ হবে না, পর যে, সে চিরকালই পর থাকবে। আচ্ছা যা, তোর সব ব্যবস্থাই তো হয়ে গেল, এখন আমায় আমার কাজ করতে দে।"

তিনি কাগজ পত্রগুলো তুলিয়া লইয়া নিবিষ্টভাবে তাহাতে মন দিলেন।

অতি গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নীলেন্দু চলিয়া গেল। তাহার পা ছুটি যেন দেহটাকে আর টনিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছিল না, সে যেন কতদিনকার রোগী।

হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর পড়িয়া গেল, অন্যমনস্কভাবে সত্যেন্দু তাহার পথপানে তাকাইয়া রহিলেন।

এই কপট অভিনয় করিতে তাঁহার বুকটা ফাটিয়া যাইতেছিল,—

কিন্তু তথাপি করিতে হইল। তিনি নীলেন্দুর চোখে অশ্রু দেখিয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে বুকে টানিয়া লইতে পারেন নাই। এ কি বড কম যাতনা, এ কি বড় কম বেদনা ?

সত্যেন্দুর আর্ত্তকণ্ঠ চিরিয়া একটী মাত্র শব্দ ফুটিয়া উঠিল,—"মা—"

১৫

কল্যাণীর উপর জিনিস পত্র ভাগ করিয়া দিবার ভার দিয়া স্থনয়না সরিয়া যাইতেছিলেন, কল্যাণী তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "তা হবে না দিদি, তোমায় থেকে সব দেখতে শুনতে হবে।"

মুখ ফিরাইয়া বিবর্ণ মুখে স্থনয়না বলিলেন, "আমি না থাকলে কি চলবেই না সেজবউ ?"

কল্যাণী বিস্ময়ের সুরে বলিল, "বাঃ, তা কেমন করে হবে মেজদি, তোমায় থেকে সব দেখা চাই তো। তুমি না থাকলে আমি কিছুই ভাগ করতে পারব না। একে তো ওরা কেউ এল না, ছোট ঠাকুর-পোকে ডাকতে গেলুম, আমায় মুখের সামনেই সে ধড়াস্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে, ছোটবউ ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইল, একটা কথা পর্য্যন্ত বললে না। তুমিও সব ভার আমার মাথায় চাপিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়তে চাও, দায় যেন সব আমারই—না ?"

স্থনয়না বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "আমার যে বড় মাথা ধরেছে সেজবউ।"

"তোমায় তো কিছুই করতে হবে না দিদি, তুমি শুধু বসে দেখবে।"

যত বাসনপত্র সবই বড় দালানটায় জড় করা হইয়াছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে কল্যাণী বলিল, "একি কাণ্ড দিদি, কোথাও কিছু আর বাদ দাওনি।"

সুনয়না একপার্শ্বে একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'ভাগ সবই তো হবে, বাদ দিলে চলবে কেন?"

অপ্রসন্ন মুখে কল্যাণী বলিল, "এ তোমার বড় অন্যায় দিদি, তুমি নিজে যা করেছ তাও কেন সমান ভাগ হবে, তার ভাগ কেন দেবে? ঠাকুরের যা কিছু আছে, সেই গুলোই না হয় ভাগ হবে, গোটা সংসারটাই যে ভাগ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই।"

সুনয়না উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী দাসীদের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোরা পাগল হয়েছিস নাকি, এ সব বাসন পত্র কি করতে এখানে এনেছিস্ বল দেখি? এ গুলো যেমন আলমারিতে বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ থাক, পুরাণো যে বাসন পত্র, সেই গুলোই মাত্র ভাগ হবে। দিদি যেন কি! ওদের থাকবার জন্যে নতুন ঘর গুলো দিলে, নিলে নিজে পুরাণো দিকটা। তা কখনও কেউ করে? নিজের ভালো সবাই বোঝে, বুঝলে না কেবল তুমি। যাক্ গিয়ে; তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন, —এ গুলো নিয়ে যা না।"

দাসীরা বাসনে হাত দিতেই সুনয়নার যেন চমক ভাঙ্গিল,

সন্ত্রস্তে বলিয়া উঠিলেন, "না না, ভাগ যখন হবার কথা তখন নতুন পুরাণো সবই সমান ভাগ হবে। এতদিন যা কিছু করেছি সে সব জিনিসে ওর অধিকার আছে সেজবউ; তবে পরে যা হবে তাতে হয়ত অধিকার নাও থাকতে পাবে।"

কল্যাণী খানিক হা করিয়া সুনয়নার পাণ্ডুর মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর যেন রাগ করিয়াই বলিল, "তোমার যা খুসি তাই কর, আমি তাতে আর একটা কথাও বলবো না। আমার আর কি ভাই মেজদি, তোমার জন্যেই বলি; যা হোক ছেলে পুলে হয়েছে, ওদের দিকটাও তো দেখতে হবে। মেজ ঠাকুর তো ওই এক রকম মানুষ,—উপার্জ্জনও যথেষ্ট করেন, অথচ কোথা দিয়ে কি যে কোথায় উড়িয়ে দেন তার ঠিক নেই। এ পর্য্যন্ত কিছু জমাতে পারলেন না, কেবল দু হাতে খরচই করে যাচ্ছেন। তা সে যাই করুন, ছেলেপুলে যখন হয়েছে, ওদের ভবিষ্যতের পানে চাইতে হয় তো।"

সে বাসন ভাগ করিয়া দিতেছিল।

ভাগ করার পক্ষপাতিত্ব অতি সহজেই সুনয়নার চোখে পড়িয়া গেল, রুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন, "ওকি ভাগ হচ্ছে সেজ বউ, ওর নাম কি সমান ভাগ করা? না, ও রকম চলবে না, সমান ভাগ কর। যা দেব তা ও রকম করে দিতে পারব না।"

অপ্রস্তুত হইয়া কল্যাণী সমান ভাগ করিল। দাসীদের পানে তাকাইয়া বলিল, "এ গুলো ছোট মার ভাগে যে ঘর গুলো পড়েছে সেই ঘরে বেশ গুছিয়ে রেখে দিয়ে আয়।"

তাহারা ঝুড়িতে করিয়া বাসন বহিতে লাগিল।

শ্রান্ত ভাবে কল্যাণী সুনয়নার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "এর নাম কি পৃথক হওয়া দিদি? গরজ যেন আমাদেরই—কোথায় কি রাখতে হবে, কি করতে হবে, সব আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে? কি এত গরজ পড়েছে বল দেখি আমরা কেন এ বেগার খাটি?"

সুনয়না উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী দেখিতে পাইল না তাহার চোখের পাতা দুইটি চক চক করিতেছে; কত কষ্টে তিনি নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়াছেন তা কেহই বুঝিবে না।

দারুণ অভিমানে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন, আর ফিরবার পথ নাই। বাহিরে তিনি কঠিন, কিন্তু ভিতরটা যে কাঁদিয়া মরিতেছিল, পাছে কেহ জানিতে পারে এই ভয়ে তিনি সকলের নিকট হইতে দূরেই রহিয়াছেন।

দমকা ঝড়ের মত নীলেন্দু হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িল, সটান সুনয়নার সম্মুখে দাড়াইয়া রুদ্ধ গর্জনে বলিল, "এ রকম অত্যাচার করবার কারণ কি বল দেখি, তোমরা কি আমায় বাড়ীতে টেঁকতে দেবে না? এ বাড়ীতে একটু মাথা গুঁজে থাকবার অধিকারও কি আমার নেই।"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ বন্ধ হইয়া গেল। সুনয়না তাহার পানে চাহিতে পারিলেন না, দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া মাটির পানে তাকাইয়া রহিলেন।

উত্তর দিল কল্যাণী, সে বলিল—"অত্যাচার কি হচ্ছে ঠাকুরপো, যাতে তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে ?"

হুঙ্কার দিয়া নীলেন্দু বলিল, "না অত্যাচার নয়, আমায় কি না বড় ভালোবাসো তোমরা' তাই—"

বলিতে বলিতে সে আবার থামিয়া গেল।

কল্যাণী বলিল, "অত্যাচার তো কিছুই করি নি ঠাকুরপো, তোমার সব জিনিষ—"

বাধা দিয়া ক্ষিপ্তের মত নীলেন্দু চেচাইয়া উঠিল, "আমার জিনিষ ? আমার জিনিষ কি,—ওর মধ্যে একটা জিনিষও আমার নয়। আমার নয়। আমার যা জিনিষ তা ঘরেই আছে, যত রাজ্যের বাসন পত্র, বাক্স আলমারী, এ সব বুঝি আমার ?"

কল্যাণী যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল, "সে কি ঠাকুরপো, তুমি যে পৃথক হচ্ছো তাই—"

মুখ বিকৃত করিয়া নীলেন্দু বলিল, "হচ্ছি—বেশ, সে আমি বুঝে নেব। কিন্তু তোমায় কে কথা বলতে বলেছে সেজ বৌদি ? তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে আসি নি, তুমি বাড়ীর কর্ত্রী নও। এ বাড়ীর যিনি কর্ত্রী, যাঁর কথায় মেজদা উঠেন বসেন যাঁর কথায় বিশ্বাস করে মেজদা এক কথায় আমাকে পর করে দিলেন, অমি তাঁকেই বলছি—আমার ঘরে যদি ওসব আবর্জ্জনা যায়, আমি ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে সব ভাঙ্গব। পরের জিনিষ মিথ্যে ভেঙ্গে নষ্ট করতে চাই নে বলেই বলতে এসেছি, যা আমার ঘরে পাঠানো হয়েছে সব ফিরিয়ে আনা হোক।

নিজেদের ঘরগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে, যত আবর্জ্জনা সব আমার ঘরে পাঠানো হচ্ছে। সকলেব সব মতলবই আমি বুঝি, আমি ঘাস খাই নে। এ রকম করার চেযে সোজ কথায বললেই হতো—বাপু, তুমি অন্যত্র চলে যাও, এ বাড়ীতে তোমার আর জাযগা হবে না।"

কথাটা বলিয়াই সে আবার ঝড়ের বেগে বাহির হইল। দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল' মুখ ফিরাইযা বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "মা মরে গেলে আমায় মানুষ করেছেন, তবেই আব কি, একবারে মাথা কিনে রেখেছেন। তখন বুকের দুধ না খাওয়ালেই হতো, বেঁচে এত যন্ত্রণা তো সইতে হতো না। কে চায তোমাদের দয়ার দান, কিছু চাই নে। মেজ কর্ত্তাকে বলে দিয়ো, চাকুরী করে দিয়ে তিনি আমার মাথা কিনে নিয়েছিলেন, আমি তাঁর দেওয়া চাকরী চাই নে, জবাব দিযে এসেছি। আমার আবার কাজের ভাবনা,—আমি তো মেয়েমানুষ নই, পুরুষ মানুষ; নিজের কাজ নিজেই করে খেতে পারব।"

দ্রুত সে চলিয়া গেল।

সুনয়না আড়ষ্টভাবে বসিয়া, তাঁহার মুখ তখন শবের মত মলিন হইয়া গিয়াছে।

উচ্ছলিত ক্রোধে গর্জ্জিয়া কল্যাণী বলিল, "শুন্‌লে দিদি, শুন্‌লে কথা গুলো? অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে, মনে ভাবছে—না জানি কি হয়েছি। যাকে যা না বলবার—কেমন তাই বলে যাচ্ছে। শিক্ষার নাম ডুবালে অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি!"

সে অতিরিক্ত রাগে হাঁপাইতে লাগিল।

সুনযনা একটী কথাও না বলিযা উঠিযা দাঁড়াইলেন। কল্যাণী বলিল, "আশ্চর্য দিদি, ও যে এতগুলো কথা শুনিযে দিযে গেল, তুমি তো একটা কথাব উত্তরও দিলে না।"

বড ক্ষীণ কণ্ঠে সুনযনা শুধু বলিলেন, "কি উত্তর দেব?"

কল্যাণী রাগ করিযা বলিল, "তোমায অত অপমান করলে, তুমি একটা উত্তরও খুঁজে পেলে না দিদি? আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না, অর্থাৎ আমি যেন ওর গণ্যের মধ্যেই নই। তোমার সামনে তোমাকেই উদ্দেশ করে কেমন কথাগুলো বলে গেল, আমি তাই ভাবছি।"

সুনযনা একটু হাসিলেন।

জ্বলিয়া উঠিযা কল্যাণী বলিল, "তুমি আর হেস না মেজদি। মাগো, মেজ ঠাকুরকেই যে কত কথা বল্‌লে, তিনি নাকি তোমার কথায ওঠেন বসেন। আঃ ছিঃ, ওকেই না তুমি মানুষ করেছ দিদি?"

সুনযনা বলিলেন, "সেই জন্যই তো ও আমায এত কথা শুনাতে পার্‌লে সেজবউ, না হলে ও কি একটা কথাও শুনাতে পাবৃত? নিজেই নিজের গলা কেটেছি যে—"

কথাটা লুফিয়া লইয়া কল্যাণী বলিল, "সে কথা হাজার বার সত্যি মেজদি, নিজেই নিজের গোড়া কেটেছ তুমি। ওই তো বলে গেল, বুকের দুধ তুমি দিয়ে কেন ওকে বাঁচালে? সত্যি দিদি,— পরের ছেলে কখনও আপনার হয়? বুকের দুধ খাইয়ে কোলে করে

মানুষ করেছ, ও ফণা ধরতে শিখেছে,—ছোবল দেবেই তো। বোঝ দিদি, ও যদি তোমার নিজের ছেলেটি হতো, আজ কি এমন করে কথা বলে যেতে পারত? ছি ছি, একেবারে ঘেন্না ধরালে গো।"

দাসীরা বাসন পত্র আনিয়া আবার নামাইয়া রাখিল, জানাইল ছোটবাবু সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া, তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন না।"

কল্যাণী বলিল, দেখলে দিদি—"

দৃপ্তকণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "দেখেছি; কিন্তু তোরা আয় আমার সঙ্গে, দেখি—সে আমায় কি করে ঠেকায়? আমি নিজে গিয়ে রেখে আসব।"

তিনি অগ্রসর হইলেন, দাসীরা পিছনে চলিল।

সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিল নীলেন্দু, সুনয়নাকে দেখিয়া তাহার গর্জ্জন থামিয়া গেল, আস্তে আস্তে সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজা বন্ধ করিল।

সম্মুখের ঘরে বাসন নামাইতে আদেশ দিয়া সুনয়না বলিলেন, "ছোট বাবু আর আসছে না, তোরা নিশ্চিন্ত ভাবে সব গুছিয়ে ফেল। আমি চললুম।"

কল্যাণী একটু হাসিয়া বলিল, "জোঁকের মুখে নুন পড়েছে দিদি, আর তর্জ্জন গর্জ্জন নেই।"

দৃপ্তনেত্রে একবার তাহার পানে চাহিয়া সুনয়না দ্রুত নামিয়া গেলেন।

১৬

নীলেন্দু উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া ছিল, সুমিত্রা তাহার পায়ের কাছে স্তব্ধমুখে বসিয়া ছিল।

মেজ বউদির দত্ত আঘাত নীলেন্দুর বুকে বড় গভীর রূপেই বাজিয়াছিল' সে কোনমতে এ বেদনা সামলাইতে পারিতেছিল না।

সেই মেজবউদি, তিনি যে এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা যেন কল্পনারও অতীত ছিল।

আজ স্বামী স্ত্রীর আহার হয় নাই। সুনয়না দাসীকে সংসারের যাবতীয় কাজ করিতে পাঠাইয়াছিলেন, নীলেন্দু তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ভোলানাথ বাজার করিয়া আনিয়াছিল, অতিরিক্ত রাগে অধীর হইয়া নীলেন্দু ধামা শুদ্ধ তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়াছে। সুনয়না রন্ধন করিবার জন্য বামুন ঠাকুরাণীকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নিজেদের রন্ধন করিতে গিয়াছিলেন, নীলেন্দু বামুন দিদিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়াছে।

সে যেন দৃঢ় পণ করিয়া বসিয়াছে যে, ইহাদের কিছুই লইবে না ফুলিতে ফুলিতে সে উগ্রকণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছিল—এত আত্মীয়তার আর কোন দরকার নাই, সে যেমন করিয়াই হউক দিন কাটাইবে, তাহার জন্য কাহারও মাথা ব্যথার আবশ্যক নাই।

সুনয়নাও সেদিন আহার করিলেন না। তিনি কেবল মাত্র আহার করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে কল্যাণী আসিয়া জানাইল আজ নীলু কিছুই খায় নাই, রাগ করিয়া শুইয়া আছে।

সকৌতুকে সে হাসিয়া বলিল, "দেখছ দিদি, পুরুষের কি তেজ, কাউকে কিছু করতে দেবে না, অথচ নিজেরও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ভোলাকে বলেছে কি জানো? বলে—আমি নিজে বাজার করে আনব। ক্ষমতা তো বড়,—যে কখনও দোকান বাজার করে নি, সে নাকি বাজার করে আনবে,—শুনে হেসে বাঁচি নে।"

হাসিয়া সে লুটাইয়া পড়িল।

সুনয়না মুখ ভার করিয়া রহিলেন, কল্যাণীর অগোচরে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহিয়া গেল।

কল্যাণী বলিল, "এই মাত্র দেখে এলুম, ঠাকুরপো শুয়ে পড়ে আছে আর ছোট বউ তার কাছে চুপটি করে বসে আছে। একবার দেখবে চল না দিদি, জানালা দিয়ে দেখে চলে আসবে, ওরা দেখতে পাবে না।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুনয়না বলিয়া উঠিলেন—"সেজবউ—"

কল্যাণী থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

নীচের ঘটনা উপরে দুইটী প্রাণীর কাণে গেল না। নীলু তখন উপুড় হইয়া পড়িয়া কি ভাবিতেছিল কে জানে,—সুমিত্রা নীরবে বসিয়া চোখ মুছিতেছিল।

দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল, নীলেন্দু ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"একি সুমিত্রা, তুমি এখানে বসে"—বলিতে বলিতে দৃষ্টি পড়িল—সে কাঁদিতেছে।"

খানিক নিঃশব্দে তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া নীলেন্দু গদগদ কণ্ঠে ডাকিল, "সুমিত্রা—"

সুমিত্রা অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

তাহার মুখের হাত জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া নীলেন্দু বলিল, 'তুমিও আজ কিছু খাওনি মিত্রা? আমি খাবার নিয়ে আসছি,—খেয়ে নাও।"

সুমিত্রা মাথা নাড়িল।

উৎকণ্ঠিত ভাবে নীলেন্দু বলিল, "খাবেনা কেন সুমিত্রা?"

রুদ্ধকণ্ঠে সুমিত্রা বলিল, "তুমি খাবে না?"

"খাব বই কি—"

নীলেন্দু জোর করিয়া হাসিল—"না খেয়ে কেন দেহটাকে নষ্ট করব? পরের ওপব রাগ করে মাটিতে ভাত খাব কেন? আজকের দিনটা কোন রকমে কাটাতে হবে, কাল সংসার করবার উপায় দেখতে হবে।"

বাক্স খুলিয়া একটা টাকা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কখনও সে হাতে করিয়া কিছু কিনিয়া আনে নাই, আজ বাজার হইতে খাবার কিনিতে গিয়া তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল, বাধ্য হইয়া কোন এক রকমে সে খাবার লইয়া ফিরিল।

সম্মুখেই পড়িল ভোলানাথ। বিস্ময়ে সে বলিল, "একি ছোটবাবু, আপনি নিজে—"

মুখখানা লাল করিয়া ফেলিয়া নীলেন্দু বলিল, "বেশ করেছি বেটা,

তোর তাতে কি? ছোটলোককে বেশী স্পর্দ্ধা দিলে মাথায় উঠে বসে, আমি যা খুসি তাই করি না কেন, তোর তাতে কিরে বেটা?"

ব্যাপার বুঝিয়া ভোলানাথ আর কথা না বলিয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত্তে সুনয়নার কাণে এ সংবাদ গিয়ে পৌছাইল।

খাবারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া নীলেন্দু বলিল, "এখন উপায় কি বল দেখি সুমিত্রা?"

সুমিত্রা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মেজদি:কে আমি একবার বলব যে আমারা পৃথক হব না।"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল' "না, কিছুতেই না। মেজ বউদি নিজের মুখে বলেছেন তিনি আমার শত্রু, আমি আবার তার কাছে মাথা পাতব?"

খানিক নীরব থাকিয়া সে বলিল, "দেখ মিত্রা, আমি ভেবে দেখলাম তোমার এখানে কিছুতেই থাকা হবে না, তোমায় বারাসতে যেতে হবেই বুঝলে?"

সুমিত্রার মুখখানা পাংশু হইয়া গেল, বলিল, "কেন, এখানে থাকলে কি ক্ষতি হবে?"

নীলেন্দু বলিল, "তুমি এখানে থাকলে আমায় সব রকমে ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে যেতে হবে, ওদের কাছে উপহাসাস্পদ হতে হবে। আজ যদি তুমি না থাকতে সুমিত্রা, আমি অন্য কোথাও চলে যেতুম, মেসে গিয়ে থাকতুম, সংসার পাতানোর দরকার আমার ছিল না।

সুমিত্রা অবনত মুখে বসিয়া রহিল।

নীলেন্দু গম্ভীর মুখে বলিল' "তুমি থাকলে আমার কথা রাখা চলবে না, হয়তো ওদেরই বাধ্য আমার হতে হবে। তুমি এখান হতে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

রুদ্ধ কণ্ঠে সুমিত্রা বলিল, "যদি তোমার অসুখ বিসুখ কিছু হয়?"

একটু হাসিয়া নীলেন্দু বলিল' "দেড বছর আগে তুমি আসনি সুমিত্রা, তখন তুমি তো আমার সেবা কর নি, কাজেকাজেই অসুখের ওজুর তুমি করতে পার না!"

সুমিত্রা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

উত্তরটা বড় কঠিন হইয়া উঠিল নীলু তাহা বুঝিল, কিন্তু বুঝিয়াও সান্ত্বনার কথা বলিল না।

সুমিত্রা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর মুখ তুলিল—"আমি যাব সেখানে, তুমি আমায় সেখানে পাঠিয়ে দাও।"

নীলেন্দু বলিল, "আমি কাল তোমায় সেখানে রেখে আসব।"

কথাটা এইখানেই মিটিয়া গেল।

বৈকালে নীলেন্দু যখন বাহির হইয়া যাইতেছিল, সত্যেন্দু তখন বাহিরের উঠানে ধীরে ধীরে পদচালনা করিতেছিন। নীলেন্দুকে দেখিয়া ডাকিলেন, "শুনে যা নীলু, একটা কথা আছে।"

নীলেন্দু দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইল না। সে বেশ বুঝিতেছিল, রাগের মাথায় বাসন পত্র ভাগ করা লইয়া সে মেজবউদিকে যাহা বলিয়া আসিয়াছে, মেজবউদি তাহা আবার মেজদাকে লাগাইয়াছেন।

কিন্তু লাগান, তাহাতেই বা ভয় কি? সে তো আর একান্নবর্ত্তী নয় যে মেজদার কথাকে ভয় করিবে?

সে আর অগ্রসর হইল না দেখিয়া সত্যেন্দু নিজেই অগ্রসর হইলেন।

—"হ্যাঁরে, আজ মিঃ টেম্পেষ্টের সঙ্গে দেখা হল, তিনি বললেন যে তুই নাকি হসপিটালের কাজ ছেড়ে দিয়েছিস?"

নীলেন্দু শান্ত কণ্ঠে বলিল, "দিয়েছিতো?"

সত্যেন্দু বলিলেন, "শুনছি তুই নাকি কেম্পানীর কাজ নিয়ে আরেবিয়ায় যাচ্ছিস?"

নীলেন্দু মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল না।

সত্যেন্দু বলিলেন, "আরেবিয়ায় যাবি সত্যি কথা?"

নীলেন্দু উত্তর দিল, "হ্যাঁ—"

সত্যেন্দু বুকের মধ্যে ফাটিয়া যাইতে ছিল, প্রকাশ্যে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, সেখানকার বিপদের কথা কিছু জানিস? বেদুইনরা বড় অত্যাচার করতে আরম্ভ করায় ভারত সরকার এখান হতে যে একদল সৈন্য পাঠাচ্ছেন তাদেরই সঙ্গে থাকতে হবে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে। যারা জীবনের ভয় রাখেনা—যাদের পেছনে কোন অর্কষণ নেই —কেউ নেই, তারাই এই নির্দ্দিষ্ট মরণের সামনে যেতে পারে। কই আর কেউই তো রাজি হল না।"

চাপা সুরে নীলেন্দু বলিল, "আমারই বা পেছনে কি আকর্ষণ আছে? যার মা বাপ নেই, তার আবার—"

বলিতে বলিতে তাহাব কণ্ঠ রুদ্ধ হইযা আসিল।

সত্যেন্দু বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "যাকে বিযে করেছিস, যার জীবনের সব ভাব নিজেব হাতে তুলে নিযেছিস, এই স্বেচ্ছাভরে মৃত্যু বরণ করতে যাওযর আগে তার কথা ভেবেছিস কি ?"

নীলেন্দু কণ্ঠ পবিষ্কাব কবিযা বলিল, "তার কথা তুলবেন না দাদা, সে আমাব কে ? তার দাযীত্ব আপনাব পরে, কারণ আপনিই তাকে এনেছেন, আমাব ঘাড়ে একটা বোঝা চাপিযে নিজে নিশ্চিন্ত হযে সবে পড়েছেন। তার ভাবনা ভাববেন আপনারা, আমি ভাবব না।"

সত্যেন্দু স্তম্ভিত হইযা গেলেন। নীলু যে এমন স্পষ্টভাবে তাঁহার মুখের উপব জবাব দিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

একটু থামিযা তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি তোর যাওযা বন্ধ করতে পারি নীলু, জানিস তুই—সে ক্ষমতা আমার আছে।"

নীলেন্দু বলিল, "তা আমি জানি মেজদা, কিন্তু সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আজই সকালে আমি লেখাপড়া করে দিযে এসেছি, পরশু সকালে তাদেব সঙ্গে চলে যাব।"

সত্যেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর ছোট বউ মা—"

তার ভার উপস্থিত আপনাদের পরে দিচ্ছি নে, তাকে কাল তাব কাকাব কাছে রেখে আসব। তার পর যদিই সে আসে, তাকে কেবল একখানা ঘর দেবেন, তাব সেই একটা ঘরেই দিন চলে যাবে। আমি তো থাকব না মেজদা একট মেযে লোককে নিয়ে সংসারে কোন গোল হবে না।"

সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুত চলিয়া গেল। স্তম্ভিত সত্যেন্দু তাহার গমন-পথের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১৭

নীলেন্দু যে গোপনে এতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই। প্রথমেই এ সংবাদ পান পূর্ণেন্দু।

কথাটা দারুন অবহেলার সহিত শুনিয়া গেলেও সে অবহেলা বড় বেশীক্ষণ রহিল না। মনের মধ্যে অ ল্প অল্পে সেই কথাটাই ছড়াইয়া পড়িল, বুকের মধ্যে দারুণ আঘাত দিতে লাগিল।

বাড়ীতে আসিয়াই তিনি সত্যেন্দুকে এ কথা বলিয়া দিলেন। ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, 'এত বড়টা করে শেষকালে আরবের মরুভূমিতে বেদুইনের হাতে মরবে দাদা,—সে কখনই হবে না। আপনার কথা ও খুব শোন, ওকে বুঝিয়ে এ মতটা বদলে দিন। দেশে থেকেও তো ঢের কাজ পাওয়া যায়। যা হয় কিছু টাকা দিয়ে একটা ডাক্তারখানা করে দিই, স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন করুক ”

সত্যেন্দু উদাসভাবে বলিলেন, “মরুক গিয়ে, যা খুসি ওর তাই করুক পূর্ণ, আমি একটা কথাও বলব না। ওর অদৃষ্টে যদি মরণ থাকে—তাই হবে, ওকে কে বাঁচাতে পারবে ?”

পূর্ণেন্দু স্তম্ভিত হইয়া জ্যেষ্ঠের পানে তাকাইয়া রহিলেন। সত্যেন্দু ধারণাও করিতে পারেন নাই। সহোদর ভাই, তাহার উপর হাতে করিয়া মানুষ করা। একদিন এই নীলেন্দু না তাঁহার

সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র ছিল। সেই গভীব স্নেহ মেজবউ এমন করিযা মুছিয়া দিল কেমন করিযা ?

ধিক্কারে পূর্ণেন্দুর সমস্ত হৃদযটা পূর্ণ হইয় গেল, তিনি আর সত্যেন্দুর পানে ফিরিযাও চাহি:লন না, বরাবর ভিতরে চলিযা গেলেন।

সত্যেন্দুর বুকের মধ্যে যে ঝড বহিতেছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। বাহিরে তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত গম্ভীর,—যেন কিছুই হয নাই।

রাত্রে যখন তিনি আহাবে বসিযাছিলেন, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা মোটেই ছিল না। আহার্য্য দুই চারবার নাডাচাডা করিযা তিনি উঠিতে যাইতেছিলেন, সুনয়না বাধা দিলেন,—"ওকি, কিছুই খেলে না যে ?"

"ক্ষুধা হয়নি" বলিয়া সত্যেন্দু উঠিয়া গেলেন। স্বামীর মনোভাব বুঝিতে সুনয়নার বাকি ছিল না। আজ কয দিনই সত্যেন্দুর ক্ষুধা নাই, আহারে বসিয়া আহার্য্য দুগ্রাস মুখে দিযা উঠিয়া পডেন।

এই কয়দিন সুনয়না বেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন, স্বামীর চেহারা অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। আহারে রুচি নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই, ভিতরের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়।

মনে মনে সুনয়না ব্যাকুল হইযা উঠিতেছিলেন। প্রতিবিধানের সহজ উপায় থাকিতেও তিনি নিরুপায়।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া পডিয়া সুনয়নার চোখে ঘুম নাই। অপর শয্যায় স্বামী ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, সুনয়না বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন, তিনিও জাগিয়া আছেন।

হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সুনয়না মুখ তুলিয়া দেখিলেন, সত্যেন্দু চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছেন।

সুনয়না বালিশের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিলেও সত্যেন্দু বেশ বুঝিতে পারিলেন, তিনিও জাগিয়া আছেন।

"সুনয়না !"

তাঁহার সেই কণ্ঠস্বরে সুনয়না চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিলেন।

সত্যেন্দু বলিলেন "শুনেছ বোধ হয়—ছোট বউমাকে কাল নীলু বারাসতে কাকার বাড়ীতে রেখে আসছে। বল,—এ কথা শুনেছ ?

মন্ত্রচালিতের মত সুনয়না উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ।"

সত্যেন্দু শুষ্ক হাসি হসিয়া বলিলেন, "আর এও বোধ হয় শুনেছ, নীলু পরশু সকালেই জন্মের মত এ বাড়ী ছেড়ে আরেবিয়ায় চলে যাচ্ছে সৈন্যদলে কাজ নিয়ে ?

বাত্যাহতের ন্যায় সুনয়না তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার চোখের পলক পড়িতেছিল না।

সত্যেন্দু তেমনই হাসিমুখে বলিলেন, "যাক এবার তুমি বাঁচলে মেজবউ, —তোমার পরম শত্রু আপনিই তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আর সে তোমার কোন জিনিষে ভাগ বসাতে আসবে, তা মনেও ক'র না। তোমারা—বিশেষ করে তুমি এবার ভারি -শান্তিতে থাকবে মেজবউ।"

সুনয়নার মুখে কথা নাই।

আপন মনে সত্যেন্দু বলিতে লাগিলেন, "সেখান হতে হয়তো

কোনদিন খবর আসবে বেদুইন দস্যুরা এদের শিবির আক্রমণ করে সকলকে মেরে ফেলেছে। আমরা শুধু সেই খবরটা পাব, যে যাবে তার কথা হয়তো একবার ভাবব। কিন্তু যে যাবে সে যে কতখানি বেদনা বুকে নিয়ে যাবে, সে কথা তো ভাবচ না মেজবউ, সম্পূর্ণ অনাত্মীয়ের মধ্যে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকবে সে, মরণের সময় কারও জলভরা চোখ দুটি দেখার জন্য তার প্রাণটা হাহাকার করবে, কারও স্নেহ মাখা হাত কপালে রাখবার জন্যে সে অধীর হয়ে উঠবে, সেদিন আমরা কেউই তো জানতে পারবো না। তার চেয়ে এক কাজ করলে না কেন মেজবউ, সে তো তোমার পরম শত্রুই হয়েছিল, তুমি কেন তার খাবারে খানিকটা বিষ মিশিয়ে দিলে না, সে মরণেও তবু জেনে যেতে পারতো, আত্মীয় স্বজনের কাছে আছে। সে যে বড় শান্তিপ্রদ মৃত্যু ছিল মেজবউ।”

সুনয়না পাশ ফিরিয়া শুইলেন' নিঃশব্দে চোখের জলে উপাধান ভিজিয়া উঠিল, সত্যেন্দু তাহর কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সুনয়নার মনে হইল তাঁহার যেন কিছুই নাই, সব গিয়াছে।

সকাল হইতেই চোখের জল আর থামিতে চাহে না, শুধু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে।

কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া কতবার চোখের জল আসিয়া পড়িল। বিস্মিতা কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কি হয়েছে দিদি ?”

আর্দ্রকণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "কিছু হয়নি সেজবউ, চোখে কি হযেছে, শুধু শুধু জল পড়ছে।"

কল্যাণী বিশ্বাস করিল কিনা সেই জানে।

সে বলিল, "কাল হতে তোমার সেজ দেওরেরও কি হয়েছে মেজদি—কিছু খেলেন না—একটী কথা বলেননা, সমস্ত রাত চোখে ঘুম নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, কিছু হয়নি। আজ ভোরেই উঠে পাগলের মত কোথায় গেলেন, চা পর্য্যন্ত খেলেন না। কি হয়েছে কিছু যদি বলেন। আমি আর এ সংসারের কে, কাজেই আমায় কেউ কোন কথাও বলে না। সামান্য দাসী বাঁদী বই তো নই' খাটতে এসেছি, শুধু খেটেই যাব।"

সুনয়নার মনে হইল তিনিই বরং সংসারের কেহ নহেন। একদিন এই সংসারে কর্ত্রী তিনিই ছিলেন' আজ নিজের কাছে বহু নিয়ে তিনি নামিয়া পড়িয়াছেন।

খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া নূতন বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

সবিস্ময়ে কল্যাণী বলিল, "ও দিকে কোথায় যাচ্ছো দিদি।"

সুনয়না উত্তর দিলেন না।

সিঁড়ি দিয়া নীলেন্দু নামিতেছিল, সুনয়নাকে দেখিয়া তাহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া সুনয়না উপরে উঠিয়া গেলেন, নীলেন্দু খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নামিয়া গেল।

১৮

"ছোটবউ।"

বারান্দায় সুনয়নার আহ্বান শুনিয়া সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

অঙ্গুলী নির্দ্দেশে গৃহের মধ্যস্থিত সজ্জিত বাক্স প্রভৃতি দেখাইয়া গম্ভীর মুখে সুনয়না বলিলেন, "এসব কি হচ্ছে ছোটবউ?"

সুমিত্রা নতমস্তকে উত্তর দিল, "আমায় আজ বারাসাত নিয়ে যাচ্ছেন' দিদি।"

স্তব্ধ হইয়া সুনয়না তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ আর একটা কথাও তাঁহার মুখে ফুটিল না। সুমিত্রা আস্তে আস্তে একবার মুখ তুলিয়া দেখিল, সুনয়না তাহার পানেই তাকাইয়া আছেন।

"ছোটবউ—"

বুকের সে উচ্ছ্বাসকে আর থামাইয়া রাখা যায় না, রুদ্ধরোষে গর্জ্জিয়া সুনয়না বলিলেন, "রাক্ষসি, আমার বুক হতে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে তুই চলে যাচ্ছিস কোথায়? আমি তোকে এক পা চলতে দেব না। আমার জিনিষ আমায় ফিরিয়ে দিয়ে চলে যা।"

সুমিত্রা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনার কোন জিনিষই তো নেইনি মেজদি।

"নিস্ নি—রাক্ষসি—নিস্ নি?"

চেঁচাইয়া উঠিয়া সুনয়না বলিলেন, "আমার নীলুকে তুই আমার বুক হতে কেড়ে নিস্ নি? আজ দেড় বছর তুই এসেছিস'—এই

দেড় বছরের মধ্যে আমার সোনার সংসার ছারেখারে দিয়েছিস, আমি কোথায় ছিলুম—আমায় কোথায এনে ফেলেছিস? আমি নীলুকে হারিয়েছি, আমার স্বামীকে হারিয়েছি, আমার ছেলে মেয়েদেব হারিয়েছি, এ শুধু তোর জন্মেই নয় রাক্ষসি? তুই নীলুকে নিয়েছিস বলেই না আমি সব হারালুম। সেই নীলু, যে আমার কিছু হলে ছুটে আসত,—আমার অত বড ব্যায়রামের সময় তাকে আমার কাছে যেতে দিস নি। আজ সেই নীলু সে আমায় পর ভাবে, আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, এ তোর জন্মেই না রাক্ষসি? দে,—আমার নীলুকে আবার আমায় ফিরিয়ে দে, নইলে তোকে আমি খুন করব—নিশ্চয়ই মেরে ফেলব।"

সুমিত্রা তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল, দুই হাতে তাঁহার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর মুখখানা রাখিয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিয়া বলিল, "তাই করুন দিদি, আমায় মেরে ফেলুন, আমি সকল জ্বালার হাত হতে পরিত্রাণ পাই। আমি আর বাঁচতে চাই নে দিদি, বাঁচার ইচ্ছা আমার মিটে গেছে।

সুনয়না জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইতে গেলেন, সুমিত্রা তাঁহার পা ছাড়িল না। আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "জানি দিদি, আপনি আমায় বিশ্বাস করবেন না, সব দোষ আমার ঘাড়ে দেবেন। দিদি, আমি আপনার জিনিষ আপনাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি, আপনি ফিরে নিন, আমায় ছেড়ে দিন, আমি যেখান হতে এসেছি সেখানে চলে যাই।"

সুনয়না থতমত খাইয়া গিয়েছিলেন, একটু থামিয়া বলিলেন,

"দোষ তোমার নয়—তবে দোষ কার? আমায় মিথ্যা বুঝাতে চেয়ো না ছোটবউ—আমি সব বুঝি।"

সুমিত্রা তাঁহার পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ভগবান জানেন আমি দোষী কিনা।"

বাধা দিয়া রুক্ষভাবে সুনয়না বলিলেন, "ভগবানের নাম নিয়ো না ছোট বউ,—ভগবানকে ডাকার মুখ তোমার নেই। তুমি যা করেছ তা খুবই ভাল হয়েছে, এমন অনেক মেয়ে করতে পারে না। নীলুকে পর করে দিয়ে এখন তাকে কোথায় পাঠাচ্ছো বল তো? মনে ভেবেছ, এত সহজে আমি তাকে ছেড়ে দেবো তুমি তাকে এত সহজে এ বাড়ি ছাড়া করতে পারবে? কক্ষনো না। আমার এমন জোর আছে জেনো' যাতে নীলুকে নিয়ে এক পা তুমি এগুতে পারবে না। আমি তোমায় আটক করব, দেখব তুমি কি করে নীলুকে নিয়ে যাও।"

সুমিত্রা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল, একটা কথারও উত্তর দিলনা।

সদর্প পদবিক্ষেপে সুনয়না নামিয়া গেলেন।

খানিক পরেই নীলেন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল।

"একি সুমিত্রা এখনও চুপ করে বসে আছ? ওঠো, গাড়ী এনেছি' এখনই ষ্টেশনে যেতে হবে।"

সুমিত্রা চক্ষু মুছিতে মুছিতে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি যাব না।"

যেন আকাশ হইতে পড়িয়া নীলেন্দু বলিল, "যাবে না কি রকম?

সুমিত্রা তাহার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত

ভাবে কাঁদিয়া বলিল, “না আমি কিছুতেই যাব না। তুমি আমায় কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না। আমার শ্বশুরের ভিটেয় আমি থাকব, আমাকে কেউ এ ভিটে ছাড়া কবতে পারবে না।”

বিকৃত মুখে নীলেন্দু বলিল, “তোমাব এ কুবুদ্ধি কে দিলে বল দেখি,—বউদি বুঝি?”

পরক্ষণেই নিজের মনে মাথা ডুলাইযা বলিল, “হ্যাঁ তিনি বই আর কে? তিনি সব রকমে আমাব শক্রতা সাধছেন—তা আমি জানি।”

স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, “ওঠ বলছি সুমিত্রা আমায় আর অপমান করো না।”

“ওগো একে অপমান বলে না। তুমি বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, তোমায় আমি কি উপদেশ দেব, কিন্তু সত্যি তুমি নিজের মন দিয়ে বিচার করে দেখ দেখি—একে কি অপমান বলে? যার বুকের ডুধ খেয়ে—”

জ্বলিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, “ফের ও কথা তুলছো সুমিত্রা?”

সুমিত্রা চুপ করিয়া গেল।

নীলেন্দু বলিল, “মেজবউদি তোমায় কি বলে গেছেন তা আমি বুঝতে পারছি। যাক তুমি উঠবে কিনা—যাবে কিনা?”

তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে সুমিত্রা জানাইল, “না।”

অস্থির হইয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, “তুমি যে আমায় ভারি ফ্যাসাদে ফেল্‌লে। আমায় কাল সকালেই যে রওনা হতে হবে—এখন আমি কি করি?”.

সুমিত্রা বলিল, "বেশ তো—তোমার যেখানে খুসী হয় তুমি যাও না কেন, আমি কেন বারাসতে যাব? আমি কোথাও যাব বলে তো এখানে আসি নি, তুমি তো আমায় আননি। মেজঠাকুর আমায় এনেছেন, তিনি যখন আমায় বলবেন চলে যেতে, আমি তখনই চলে যাব, তোমার কথায় আমি যাব না।"

নীলেন্দু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল,—নির্ণিমেষে খানিক স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিযা উঠিল—"তবে তুমি বলতে চাও আমি তোমার কেউ নই,—তুমি আমাব কথায় চলবে না, ওদের কথায়—পরের কথায় চলবে?

দৃপ্তা হইয়া উঠিয়া সুমিত্রা বলিল,—"পব কে? ছিঃ, তোমার কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে গেছে, তা বলে আমার তো হয নি। তুমি যাঁদের পর বলছো, আমি জানি তাঁরাই তোমাব সব চেয়ে বেশী আপনার। আজ তুমি সে কথা মানতে না চাও, সকলেই এই কথা বলবে।"

"বলুক, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না"

নীলেন্দু অস্থির ভাবে খানিক গৃহের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর সুমিত্রার সম্মুখে অসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এখন ট্যাক্সিখানা যে ডেকে আনলুম তার উপায় কি করি বল দেখি?"

সুমিত্রা স্থিরভাবে বলিল, "বিদায় করে দাও।"

অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, "আমায় সব রকমে অপমান না করলে তোমার মনোবাঞ্ছা পুরবে কেন? আমি কিছু পারব না, যা হবার তাই হোক।'

নিতান্ত হতাশ ভাবেই সে বসিয়া পড়িল।

সত্যেন্দুর পুত্র কালো সিঁড়ি হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবু, গাড়ীখানা থাকবে, না বিদায় করে দেব।"

রাগতভাবে নীলেন্দু উত্তর দিল, "আমি জানি নে।"

সুমিত্রা ত্রস্তভাবে বলিল, "বিদায় করে দে কালো গাড়ীর দরকার নেই।"

অত্যন্ত রাগতভাবে নীলেন্দু স্ত্রীর পানে তাকাইল, একটা কথাও আর বলিল না।

১৯

সত্যেন্দু স্ত্রীর সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, পূর্ণেন্দু ও দাদা বউদির দিকে আসিতেন না, কথাও বলিতেন না। সংসারে সবই যেন ওলট পালট হইয়া গিয়াছে, কেহ কাহারও দিকে যায় না, কথাও বলে না, অথচ সংসার বেশই চলিতেছে।

সুনয়না স্বামীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন' "সবই কি আমার দোষ, তাই তোমরা সবাই মিলে আমায় এমনি করে জব্দ করছো? কেউ আমার দিকে আসে না, কথা বলে না, তবে আমি কি করে এ সংসারে থাকব বল দেখি?"

সত্যেন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ, তুমি যে আগেই কান্না আরম্ভ করে দিলে, ব্যাপারখানা হয়েছে কি?"

সুনয়না চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আমিই না নীলুর পরে রাগ করে তোমায় দু কথা বলেছি, তুমি তাই শুনে ওকে যা তা বললে, কেন ওকে পৃথক্ করে দিলে? তুমি তো জানো যে—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সত্যেন্দু বলিলেন, "তুমি জেদ ধরলে বলেই তো ওকে পৃথক করে দিলুম মেজবউ, এতো ভালই হয়েছে। কোন ঝঞ্ঝাট নেই, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যাচ্ছে। সে আর তোমায় বিরক্ত করতে আসতে পারে না, মাঝখানে ওই এক গণ্ডী পড়ে গেছে, সে পৃথক।

সুনয়না কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আমি আমার সে হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।"

সত্যেন্দুর কপট হাসিভরা মুখখানা বড় গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "তা আর হয় না মেজবউ।"

দৃঢ় কণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "কেন হয় না?"

ধীরে ধীরে সত্যেন্দু বলিলেন, "কেন হয় না তা আমি তোমাকে বলে বুঝাতে পারব না; মোট কথা, তুমি এটুকু জেনে রাখ—তা আর হয় না —হবার নয়।"

সুনয়নার দৃপ্তভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল, স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া করযোড়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"কেন হবে না, তুমি একবার হুকুম করলেই হয়।"

শুষ্ক কণ্ঠে সত্যেন্দু বলিলেন, "যা অন্যায়, আমি জেনে শুনে সে হুকুম দিতে পারি নে।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"পারব না মেজবউ, এত খেলো হতে পারব না। একবার তোমারই কথা শুনে নীলুকে পৃথক করে দিয়েছি, আজ আবার তোমার কথা শুনে যদি তাকে ডাকতে যায়, সে কি মনে করবে জানো? সে ভাববে দাদা বউদির হাতের পুতুল, বউদি যেদিকে ফিরাবে সেই দিকে ফিরবে, বউদি হাত ধরে চালাবে তবে চলবে। দেখ মেজবউ, তোমার জন্য এ পর্য্যন্ত অনেক অপমান সহ্য করেছি, আরও অপমান করাতে তুমি চাও? কিন্তু না, আমার নিজেরও জ্ঞান শক্তি আছে তো, তাতেই বুঝেছি আমার দ্বারা আর কোন কাজ হবে না"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "কেন আবার ও সব শত্রু জড়াতে চাও। বেশ রয়েছ, কারও সঙ্গে সম্পর্ক নেই, আমারও পরের ভাবনা ভাবতে হয় না। নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সবাই সুখে থাকতে চায়, পরের দায় কে ঘাড়ে করে বল দেখি। মিথ্যে আর আমায় বিরক্ত কোর না মেজবউ, আমি বেশ আছি নীলুও বেশ আছে, আবার তাকে টেনে এনে তাকেও পুড়িও না, আমাকেও পুড়িয়ো না।"

হাত দুখানা শ্লথভাবে দুইদিকে ঝুলিয়া পড়িয়া ছিল, সুনয়না স্তব্ধভাবে স্বামীর মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন, চোখের জল কখন শুখাইয়া গিয়াছিল।

সত্যেন্দু স্ত্রীর পানে ফিরিয়া চাহিলেন না, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কতকগুলা কাগজপত্র টানিয়া লইয়া তাহার দিকে মনঃসংযোগ করিলেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনয়না উঠিলেন, শ্রান্ত চরণ আর দেহটাকে টানিয়া লইতে চায় না, তথাপি তিনি চলিলেন।

নিজের গৃহে গিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মিনু কি কাজে মায়ের কাছে আসিয়া মাকে এমন ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। চুপি চুপি পা টিপিয়া সে চলিয়া গেল, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালোকে গিয়া জানাইল, "মার বড্ড পেট ব্যথা করছে দাদা, মা বড্ড কাঁদছে।"

কালো সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, বয়স চৌদ্দ পনের হইবে।

সে তখন পড়া তৌয়ায়ী করিতেছিল। মাযের অত্যন্ত পেট ব্যথা করিতেছে, মা কাঁদিতেছেন শুনিয়া তাহার পড়া বন্ধ হইয়া গেল, সে উঠিয়া পড়িল।

একটু ভাবিয়া বলিল, "বাবাকে বলেছিলি ?

মিনু উত্তর দিল,—"না।"

কালো বলিল' "আচ্ছা, একবার চট্ করে বাবাকে বলে আয় দেখি।"

নিজে সে পিতার সম্মুখে গেল না।

মিনু চলিয়া গেল, খানিক পরে মলিন মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা তাড়িয়ে দিলে দাদা।"

কালো বলিল, আচ্ছ, "আমি উপায় দেখছি।"

মায়ের দরজার সম্মুখে গিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল, মা তখনও কাঁদিতেছেন।

তাহার একবার খুব পেট ব্যথা করিয়াছিল, ছোট কাকা কি একটা ঔষধ দিয়াছিল, সেটা খাইবামাত্র পেট ব্যথা সারিয়া গিয়াছিল। আজ সেই কথা মনে পড়িতেই সে নীলেন্দুর নিকট গেল।

দারুন বিরক্তভাবে নীলেন্দু তখন হিসাব করিতেছিল, সংসারের জন্য আর কি কি লাগিবে। সুমিত্রা অদূরে বসিয়া ছিল। তাহার পানে আড়ে আড়ে তাকাইয়া নীলেন্দু এক একবার গর্জ্জন করিতে-ছিল, আজকের দিনটা থাক, কাল নীলেন্দু তোমায় ভাল করিয়া জব্দ করিবে। কাল এমন সময় সে কোথায় কতদূর চলিয়া যাইবে, তোমার রাগ অভিমান, চোখের জল সে পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না।

এ বাড়ীর ছোট হইতে বড় সকলকে বিশেষরূপে জব্দ করার কল্পনা সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। ইচ্ছা ছিল কাহাকেও আরেবিয়া যাওয়ার সংবাদ দিবে না, চুপি চুপি পলাইবে। কিন্তু মেজদা এ সংবাদ কোথা হইতে পাইয়াছেন তাহা সে ভাবিয়া ঠিক পায় না। মেজদা তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করার আগে তাহার মনের এত জেদ ছিল না, বাধা দেওয়ার ফলে তাহার জেদ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

সে ঠিক করিয়াছে কাহাকেও নিজের সংবাদ দিবে না, কাহারও সংবাদ লইবে না। এ সংসারে কে কাহার? ওই যে স্ত্রী, সেই কি

তাহার ? যখন মেজদা মেজবউদি তাহার পর হইতে পারিয়াছেন তখন কেহই তাহার নহে ! স্ত্রী, সে তো পরের মেয়ে, রক্তের সম্পর্ক তাহার সহিত কিছুই নাই। স্বামীব যে মায়া স্ত্রীর উপর জন্মায়, তাহার তাহাও জন্মায় নাই ; নেহাত কর্ত্তব্য ভাবিযাই সে এখনও ইহার সহিত কথাবার্ত্তা বলে। যাহাই হোক, তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে, সুমিত্রা নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কালো আসিয়া শুষ্কমুখে দাড়াইল, তাহার মলিন মুখের পানে তাকাইয়া নীলেন্দুর প্রাণটা ছাৎ করিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল,— "কিরে কালো, হঠাৎ এমন সময় তুই যে ?"

কালো বলিল, "মার বড্ড পেট ব্যথা করছে ছোট কাকা ; তুমি যে ওষুধটা আমায় দিয়েছিলে সেই ওষুধ একটু দাও না।

মার পেট ব্যথা করছে,—নীলেন্দু নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, তোর মা কি করছে ?"

কালো উত্তর দিল, "মা বড্ড কাঁদছে আর ছট্‌ফট করছে।"

নীলেন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলমারি হইতে একটা ঔষধের শিশি ও গ্লাস বাহির করিল। স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "শীঘ্র এই গেলাসট্য ধুয়ে দাও দেখি, আর খানিকটা জল দাও !"

"দিচ্ছি" বলিয়া সুমিত্রা উঠিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেই জ্বলিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, রোগের সময় অত আস্তে আস্তে চলতে গেলে চলে না, বুঝেছ ? একটা মানুষ মরে, আর তুমি আস্তে আস্তে যাচ্ছ, বেশ মানুষ তো ! সর, তোমায় কিছু করতে

হবে না। যদি মেজ বউদিকে সত্যি ভালবাসতে এতক্ষণ ছুটোছুটি করতে। আসল কথা লোকটা যন্ত্রণা পাচ্ছে, তোমার তাতে আনন্দ হচ্ছে, ভাবছো বেশ হয়েছে—কেমন?”

সুমিত্রা আর অগ্রসর হইল না, সেইখানেই অড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলেন্দু নিজেই ছুটাছুটি করিয়া ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিল, কালোর হাতে গ্লাসটা দিয়া বলিল, “এই ওষুধটা এখনই নিয়ে গিযে খাইয়ে দিবি। দশ পনের মিনিটের মধ্যে যদি কমে যায়, আবার এসে আমায বলবি আমি তখন অন্য ব্যবস্থা করব। মেজদাকে বলেছিলি কালো।”

কালো বলিল, “মিনু বলতে গিয়েছিল, বাবা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।”

“তাড়িয়ে দিয়েছেন?” এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, “তা তাড়িয়ে দেবেন না কেন? আমি তো বরাবরই জানি মেজদার স্বভাবই ওই রকম। মেজবউদির অসুখ বিসুখ না হলে একটিবার চোখ দিয়ে দেখেন না, অথচ ওঁর সব কাজ মেজবউকে করে দিতে হবে। অমন স্বার্থপর লোক যদি দুনিয়ায় আর একটি থাকে। একটা মানুষ যন্ত্রনায় ছট্‌ফট করছে আর উনি কিনা সে কথা কাণেও তুললেন না?”

সে খানিক পদচারনা করিল, তাহার পর কালোর পানে তাকাইয়া বলিল, “তুই যা, চট করে ওষুধটা খাইয়ে দিয়ে তার পর

যা হয় আমায় বলে যাবি, যদি না কমে আমি ডাক্তার সেনকে ডেকে আনব এখন। এ সময়টা ভারি খারাপ। এই যে পাশের বাড়ীতে কাল তিনজনের কলেরা হয়ে তিন জনই মারা গেল। কিন্তু—দাদার যদি একটু হুঁস থাকে, যদি অমনি কিছু হয়।

ভাবিতে সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

কালো তাড়াতাড়ি ঔষধ লইয়া চলিয়া গেল। ঔষধের পরিণাম কি হইল তাহা সহজেই জানা যায়।

নীলেন্দুর শান্তি ছিল না, সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কালো আর আসিল না।

হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া পত্নীর পানে তাকাইয়া সে বলিল, "আক্কেলটা দেখলে সুমিত্রা? আচ্ছা তবে তাড়াতাড়ি আমায় এ খবর জানানোর কি দরকার ছিল? মানুষকে উৎকণ্ঠায় ফেলাই ওদের মতলব, তা আমি বেশ বুঝেছি। শত্রুতা শুধু মুখেই সাধছে না, কাজেও সাধছে।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আর একবার জানানো তো উচিত ছিল সুমিত্রা? হয় তো মেজবউদি বলেছেন কিন্তু ওরা কেউ কি তাঁর কথায় কাণ দেবে? ডাক্তার সেনকেও ডাকবে না, কোন একটা হাতুড়ে ডাক্তার ধরে আনবে এখন। ডাক্তার সেন কলেরা কেসে ওস্তাদ, যত রোগী হাতে এসেছে সব রোগী ভাল হয়ে গেছে। কি যে করবে ওরা—আমি কেবল তাই ভাবছি!"

শেষ কল্পনা করিয়া সে একেবারে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিল।

২০

ডাক্তার আসা বা কোন গোলমাল না শুনিয়া নীলেন্দুর মনে ধারণা জন্মিল, তাহার ঔধধে মেজবৌদি ভাল হইয়া গিয়াছেন।

তথাপি তাঁহাদের আক্কেলটা যে কি তাহাই ভাবিয়া সে অনেকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

সুমিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা হলে কি আজও রান্না হবে না, বাজারের খাবার খেয়ে দিন কাটাতে হবে ?"

উদাসভাবে নীলেন্দু বলিল, "আমি কি তাই বলছি নাকি ?"

সুমিত্রা উঠিল।

নীলেন্দু বলিল, "তুমিও তো রান্নায় ওস্তাদ শুনেছি। আচ্ছা তোমার বাবা তো গরীব, শুনেছি গরীবের মেয়েরা ছোটবেলা হতে রান্না শেখে, তুমি কিছু শিখতে পার নি ? জানি তোমার প্রকৃতিই ওই রকম, কেউ কিছু করছে দেখলে আর সেদিকে যাওনা ; ভাব—হচ্ছে হয়ে যাক।"

সুমিত্রা চুপ করিয়া রহিল।

নীলেন্দু বলিল, "আচ্ছা চল, ভাত আর একটা কিছু তরকারী রান্না না হয় আমিই দেখিয়ে দেব এখন। ছিঃ, মেয়ে মানুষ হয়ে রাঁধতে জান না, আর আমি পুরুষ হয়ে তোমায় রান্না শিখাব, এজন্য একটু লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার।"

সুমিত্রার ঠোঁটের উপর যেন সিমেণ্ট দিয়াছিল, তাই অত বড় কথাও সে শুধু শুনিয়া গেল।

যে ঘরটা রন্ধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার মেঝেয় জিনিষপত্র ছড়ানো। দাসী উনুন পাতিয়া দিতে আসিয়াছিল, নীলেন্দু তাহাকে তাড়াইয়া দিযাছে।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া নীলেন্দু বলিল, "তা এগুলোও কি গুছিয়ে রাখতে পারনি? এমন কুড়ে মানুষ তুমি, তোমায় নিয়ে কি করে সংসার চলবে? উনুন পাততে জান?"

সুমিত্রা মাথা নাড়িল।

জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া নীলেন্দু বলিল, "কিছুই জানো না? যাও, ষ্টোভটা নিয়ে এসো, ভাত চড়িয়ে দাও। বেলা বারটা প্রায় বাজে, এখনও রান্না চড়ল না।"

সুমিত্রা ষ্টোভ আনিল, তাহাতেই ভাত চড়াইয়া দিয়া দুই স্বামী স্ত্রীতে ঘর গুছাইতে লাগিল।

নীলেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি রান্না হবে বল দেখি?"

সুমিত্রা বলল, "যা খুসি।"

উত্তর শুনিয়া নীলেন্দু চটিয়া গেল, তথাপি মনের সে ভাব সামলাইয়া বলিল, "তোমায় কিছু করতে হবে না, বঁটি এনে দাও, আমি তরকারী কুটছি।"

বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতে গিয়া সে হাত কাটিয়া ফেলিল।

নীলেন্দু রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিল, "শুনেছি মেজবৌদি যখন এ

সংসারে এসেছিলেন তখন তিনি মাত্র এগার বছরের মেয়ে। তখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না, মাকে সব কাজ করতে হতো। সেই এগার বছরের মেয়ে মার হাত হতে সব কাজ নিয়ে করত, আর তুমি সতের আঠার বছরের মেয়ে কোন কাজ করতে পার না!"

এ ধীক্কারও সুমিত্রা সহিয়া গেল।

"নীলু—"

দরজার উপর দাঁড়াইয়া সুনয়না।

সম্মুখে সাপ দেখিলে মানুষ যেমন লাফাইয়া উঠিয়া পিছনে সরিয়া যায়, নীলেন্দুও তেমনি করিয়া বঁটি ছাড়িয়া পিছনে সরিয়া গেল।

অগ্রসর হইয়া আসিয়া সুনয়না বলিলেন, "ঢের কাজ হয়েছে আর কাজ করে দরকার নেই। ছোটবউ, আঙ্গুলটা বেঁধে দেব, একটু নেকড়া এনে দাও।"

সুমিত্রার চোখের জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে খুঁজিয়া একটু কাপডেব টুক্‌রা আনিয়া দিল। স্তম্ভিত নীলেন্দুকে দরজার দিকে টানিয়া আনিয়া তাহার অঙ্গুলী সযত্নে বাঁধিয়া দিতে দিতে সুনয়না বলিলেন, "শুভকর্ম্মের প্রথমেই রক্তপাত, ফল যে ভাল হবে তাতো বুঝছিনে। আজ কোথায় নতুন সংসার পাতিয়ে বসবে, একি ব্যাঘাত উপস্থিত হল!"

নীলেন্দু মুখ ফিরাইয়া ফুলিতেছিল।

তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সযত্নে তাহার মাথায় হাত

বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "কাল সারাদিন খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিলি নীলু, আজও তো বেলা একটা বাজে, এত বেলা কিছু খাস্ নি। দেখছি পৃথক হয়ে পাঁচ দিনেই তোর সংসারে লক্ষ্মী উথলে উঠছে। খুব রান্না হয়েছে ছোটবউ, ষ্টোভটা নিভিয়ে দাও, নিলুর আজ আমার ঘরে নেমন্তন্ন। চল্ নীলু, আমি আজ তোকে আমার পাতে খাওয়াব বলে নিতে এসেছি, ছোটবউ, তুমিও এসো। এর পরে ধীরেসুস্থে রান্না শিখে তারপর নীলুকে খাইয়ো।

নীলেন্দু অভিভূতের মত সুনয়নার পানে তাকাইয়া রহিল, রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু একটা শব্দ বাহির হইল, "বউদি, তুমি ?"

"হ্যাঁরে' আমিই। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিস কি নীলু, আমায় দেখে তোর বিশ্বাস হচ্ছে না।

আর্দ্রকণ্ঠে নীলেন্দু বলিল, "না বউদি, বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি যে আমায় পৃথক করে দিয়েছ, তুমি যে আমায় শত্রু বলেছ—"

রাগে সুনয়নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আর তুই কিছু বলিস নি রে আমায়, কতখানি আঘাত দিয়েছিস তাই আজ একবার ভাব দেখি নীলু? তোর অবহেলা আমার সমস্ত বুকখানা যে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে রে! দেখ দেখি নীলু, আমার বুকে হাতখানা দে, দেখ ওখানে আর কিছু নেই—আমি—"

বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র বালিকায় মত উচ্ছ্বসিত হইয়া সুনয়না কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"বউদি, বউদি—"

সেই ছোট বেলাকার মতই নীলেন্দু বউদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইল, "আমায় মাপ কর বউদি, আমায় ক্ষমা কর। আমি বুঝেও অন্ধ হয়ে ছিলুম, তেমায় চিনেও চিন্‌তে পারিনি বউদি।"

নিজের চোখের জল মুছিয়া সুনয়না জোর করিয়া তাহার মুখ তুলিয়া আপনার অঞ্চলে তাহার চোখর জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কেউ বুঝলে নারে, কেউ জানতে চাইলে না আমার বুকে কতটা যন্ত্রনা হচ্ছিল। যতদিন তুই ছোট ছিলি নীলু, তোকে দুষ্টুমির শাস্তি যখন দিতে যেতুম তখন সবাই জোর করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত। কতক্ষণ তুই তফাতে থাকতে পারতিস্ নীলু? খানিক যেতে না যেতে চুপে চুপে পেছন হতে এসে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরতিস। আমি ভুলে যেতুম তুই দোষ করেছিস, তোকে শাস্তি দিতে হবে। এবারও তোর দুষ্টুমিতে বড় বিরক্ত হয়ে তামি তোকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেই বড় শাস্তি পেলুম নীলু—"

তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

উচ্ছ্বসিত ভাবে নীলেন্দু বলিল, "শুধু তুমি একাই শাস্তি পেয়েছ বউদি, আমার দিকটা দেখলে না? একবার আমায় তুমি ডাকলে না কেন বউদি? তোমার অসুখের সময় আমি যাইনি, ভাল হয়ে উঠে তুমি কেন ছোট বেলার মতই আমায় ডাকলে না

বল দেখি? তুমি পড়ে রইলে, আমায় কেউ দেখলে না,—রাগ করে না খেয়ে চলে যেতুম, কেউ তোমায় সে খবরটা পর্যন্ত দিত না—"

সুনয়না বলিলেন, "যাক গিয়ে, যা হয়ে গেছে তার আর কথা নেই নীলু। আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি আর তো 'না' বলতে পারবি নে। চল্ বেলা একেবারে গেল, একে কাল কিছু খাস নি, আজও এত বেলা অমনি রয়েছিস,—অসুখ করবে যে।"

নীলেন্দু বলিল, "আগে বল, তুমি আর আমায় তফাৎ করে রাখবে না? মেজদা কিছু বলবেন না?"

বড় দুঃখেই সুনয়নার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, "মেজদা কি বলবেন রে বোকা? তোকে যেদিন পৃথক করার কথা বলেছি, সেই দিন হতে সে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে, একবার জিজ্ঞাসাও করে না কেমন আছি। তার চেহারার দিকে একবার চেয়ে দেখেছিস কি নীলু, মুখখানা দেখেছিস কি? চেহারা একেবারে আধখানা হয়ে গেছে, মুখে হাসি নেই। দুবেলা খেতে বসেন মাত্র, অমনি উঠে পড়েন। রাত্রে ঘুম নেই, ছটফট করেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ি, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, শুনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাকছেন 'মা!' এর পরেও কি তুই বলবি নীলু তিনি কিছু বলবেন? তোর মেজদাকে তুই কি চিনিসনি নীলু? আমি যদি কখনও তোকে শাস্তি দিতুম, তিনিই যে পাগল হয়ে যেতেন।

নীলেন্দুর চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

সুনয়না বলিতে লাগিলেন, "তারপর তোর সেজদা, সে আমায় আর তোর মেজদাকে দোষের মূল জেনে আমাদের কারও সঙ্গে কথা বলে না। তুই কোথায় যাবি, সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে এসেছিস শুনে সে তখনই সেই সাহেবের কাছে গিয়ে তোর নাম কেটে দিয়ে এসেছে। তার মুখ দিনরাত ভার, দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। স্পষ্টই সেদিন মুখ ফুটে বলেছিল—তোমরা নীলুকে পৃথক করে দিচ্ছো দাও, আমি তাকে নিয়ে অন্যত্র থাকব; মা-বাপ মরা ভাই সে আমার স্নেহ হারাবে না। সেজবউ যদি তার পরে কোন কথা বলে, সে বউকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করব, আমি মেজদা নই।"

"মেজদিদি, এখনও কথা বলছো? কাল হতে কিছু খাওনি—ছোট ঠাকুরপোও কিছু খায়নি, আজও এত বেলা হল, গল্প করবার সময় কি আর আছে?" বলিতে বলিতে কল্যাণী আসিয়া দাঁড়াইল।

তুষ্টমীর হাসি হাসিয়া বলিল, "একদিনেই এতটা কাজ করে ফেল্‌লে ঠাকুরপো, রক্তারক্তি ব্যাপার।"

সুনয়না শান্ত হাসিয়া বলিলেন, "এখন পেট জ্বলছে সেজবউ, কথা ভাল লাগে না। তুমি ছোটবউকে নিয়ে এসো, আমি নীলুকে নিয়ে চল্‌লুম।"

তিনি নীলেন্দুকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী সুমিত্রার পানে তাকাইয়া বলিল, "মাগো, ছোটবউ কাজ ত সবই জানিস ভাই, আনাড়ি মানুষটাকে দিয়ে এমনি করে খাটাতে হয়?"

সুমিত্রা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পৃথক হওয়া যে কত সুখের তাই জানিয়ে দিলুম সেজ দি।"

২১

সত্যেন্দু বাড়ী ফিরিলে সুনয়না নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, গম্ভীর মুখে জানাইলেন—তিনি এখানে আর থাকবেন না।

সত্যেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সুনয়না বলিলেন, "নীলু আর ছোটবউ নতুন বাড়ী ছেড়ে এ বাড়িতে এসেছে। ওদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা আমার দ্বারা হবে না। একে তো আমি নীলুর পরম শত্রু, শেষে যদিই বলে বসে তার আহারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি—"

সত্যেন্দু বিমর্ষ হইয়া গিয়া বলিলেন, "কেন, ওরা আবার এল কেন?"

সুনয়না হাসি চাপিয়া বলিলেন, "কি করে বলব, খেয়ালীর খেয়াল বইতো নয়।"

সত্যেন্দু ভিতরে প্রবেশ করিতেই নীলেন্দু আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"কিরে নীলু ও বাড়ী ছেড়ে আবার চলে এলি যে?

একটু হাসিয়া নীলেন্দু বলিল, "মেজবউদির নাকি বড্ড অসুখ করেছিল সেই জন্যে এসেছিলুম।"

বিস্ময়ে পত্নীর মুখের পানে তাকাইযা সত্যেন্দু বলিলেন, অসুখ করেছিল,—কি অসুখ?"

সুনয়না হাসিয়া উঠিলেন, "বলি শোনো, তোমার ছেলে মেয়ে আজ কি মজা করেছে। সকালে আমি শুয়ে পড়েছিলুম, মিনু তাই দেখে কালোকে গিয়ে বলেছে, আমাব বড পেট ব্যথা করছে। কাল পাশের বাড়ীতে তিনজন কলেরায মারা গেল, ওরা তা জানে, কথা শুনেই কালো ছুটে গেছে নীলুর কাছে, নীলু ওষুধ দিযে পাঠিয়েছে। তারপর সে ওষুধ তো দূরে ফেলে দিলুম। দুপুরে ওদের ঘরে গিযে দেখি ষ্টোভে ভাত চড়েছে, নীলু আলু তরকারী কুটতে বসে আঙ্গুল কেটে বসে আছে। তখন জোর করে দু'জনকে ধরে নিয়ে এলুম। নাও, তোমার ভাই ভাজ তো পেলে, এখন আমায় বিদায় দাও। জানই তো একসঙ্গে আমি থাকতে পারবো না, আমার মন ভারি খারাপ, আমি তোমাদের শত্রু—"

বাধা দিয়া অস্থির ভাবে সত্যেন্দু বলিলেন, "আঃ কি বলছ মেজবউ?"

সুনয়না বলিলেন, "কেন, সত্যি কথাই বলছি তো। তুমি, সেজ ঠাকুরপো, কেউ আমায় দেখতে পার না, সেজ ঠাকুরপো তো আমায় দেখবার ভয়ে লুকিয়ে বেড়ায়—"

"কেউ সে কথা বলতে পারবে না বউদি।" পূর্ণেন্দু দরজার বাহির হইতে উঁকি দিলেন।

সুনয়না বলিলেন, "আমি জোর করে বলছি ঠাকুর পো, তুমি 'না' বল্‌লেই কি আমি শুনি? তোমার মেজদা আমার কুপরামর্শে যে দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছেন, তুমি স্পষ্টই সে কথা বলেছ। আমি তোমাদের ভাইকে পৃথক করে দিয়েছিলুম, আমিই আবার এনে দিলুম,—হয়েছে তো? এখন তোমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে এ কাল নাগিনীর থাকা উচিত নয়, কে জানে আবার কাকে কামড়াব। নীলু এখন তোমাদেরই, আমার আর কে—শত্রু বই তো নয়। এক সংসারে শত্রুর মুখে ভাইটিকে রেখে তোমরাই কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে ভাই?"

পূর্ণেন্দু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝতে ভুল করেছ বউদি, কেন না—"

সত্যেন্দু মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "ভুল নিশ্চয়ই, সে আর একবার নয়,—একশো বার—এক হাজার বার।"

সুনয়না রাগের ভান দেখাইয়া বলিলেন, "এক লক্ষ বার বলনা কেন? ভুল কে করেছে তাই বল দেখি?"

নীলেন্দু অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভুল আমিই করেছি মেজবউদি, একমাত্র আমার জন্যেই এই তুমুল কাণ্ডটা বেধে গেল।"

স্নেহপূর্ণ নেত্রে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া সুনয়না বলিলেন, "কাজে ভুল আমিও করেছি নীলু, কিন্তু বুঝতে ভুল করি নি। তোমার

মেজদার পাষাণ আচরণের মধ্যেও তোমার উপর স্নেহ ফল্গুর মত বয়ে যাচ্ছে তা আমিও বুঝেছিলুম। তোমার সেজদার সেদিনকার ছুটাছুটি যে তোমার আরেবিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প নষ্ট করতে, তাও আমি বুঝেছিলুম।”

সত্যেন্দ্র হাসিমুখে বলিলেন, “সবই মিটে গেল তো, তুমিই ভেঙ্গেছিলে আবার তুমিই গড়ে দিলে, আঘাত দিয়ে জানিয়ে দিলে কে কাকে কতখানি ভালবাসে। এর জন্যে আমরা তিন ভাই-ই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম মেজবউ। এখন একটু বিশেষ রকম জলখাবারের উদ্যোগ কর—হঠাৎ ক্ষিদেটা বড় বেশী রকম পেয়ে গেল”।

হাসিতে হাসিতে সুনয়না চলিয়া গেলেন।

[সমাপ্ত]